প্রাসাদবাড়ির রহস্য

এক

টিফিন পিরিয়ড। স্কুল লাইব্রেরির টেবিলে বসে গম্ভীরভাবে সেদিনের দৈনিক পত্রিকা পড়ছে অয়ন হোসেন। ক্লাসের ফাঁকের এই সময়টায় বন্ধুরা সবাই খেলাধুলায় ব্যস্ত, কিন্তু ও যায়নি। মনোযোগ দিয়ে পড়ছে দিনের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর, প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে হেডিং দিয়ে ছাপা হয়েছে সেটা:

রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড আর নেই:
বিখ্যাত পরিচালকের দেহাবসান
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

গতকাল রাত দশটায় বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড লস অ্যাঞ্জেলেসের পাম গ্রিন হাসপাতালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। দীর্ঘদিন থেকে তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। এই মৃত্যুতে পৃথিবী এক অসাধারণ চলচ্চিত্র প্রতিভাকে হারাল।

মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের জন্ম ১৯২৭ সালে, ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ডে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। ছোটবেলা থেকেই রুপালি জগতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁকে এই পেশায় নিয়ে আসে। টাইটেল ডিজাইনার হিসেবে ১৯৪৭ সালে ক্যারিয়ার শুরু করেন তিনি, পরবর্তীতে আর্ট ডিরেক্টর, চিত্রনাট্যকার এবং পরিচালকের সহকারী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৪ সালে তাঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি "স্ক্রিম অ্যাট মিডনাইট" মুক্তি পায়, যা সে বছরের সবচেয়ে ব্যবসাসফল ছবিগুলোর একটিতে পরিণত হয়। পরবর্তী পাঁচ বছরে রহস্যধর্মী আরও চারটি ছবি নির্মাণ করেন তিনি, সবই তুমুল দর্শকপ্রিয়তা পায়। বৃটিশ চিত্রজগতে বাজেট স্বল্পতা এবং টেকনিক্যাল সীমাবদ্ধতার কারণে ১৯৭১ সালে অ্যামেরিকায় চলে আসেন তিনি, সেই থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হলিউডে কাজ করেছেন। সবমিলিয়ে পঁয়ত্রিশটি ছায়াছবি তৈরি করেছেন ম্যাকডোনাল্ড—সবই রহস্য-রোমাঞ্চ বা ভৌতিক থিমের ওপর, থ্রিলার বা হরর চলচ্চিত্র নির্মাণে তাঁর সমকক্ষ খুব কম মানুষই ছিলেন। রহস্যের পূজারী এই বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক তাঁর ছত্রিশতম ছায়াছবির কাজ শুরু করেছিলেন তিন বছর আগে, বেশিরভাগ কাজ সম্পন্নও করেছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে বিরতি দিতে বাধ্য হন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, সুস্থ বোধ করলে ছবিটির কাজ শেষ করে মুক্তি দেবেন। কিন্তু তার আগেই

মৃত্যুর করাল থাবা তাঁকে আমাদের মাঝ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল।

বিপত্নীক মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড মৃত্যুকালে রেখে গেছেন একমাত্র কন্যা প্যাট্রিশিয়া এবং অসংখ্য গুণগ্রাহীকে। চিরকাল তিনি সিনেমাপ্রেমী কোটি কোটি দর্শকের মনে রহস্যজগতের এক নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে চিরস্থায়ী হয়ে রইবেন। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

'কী করছ বসে বসে?' পিছন থেকে ক্লাসমেট ভিক্টোরিয়া ওয়েস্টমোর ওরফে রিয়ার কণ্ঠে মনোযোগে ছেদ পড়ল অয়নের। 'খেলতে যাওনি? জিমিরা তো দেখলাম মাঠে ফুটবল নিয়ে ছোটাছুটি করছে।'

'ইচ্ছে করছে না,' বলল অয়ন।

একটা চেয়ার টেনে পাশে বসল রিয়া। 'পেপার পড়ছ? ও, রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের মৃত্যুর খবর! লোকটা জিনিয়াস ছিল বটে।'

'আমার প্রিয় পরিচালকদের একজন,' অয়ন জানাল। 'ভদ্রলোকের প্রত্যেকটা ছবিই একেকটা ক্লাসিক, আমি সবগুলো দেখেছি—কোনও কোনোটা দু'তিনবার।'

'ভুলেই গিয়েছিলাম কার সঙ্গে কথা বলছি!' হেসে উঠল রিয়া। 'তুমি না দেখলে ম্যাকডোনাল্ডের ছবি দেখবেটা কে?'

'মানে!'

'ওমা! গোয়েন্দাদের জন্য ম্যাকডোনাল্ডের থ্রিলারগুলো তো অবশ্যপাঠ্য বইয়ের মত... ঠিক যেমন শার্লক হোমস।'

বলে রাখা ভাল, অয়ন আর ওর প্রিয় বন্ধু জিমি পারকার শখের গোয়েন্দা। ইতোমধ্যে বেশ কিছু জটিল রহস্য সমাধান করেছে ওরা, মোটামুটি নামডাকও হয়েছে।

'আজকাল তো তুমিও প্রায়ই আমাদের সঙ্গে যোগ দাও,' অয়ন মনে করিয়ে দিল। 'তোমারও দেখা উচিত ছবিগুলো।'

'সব না দেখলেও কিছু কিছু দেখেছি,' রিয়া বলল। 'খারাপ লাগেনি।'

লাইব্রেরির দরজায় জোরে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দু'জনে। জিমি এসে ঢুকেছে ভিতরে।

'কী রে অয়ন, খেলতে আসছিস না কেন?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ও। 'জুনিয়র ক্লাসের টিমটার সামনে তো মান-ইজ্জত আর রইল না, অলরেডি দুটো গোল দিয়ে ফেলেছে। জলদি আয়, বজ্জাতগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে।'

টিটকিরির সুরে রিয়া বলল, 'বল কী, পিচ্চিগুলোর কাছে দু'গোল খেয়ে বসে আছ? এখন আবার এসেছ রি-এনফোর্সমেন্টের খোঁজে?'

জিভ কামড়াল জিমি, রিয়াকে লক্ষ করেনি আগে। বেফাঁস কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, খেপাতে খেপাতে জান খারাপ করে দেবে এখন। বিরক্ত স্বরে বলল, 'দ্যাখো রিয়া, সারাক্ষণ খোঁটা দেবে না!'

'আমি আবার খোঁটা দিলাম কখন?' রিয়া চোখ কপালে তুলল। 'ছোটদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়ে এখন বুঝি আমার ওপর চোটপাট দেখাচ্ছ?'

রেগেমেগে পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল জিমি, হাত তুলে তাকে বাধা দিল অয়ন। 'দু'জনে আবার লেগে গেলি, তাই না? আচ্ছা, তোদের সমস্যাটা কী? সারাক্ষণ ঝগড়া করিস... মানুষ তো একটু-আধটু ক্লান্ত হয়, তোরা হোস না কেন?'

'আমি কী করেছি?' ফুঁসে উঠল জিমি। 'শুরু তো ও-ই করল।'

মুচকি মুচকি হাসতে লাগল রিয়া। দেখে জিমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, অয়ন মাঝ থেকে বলল, 'তুই যা এখান থেকে, আমি একটু পরে আসছি। দলের অবস্থা খারাপ, এই অবস্থায় মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসা তোর-ই কি উচিত হয়েছে? আমাকে ডাকার জন্য অন্য কাউকে পাঠাতে পারলি না? তা হলে তো অন্তত রিয়ার সঙ্গে দেখা হত না।'

'আরে এসেছি কি সাধে?' রাগী গলায় বলল জিমি। 'জোর করে মাঠ থেকে বের করে দিয়েছে।'

'কে বের করে দিয়েছে?'

'রেফারি।'

'মানে!' অয়ন ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। 'চাইলেই কাউকে জোর করে মাঠছাড়া করা যায় নাকি?'

'না, ইয়ে... মানে...' ইতস্তত করল জিমি। তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'ফাউল করে লাল কার্ড পেয়েছি তো!'

হোঃ হোঃ করে গলা ছেড়ে জোরে হেসে উঠল রিয়া, অয়নও হাসি আটকাতে পারল না, চেষ্টা করল ঠেকাতে, কিন্তু দমকে দমকে হাসিটা উঠে এল মুখে।

জিমির মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। ধমকের সুরে বলল, 'থামবি তোরা? বৃহৎ স্বার্থে আত্মত্যাগ করলাম... অথচ তোরা হাসছিস?'

'কী আত্মত্যাগ করেছ?' জানতে চাইল রিয়া।

'আরে, ফাউল না করলে তো তিন নম্বর গোলটা হয়েই যাচ্ছিল!'

'নাহ্, অনেক বড় ত্যাগ করেছিস, ভাই!' হাসতে হাসতে বলল অয়ন।

'থামলি না এখনও?' হিংস্র গলায় বলল জিমি। 'এমন গাঁট্টা মারব যে মাথায় আলু গজাবে বলে দিলাম...'

'ঘাট হয়েছে ভাই! বোস এখানে,' কোনোমতে হাসিটা চাপা দিয়ে একটা চেয়ার ঠেলে দিল অয়ন। 'ফ্যানের নীচে বসে মাথাটা ঠাণ্ডা কর।'

চেয়ারে বসল জিমি, পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, 'তোরা এখানে বসে বসে কী করছিলি?'

'রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল,' অয়ন জানাল।

'সেই বিখ্যাত পরিচালক? কাল রাত থেকে তো টিভিতে শুধু তার মরার খবর দেখাচ্ছে। কয়েকটা চ্যানেলে দেখলাম পুরনো সিনেমাও প্রচার করছে।'

'স্বাভাবিক। ভদ্রলোক জীবন্ত কিংবদন্তী ছিলেন, বেশ কিছু অসাধারণ ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের—মানুষ সারাজীবন মনে রাখবে। চলচ্চিত্র জগতের মাইলফলক ওগুলো।'

'শেষ ছবিটা নাকি আগেরগুলোকেও ছাড়িয়ে যেত, সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ম্যাকডোনাল্ড। আফসোস, শেষ করে যেতে পারলেন না।'

'অন্য কেউ হয়তো করবে,' রিয়া বলল। 'আমি তো যদ্দূর জানি, ওটার শুটিং হয়ে গিয়েছিল। শুধু এডিটিং বাকি।'

'তাই যেন হয়,' অয়ন বলল। 'ম্যাকডোনাল্ডের শেষ ছবিটা দেখার জন্য ভক্তরা পাগল হয়ে আছে। আমি নিজেই তাদের একজন। ইশ্, মারা গেলেন বেচারা। তাঁর একটা অটোগ্রাফ পাবার খুব ইচ্ছে ছিল আমার।'

'আগে কখনও বলোনি কেন?' রিয়া ভুরু কোঁচকাল। 'আমিই জোগাড় করে দিতে পারতাম।'

'মানে!'

'বাবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ভদ্রলোকের। আমি দু'বার ওঁর দেয়া পার্টিতেও গেছি।'

'বল কী? কীভাবে?'

'ওঁর দুটো ছবির প্রযোজক ছিল বাবা, ওভাবেই পরিচয়।'

এবার সত্যিই অবাক হলো অয়ন আর জিমি। রিয়ার বাবা মিস্টার ভিনসেন্ট ওয়েস্টমোর বিরাট শিল্পপতি, অসংখ্য ব্যবসা রয়েছে তাঁর। কিন্তু ভদ্রলোক যে চলচ্চিত্র প্রযোজনার সঙ্গেও জড়িত, এটা জানত না ওরা।

'তোমার বাবা ছবি প্রযোজনাও করে?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'সবসময় না, মাঝে মাঝে,' রিয়া বলল। 'আলতু-ফালতু ছবিতে আগ্রহ নেই বাবার, শুধু ভাল স্ক্রিপ্ট পেলে টাকা লগ্নি করে। যাক গে, এতই ভক্ত যখন, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের ফিউনারেলে যেতে চাও? বাবা সম্ভবত নিমন্ত্রণ পাবে। চাইলে সঙ্গে যেতে পারো।'

'সত্যি?'

'অবশ্যই।'

'মন্দ নয় প্রস্তাবটা, ভদ্রলোককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারব,' অয়ন বলল। 'আমি রাজি।'

'আমিও,' জিমি বলল, ওর চোখ আগ্রহে চকচক করছে। 'ওখানে নিশ্চয়ই বড় বড় সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আসবে, তাদের সামনা-সামনি দেখতে পাবো।'

'তুই আর মানুষ হলি না, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাবি নায়ক-নায়িকাদের দেখতে!' বিরক্ত গলায় বলল অয়ন।

'এতে দোষের কী আছে? রথ দেখা, কলা বেচা—একসঙ্গে দুই কাজ হবে। নাকি চোখ বন্ধ করে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বলছিস, যাতে

অন্য কাউকে দেখতে না পাই?'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল অয়ন। 'চল মাঠে যাই। আমাদের টিমকে জেতাতে হবে না!'

'আমি তো আর খেলতে পারব না।'

'তাতে কী হয়েছে? উৎসাহ দিবি—ওটারও দরকার আছে।'

'হ্যাঁ, যাও,' ফোড়ন কাটল রিয়া। 'খেলোয়াড় না হও, চিয়ারলিডার তো হতে পারবে।'

কথাটা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতে যাচ্ছিল জিমি, অয়ন তাড়াতাড়ি বলল, 'ওকে আর খেপিয়ো না তো, রিয়া। আমি কিন্তু ঝগড়া থামাতে পারব না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'

'ভুলে যেয়ো না কিন্তু,' যেতে যেতে বলল অয়ন। 'ফিউনারেলের দাওয়াত পেলেই জানাবে আমাদেরকে।'

'শিয়োর!'

দুই

তিনদিন পর গুরুগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিখ্যাত পরিচালককে সান্তা মারিয়া সেমেটারিতে সমাহিত করা হলো। হলিউডের নামি-দামি প্রায় সব ব্যক্তিত্বই অংশ নিলেন এতে, তাঁদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলো। অনুষ্ঠানের সময় কবরস্থানের চারপাশে উৎসাহী মানুষ আর ভক্তদের ভিড় জমে গেল, তাদের সামাল দিতে গিয়ে নিরাপত্তাকর্মীদের গলদঘর্ম হতে হলো।

ভিনসেন্ট ওয়েস্টমোরের সঙ্গে সেমেটারিতে পৌঁছুল অয়ন, জিমি আর রিয়া, সঙ্গে আমন্ত্রণপত্র থাকায় ঢুকতে কোনও অসুবিধে হলো না। কফিন ঘিরে বসানো হয়েছে সারি সারি চেয়ার, মাঝামাঝি একটা জায়গায় বসল ওরা।

সব অতিথিরা এসে গেছে, শুরু হলো অনুষ্ঠান। একজন পাদ্রী গম্ভীর সুরে প্রার্থনা শুরু করলেন, ফাঁকে ফাঁকে চলল মৃতের জীবন নিয়ে আলোচনা, আধঘণ্টার মত স্থায়ী হলো তা। সবশেষে একটা যন্ত্রচালিত উইঞ্চের সাহায্যে কবরে নামানো হলো কফিনটা, তারপর মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে, বিদায় নেয়ার আগে অতিথিরা গল্প-গুজবে মেতে উঠেছে, অনেককে দেখা গেল এগিয়ে গিয়ে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের মেয়ে প্যাট্রিশিয়াকে সমবেদনা জানাচ্ছে।

'এই সুযোগে দুয়েকটা অটোগ্রাফ নিয়ে ফেললে কেমন হয়?' বলল জিমি। 'টম ক্রুজকে দেখলাম মনে হলো...'

চটাস করে ওর মাথায় একটা চাঁটি মারল অয়ন। বলল, 'খবরদার, পকেট থেকে খাতা-কলম যেন না বেরোয়! সবকিছুর একটা উপযুক্ত সময় আর পরিবেশ আছে!'

'তাই বলে এত জোরে চাঁটি মারবি?' মাথায় হাত বোলাচ্ছে জিমি।

'কমই তো মেরেছে,' রিয়া বলল। 'আমার তো ইচ্ছে হচ্ছিল একটা ফ্লাইং কিক দিতে।'

'কী বললে?' কোমরে হাত দিয়ে ওর দিকে ফিরল জিমি।

'টাইম আউট! টাইম আউট!' তাড়াতাড়ি বলল অয়ন। 'বললাম না, সবকিছুর একটা উপযুক্ত পরিবেশ আছে? এটা বুঝি তোদের ঝগড়া করার জায়গা হলো?'

'ঠিক আছে, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সম্মানে নাহয় মাফ-ই করে দিলাম ওকে,' বলল জিমি।

রিয়া পাল্টা জবাব দিতে যাচ্ছিল, ওকে সে সুযোগ না দিয়ে অয়ন প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, 'আঙ্কেল গেলেন কোথায়?'

'ওই তো,' হাত তুলে দেখাল জিমি।

সামান্য দূরে মাঝবয়েসী এক কৃষ্ণাঙ্গ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা গেল মিস্টার ওয়েস্টমোরকে, তাঁর ভুরু কুঁচকে গেছে।

'খুব সিরিয়াস আলোচনা চলছে মনে হয়,' মন্তব্য করল অয়ন। 'সঙ্গের ভদ্রলোক কে?'

'এডওয়ার্ড মেয়ার,' জানাল রিয়া। 'নামকরা সেলিব্রিটি লইয়ার, বাবার বন্ধু।'

কথা বলতে বলতে বাচ্চাদের দিকে তাকালেন মিস্টার ওয়েস্টমোর, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

'গুড আফটারনুন, আঙ্কেল মেয়ার!' অভিবাদন জানাল রিয়া।

'গুড আফটারনুন, রিয়া,' হাসলেন মিস্টার মেয়ার। 'কেমন আছ?'

'ভাল।'

'এডওয়ার্ড, এই হচ্ছে অয়ন হোসেন আর জিমি পারকার,' পরিচয় করিয়ে দিলেন মিস্টার ওয়েস্টমোর। 'ছেলেরা, ইনি হচ্ছেন এডওয়ার্ড মেয়ার, রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের পারিবারিক আইনজীবী।'

'হ্যালো!' হাত মেলাল অয়নরা।

'এদের কথাই বলছিলে?' জানতে চাইলেন মেয়ার।

মাথা ঝোঁকালেন মিস্টার ওয়েস্টমোর।

'এমন কাজের জন্য বয়স তো খুব কম দেখছি, রিয়ার মতই—তাই না?'

'সমবয়সী আমরা, একই ক্লাসে পড়ি,' অয়ন বলল। 'কিন্তু ব্যাপারটা কী, আঙ্কেল?'

'এডওয়ার্ড একটা সমস্যায় পড়েছে... খুবই অদ্ভুত সমস্যা, যেগুলো নিয়ে তোমরা ডিল করো—সেই জাতীয়,' বললেন মিস্টার ওয়েস্টমোর। 'তাই আমি পরামর্শ দিয়েছি, তোমাদের সাহায্য নিতে।'

'কোনও রহস্য?' অয়নের চোখ চকচক করছে।

'রহস্যই,' জানালেন মেয়ার। 'জটিল একটা রহস্য। ব্যাপারটা মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে নিয়ে।'

'বলেন কী?' আগ্রহের আতিশয্যে অয়ন প্রায় লাফই দিয়ে ফেলছিল আর কী!

'হ্যাঁ, সমস্যাটা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কারও কাছে যেতে পারছি না, সবাই পাগলের প্রলাপ ভাববে। কিন্তু ওটার সমাধান না হলে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের উইলও এগজিকিউট করা যাচ্ছে না।'

'অবশ্যই সাহায্য করব আমরা, ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

'লম্বা কাহিনি, এখানে বলা যাবে না,' মেয়ার জানালেন। 'তোমরা আগামীকাল আমার অফিসে আসতে পারবে? এই ধরো... সকাল সাড়ে ন'টায়?'

কাকতালীয়ভাবে আজই শুরু হয়েছে স্কুলের গরমের ছুটি, ওদের হাতে অখণ্ড অবসর। সোৎসাহে অয়ন বলল, 'নিশ্চয়ই পারব, সার।'

'গুড,' পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে ওদের হাতে দিলেন মিস্টার মেয়ার। 'ওয়েস্ট হলিউডে আমার অফিস, লা সিনেগা বুলেভার্ডে, হ্যানকক পার্কের কাছাকাছি। কাল সকালে চলে এসো, আমি অপেক্ষা করব।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মেয়ার। মিস্টার ওয়েস্টমোরের পিছন পিছন গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল অয়নরা।

'একেই বলে ভাগ্য!' খুশি খুশি গলায় বলল অয়ন। 'ছুটি শুরু হতে না হতেই একটা নতুন কেস পেয়ে গেলাম।'

'তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে, রিয়া,' জিভ দিয়ে চুক চুক করে শব্দ করল জিমি। 'জমজমাট একটা রহস্য সমাধান করব, থ্রিলিং কত্তো ব্যাপার-স্যাপার ঘটবে... অথচ তুমি থাকবে না।'

'থাকব না মানে?' রিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'আমার বাবা তোমাদের কেস জোগাড় করে দিল, আর আমিই বুঝি বাদ পড়ে যাব?'

'বারে, গরমের ছুটি কাটানোর জন্য তোমার না আজ রাতেই দক্ষিণ ফ্রান্সে যাবার কথা? গত ক'দিন ধরে তো ওই গল্প শুনতে শুনতে কান পচে গেল!'

'গোল্লায় যাক ফ্রান্স!' বলল রিয়া। 'একা একা রহস্য সমাধান করে ক্রেডিট ফলানো চলবে না। আমিও থাকছি তোমাদের সঙ্গে।'

মুখের হাসি নিভে গেল জিমির, গরমের ছুটির ক'টা দিন রিয়ার উৎপাত থেকে বাঁচবে ভেবেছিল। সে আশায় গুড়ে-বালি! ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মেতে থাকা মেয়েটার জন্মগত অভ্যাস—কেসটা ফেলে যে যাবে না, এটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। রহস্য-সমাধানের কৃতিত্বে ভাগ বসাতে হবে না'

'এত লাফানোর কিছু নেই,' ওকে নিরুৎসাহিত করার জন্য বলল জিমি। 'দেখা যাবে, ফালতু একটা রহস্য—কোনও মজা নেই। মাঝখান থেকে তোমার ফ্রান্স যাওয়াটা মাটি।'

'নো চান্স!' বলে উঠল অয়ন। 'রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডকে ঘিরে রহস্য... আর ওটা বুঝি ইন্টারেস্টিং হবে না? আমার তো মনে হয়, মারাত্মক একটা চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।'

'তা-ই যেন হয়,' বলল রিয়া।

তিন

পরদিন সকাল পৌনে ন'টায় গাড়ি নিয়ে সাউথ স্যান গ্যাব্রিয়েলে এসে পৌঁছাল রিয়া, এখানেই অয়ন-জিমির বাসা। লস অ্যাঞ্জেলেসের উপকণ্ঠে নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে তৈরি করা আবাসিক এলাকা এটা, পুরো এলাকা জুড়ে চমৎকারভাবে তৈরি করা ছিমছাম অনেকগুলো ডুপ্লেক্স বাড়ি রয়েছে, ওগুলোর দুটোয় ওরা থাকে। যান্ত্রিক শহরের বহুতল ভবনের অ্যাপার্টমেন্টে থাকা পছন্দ নয় অয়ন-জিমির অভিভাবকদের কারও।

অয়নের বাবা শাহাদাত হোসেন বড় প্রকৌশলী, লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা বিরাট ফার্মের চিফ ইঞ্জিনিয়ার তিনি, স্ত্রীসহ অ্যামেরিকায় অভিবাসন করার পর প্রবাস জীবনের শুরুতেই পরিচয় হয়েছিল চিকিৎসক দম্পতি গ্যারি আর ক্যাথরিন পারকারের সঙ্গে। তখন থেকেই দুই পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্ব। সেটা গড়িয়েছে সন্তানদের মাঝেও। প্রতিবেশী হবার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে বড় হয়েছে অয়ন আর জিমি, একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। সম্পর্কটা স্রেফ বন্ধুত্বের নয়, কোথায় যেন দুই ভাইয়ের মত ভালবাসা আর টানও লুকিয়ে আছে।

রাস্তার দু'পাশে মুখোমুখি হোসেন আর পারকারদের বাড়ি—তবে দুই বন্ধু কখন কোন্ বাড়িতে আছে, বলা কঠিন। বাড়ি আলাদা হলেও দুটোকেই নিজেদের বাড়ি মনে করে ওরা, যখন যেটাতে খুশি একসঙ্গে সময় কাটায়। আজ পারকার হাউসে পাওয়া গেল ওদের।

হর্ন শুনে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল দুই বন্ধু, পিছনে মিসেস পারকারের গলা শোনা গেল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে এসো কিন্তু!'

'আসব, আসব!' বলতে বলতে ওরা ছুটল রিয়ার গাড়ির দিকে।

শুধু গাড়ি বললে বাহনটাকে অপমান করা হয়। অসম্ভব দামি একটা লাক্সারি অটোমোবাইল ওটা... ছ'টা দরজাঅলা লম্বাটে আকারের কালো রঙের মার্সিডিজ

কার। ভিতরটা সুপ্রশস্ত, মুখোমুখি স্থাপন করা গদিমোড়া আরামদায়ক সিটে ছ'জন বসতে পারে। মেঝেতে দামি গালিচা, বিনোদনের জন্য টিভি, মিউজিক সিস্টেম, এমনকী ছোট একটা বারও আছে। আরাম-আয়েশের চূড়ান্ত যাকে বলে! জার্নির সময়টা যে কীভাবে কেটে যায়, টেরও পাওয়া যায় না।

গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েস্টমোরদের ধোপদুরস্ত শোফার চার্লি, ওরা আসতেই দরজা খুলে ধরল। বলল, 'গুড মর্নিং, মাস্টার অয়ন আর জিমি!'

'গুড মর্নিং, চার্লি!' হাসিমুখে প্রত্যুত্তর দিল অয়ন। 'কেমন আছেন আপনি?'

'খুব ভাল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মার্সিডিজে উঠল দুই বন্ধু।

'দেরি করে ফেলেছ!' সিটে বসে অভিযোগের সুরে বলল অয়ন। 'মিস্টার মেয়ারের অফিস অনেক দূরে, সকালে রাস্তায় যা রাশ থাকে, সময়মত পৌঁছানো যাবে না।'

'সরি,' দুঃখ প্রকাশ করল রিয়া। 'ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছে। তারপরও তাড়াহুড়ো করছিলাম, কিন্তু মা ব্রেকফাস্ট না করে বেরুতেই দিল না।'

'ঘুমিয়েছ! আমি তো উত্তেজনায় সারারাত চোখই বন্ধ করতে পারিনি!'

'নিজের উদাহরণ টানিস কেন?' জিমি বিরক্ত স্বরে বলল। 'সবাই তো আর তোর মত রহস্যের পাগল না। ঘুমুতেই পারে।'

'সেকি কথা!' অয়ন চোখ কপালে তুলল। 'তুই রিয়ার পক্ষ নিচ্ছিস... সূর্য কি আজ পশ্চিমে উঠল নাকি?'

ধাম করে ওর পিঠে কিল বসিয়ে দিল জিমি।

'উঃ মাগো!'

চার্লি ড্রাইভিং সিটে উঠে বসেছে। ইন্টারকমে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব, মিস ওয়েস্টমোর?'

'ওয়েস্ট হলিউড, লা সিনেগা বুলেভার্ডে,' তাকে জানাল রিয়া। 'একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে, চার্লি। আমাদের দেরি হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে।'

মৃদু গুঞ্জন তুলে চলতে শুরু করল মার্সিডিজ, মেইন রোডে উঠে এল খানিক পরেই।

যাত্রাপথে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটল না। চার্লি ভাল ড্রাইভার, যানবাহনের ভিড় কাটিয়ে দ্রুত গাড়ি ছোটাল সে। এক ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিম হলিউডে পৌঁছে গেল ওরা, লা সিনেগা বুলেভার্ডে রেইগার্ট টাওয়ারের সামনে এসে থামল মার্সিডিজ. বেরিয়ে এল তিন বন্ধু। বিশাল এক বিশতলা উঁচু দালান ওটা, আইনজ্ঞের অফিস এগারো তলায়।

লিফটে চড়ে কাঙ্ক্ষিত ফ্লোরে পৌঁছুল ওরা। চওড়া করিডোরের শেষ মাথায় একটা কাঁচের দরজা, তার গায়ে লেখা:

এডওয়ার্ড মেয়ার, অ্যাটর্নি অ্যাট ল

দরজা ঠেলে সুদৃশ্য অফিসে প্রবেশ করল তিন বন্ধু, ভিতরে এয়ার কণ্ডিশনারের কল্যাণে হিম হিম একটা ভাব বিরাজ করছে। প্রথমেই একটা বড় কামরা, সেখানে সারিবদ্ধভাবে সাজানো ডেস্কে বসে জুনিয়র আইনজীবীরা কাজ করছে—এদেরকে লিগাল অ্যাসিসটেন্ট বলে, জানা আছে অয়নের।

কক্ষটার একপ্রান্তে একটা ছোট ডেস্কে বসে আছে মিস্টার মেয়ারের পার্সোনাল সেক্রেটারি—কমবয়েসী একটা মেয়ে। কাছে গিয়ে গলা খাঁকারি দিল অয়ন। চোখ তুলে তাকাল সেক্রেটারি।

'ইয়েস? কী করতে পারি?'

'আমার নাম অয়ন হোসেন। এরা হলো জিমি পারকার আর ভিক্টোরিয়া ওয়েস্টমোর। মিস্টার মেয়ারের সঙ্গে আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।'

'তোমরা লেট!'

'জানি। সরি, কিছু করার ছিল না।'

'নো প্রবলেম,' এই প্রথম হাসল মেয়েটা। 'হাই, আমি মেগান জনসন। সার তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। বলেছেন, এলে যেন সরাসরি তাঁর কাছে নিয়ে যাই। খুব সিরিয়াস দেখলাম তাঁকে, ব্যাপারটা কী?'

'আমরা নিজেরাও জানি না। দেখা হবার পর জানতে পারব আশা করি।'

'চলো,' উঠে দাঁড়াল মেগান। তাকে অনুসরণ করে মেয়ারের চেম্বারের দিকে এগোল তিন বন্ধু।

'কাম ইন,' দরজায় নকের শব্দে ভিতর থেকে অনুমতি দেয়া হলো।

চেম্বারে ঢুকল অয়নরা। টেবিলে কাজ করছিলেন এডওয়ার্ড মেয়ার, ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'এসো, এসো। তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, বোসো।'

'গুড মর্নিং, মি. মেয়ার।'

চেয়ার টেনে টেবিলের উল্টোপাশে আইনজ্ঞের মুখোমুখি বসল তিন বন্ধু।

'কী খাবে তোমরা, চা-কফি নাকি কোল্ড ড্রিঙ্কস বা আইসক্রীম? হালকা স্ন্যাকসও আনাতে পারি।'

'ব্যস্ত হবেন না,' জিমি বলল। 'আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি।'

'যা তোমাদের মর্জি!' বলে মেয়ার হাসলেন। 'আমি কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে সামান্য খোঁজখবর নিয়েছি।'

'কী জানতে পারলেন?' অয়ন প্রশ্ন করল।

'ইম্প্রেসড্ হবার মত যথেষ্ট। লোকজন বেশ প্রশংসা করল, পুরনো কয়েকটা কেসের কথাও শুনলাম। ধাঁধা ভেদ করে লুকানো জিনিস খুঁজে বের করার অভিজ্ঞতা আছে তোমাদের, শুনে খুব ভাল লাগল। এমন কাউকেই খুঁজছিলাম মনে মনে।'

'সমস্যাটা খুলে বলবেন আমাদের?' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল অয়ন, পুরোদস্তুর পেশাদার গোয়েন্দার হাবভাব। 'তা হলে সাহায্য করতে পারতাম আপনাকে।'

'সাহায্যটা আমার নয়, রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের জন্য দরকার,' বললেন মেয়ার।

বোকার মত পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল অয়নরা।

'মানে!' রিয়া ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল।

'বলতে চাইছি মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের পরিবারের কথা,' মেয়ার বুঝিয়ে দিলেন। 'সাহায্যটা প্রয়োজন ওদের।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' অয়ন বলল। 'কী করতে হবে, বলুন?'

'সমস্যাটা মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের উইল নিয়ে,' মেয়ার বলতে শুরু করলেন। 'ভদ্রলোক অনেকদিন থেকেই অসুস্থ ছিলেন, জানোই তো। মাসছয়েক আগে আমাকে ডেকে বললেন, উইল করতে চান। কী লিখতে হবে না হবে জেনে নিয়ে আমি একটা খসড়া তৈরি করে তাঁর কাছে কয়েকদিন পর জমা দিলাম। এরপর জিনিসটার কথা মনে হলো তিনি ভুলেই গেছেন। খসড়াটা দেখে দিলে চূড়ান্ত কপি তৈরি করব, এমনটা ভেবেছিলাম। কিন্তু তিনি জিনিসটা ফেরতই দিলেন না। এক মাস কেটে যাবার পর প্রসঙ্গটা তুলতেই বললেন, উইলটা নিজেই ফাইনাল করে ফেলেছেন তিনি, দলিল করে তাতে সাক্ষী হিসেবে বিশ্বস্ত দুই ভৃত্যের সইও নিয়ে রেখেছেন। এমন অদ্ভুত কার্যকলাপের কোনও কারণই খুঁজে পেলাম না আমি। উকিলের অনুপস্থিতিতে উইল করেছেন—এর কোনও মানে হয়?'

'এখন কি ওই উইলটা খোয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল জিমি।

'না,' মেয়ার মাথা নাড়লেন। 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সেফ থেকে পাওয়া গেছে ওটা। এই তো!'

একটা ফোল্ডার ওদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। কভার উল্টাতেই মোটাসোটা একটা দলিল দেখা গেল। পড়ার চেষ্টা করল অয়ন, কিন্তু একটু এগোতেই থেমে গেল। আইনের পরিভাষায় লেখা খটমটে সব শব্দ, আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারছে না।

বিব্রত হাসি দিয়ে ও বলল, 'সরি সার, খুব কঠিন ভাষা। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

'ছোটদের বোঝার কথাও না,' মেয়ার আশ্বস্ত করলেন। 'সংক্ষেপে উইলের সারমর্ম হচ্ছে, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সহায়-সম্পত্তির বিলি-বণ্টনের বিবরণ। বেশিরভাগই পেয়েছে তাঁর একমাত্র মেয়ে প্যাট্রিশিয়া। আত্মীয়দেরও বঞ্চিত করেননি তিনি, অল্পস্বল্প দিয়েছেন সবাইকে। আর কিছু কিছু জিনিস দান করা হয়েছে কয়েকটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে।'

'এর মধ্যে তো কোনও সমস্যা দেখছি না।'

'নেইও,' বললেন মেয়ার। 'এগুলো সবই আমার ড্রাফট করা, একটা আর্টিকেল বাদে। ওটা আমার অজান্তে উইলে ঢুকিয়েছেন তিনি, দেখতে দেননি।'

'কোনটা?'

উইলের শেষ পৃষ্ঠায় ছোট করে লেখা একটা অংশ দেখিয়ে দিলেন মেয়ার। সেটা এরকমঃ

"*আর্টিকেল ৩৩।* *স্কিপ দ্য এইচ-টু-ও অ্যাণ্ড উইদিন মাই এস্টেট ইউ উইল ফাইণ্ড দ্য ক্রেট দ্যাট লিডস ইউ টু দ্য প্যাডি ওয়াগন। ফলো দ্য ক্লুজ অ্যাণ্ড পে ইয়োর ডিউজ অ্যাণ্ড দ্য সেকেণ্ড অভ ফিফটি ফাইভ উইল রিওয়ার্ড ইউ।*"

'সর্বনাশ!' লেখাটা পড়ে হতভম্বের মত আইনজ্ঞের দিকে তাকাল জিমি। 'এ তো রীতিমত হিব্রু ভাষা!'

রিয়াকেও বিহ্বল দেখাচ্ছে।

অয়ন বিড়বিড় করে অনুচ্ছেদটা বাংলায় অনুবাদ করল, এইচ-টু-ও পেরোও এবং আমার এস্টেটে একটা বাক্স খুঁজে বের করো, যেটা তোমাকে প্যাডি ওয়াগনের কাছে নিয়ে যাবে। সূত্র অনুসরণ করো আর দেনা শোধ করো এবং পঞ্চান্নের দ্বিতীয় তোমাকে প্রতিদান দেবে।'

দলিল থেকে মুখ তুলল ও। 'কী এটা?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ,' মেয়ারের মুখে তিক্ত হাসি। 'আমরা কেউই এর জবাব জানি না।'

'দেখে তো ধাঁধার মত মনে হচ্ছে,' অয়ন বলল। 'সমাধান করলে প্রতিদান হিসেবে কিছু পাওয়া যাবে—সেটাই বুঝিয়েছে শেষ কথাটায়।'

আইনজ্ঞ মাথা ঝোঁকালেন। 'আমারও তা-ই ধারণা। কিন্তু সমাধান করব কী, মাথামুণ্ডু কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড প্র্যাকটিক্যাল জোক করতে পছন্দ করতেন, সব কাজে রহস্য রাখাটাও তাঁর একটা স্বভাব ছিল—তাঁর সিনেমার চরিত্রগুলোর মত। এটাও তেমনই কিছু একটা। সমস্যা হচ্ছে, তাঁর বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মত যোগ্যতা নেই পরিবারের কারও। বাইরের কারও কাছেও যেতে পারছি না, যদি পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেয়? আর পত্রিকাঅলারা টের পেলেই হয়েছে! সোজা লিখে দেবে—মরার আগে রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল।'

'হুঁ, ব্যাপারটা জটিলই,' অয়ন একমত হলো।

'উইল কি এটার জন্যই একজিকিউট করা যাচ্ছে না?' জানতে চাইল জিমি।

'হ্যাঁ।'

'কেন,' রিয়া বলল, 'এটা বাদ দিয়ে বাকি সব আর্টিকেল মোতাবেক সম্পত্তি বণ্টন করলে অসুবিধে কী, আঙ্কেল?'

'ভবিষ্যতে আত্মীয়দের কেউ মামলা করলে বিপদে পড়ে যাবো,' বললেন

মেয়ার। 'কোর্টে গিয়ে এই আর্টিকেলটা দেখিয়ে বলবে, উইল করার সময় মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের মাথা ঠিক ছিল না। আদালত ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে, উইলটাকে অবৈধ ঘোষণা করবে। এজন্যই আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এটা পাগলের প্রলাপ নয়। অর্থ আছে ধাঁধাটার। ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি তোমাদের?'

'পরিষ্কার,' অয়ন মাথা ঝাঁকাল। 'আচ্ছা, সাক্ষীদুজন কী বলছে এটার সম্পর্কে?'

'ওরা কিছুই জানে না। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের কথায় শুধু সই দিয়েছে, ব্যস। উইলে কী লেখা আছে, পড়ে দেখেনি।'

'ভালই সমস্যায় পড়া গেল,' চিন্তিত গলায় বলল অয়ন।

'কী ভাবছ... চেষ্টা করে দেখবে?' জিজ্ঞেস করলেন মেয়ার।

'তা তো করবই,' দৃঢ় গলায় বলল অয়ন। 'আগেই হাল ছেড়ে দেব কেন? চেষ্টা করলেই না বোঝা যাবে, ধাঁধাটা সমাধান করা সম্ভব কি সম্ভব না।'

'এগোবে কীভাবে?' রিয়া জানতে চাইল। 'কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না কথাটার।'

পকেট থেকে নোটবুক বের করে অনুচ্ছেদটা টুকে নিল অয়ন। বলল, 'কিছু বোঝা যাচ্ছে না কে বলল? এস্টেটে গিয়ে একটা বাক্স খুঁজতে বলা হয়েছে, দেখছ না?'

'তাই তো!'

'তোমরা যাবে এখন ম্যাকডোনাল্ড এস্টেটে?' জানতে চাইলেন মেয়ার।

অয়ন মাথা ঝাঁকাল। 'যদি কোনও সমস্যা না থাকে...'

'সমস্যা কীসের? আমি এখনই প্যাট্রিশিয়াকে ফোন করে বলে দিচ্ছি।' একটা চিরকুটে খসখস করে এস্টেটের ঠিকানা লিখে দিলেন আইনজ্ঞ।

উঠে দাঁড়াল তিন বন্ধু। 'ঠিক আছে, আমরা তা হলে আসি।'

'ঠিক আছে, বেস্ট অভ লাক!'

শুভকামনা জানিয়ে গোয়েন্দাদের বিদায় দিলেন মেয়ার।

চার

স্যান ফার্নান্দো ভ্যালির সেপালভেডায় বিশাল একটা এলাকা জুড়ে ম্যাকডোনাল্ড এস্টেট। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সেখানে পৌঁছুল তিন বন্ধু। সদর ফটক পেরিয়ে চওড়া একটা ইট বিছানো রাস্তা ধরে মার্সিডিজটাকে র‍্যাঞ্চহাউস জাতীয় একটা বাড়ির সামনে এনে থামাল চার্লি। চমৎকার দেখতে বাড়িটা, সুন্দর করে ছাঁটা গুল্মের নিচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বৃত্তাকার ড্রাইভওয়ের মাঝখানটা বড় বড় পাতাঅলা

কলাগাছ আর গোলাপঝাড় দিয়ে সাজানো।

গাড়ি থেকে নেমে জিমি বলল, 'ওয়াও! দারুণ সুন্দর তো! আমি ভেবেছিলাম মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বাড়ি অন্যরকম হবে—ভূতের বাড়ির মত, গা ছমছম করা।'

'আমার কল্পনার সঙ্গেও মেলেনি,' অয়ন একমত হলো। 'রহস্য আর সাসপেন্সের রাজা এমন একটা রোমান্টিক বাসস্থান বেছে নেবেন, ভাবাই যায় না। হুঁ, বোঝাই যাচ্ছে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আর দশজনের মত স্বাভাবিক মানুষ ছিলেন।'

সদর দরজায় গিয়ে বেল বাজাল ওরা। খানিক পরে মাঝবয়েসী এক ভদ্রমহিলা দরজা খুললেন, বয়স হলেও এখনও দারুণ রূপবতী তিনি—ফুলের প্রিন্টঅলা সাধারণ একটা জামা পরেছেন, গলায় মুক্তোর নেকলেস, সুন্দর করে বাঁধা লাল চুলের কারণে নীল চোখজোড়া উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন দূর থেকে দেখেছে, তাছাড়া তখন ঝালরঅলা একটা কালো টুপি পরে ছিলেন, তাই চেহারাটা বুঝতে পারেনি। এখন সামনাসামনি হয়ে ভদ্রমহিলার চেহারার সঙ্গে প্রয়াত পরিচালকের বিস্ময়কর মিল দেখতে পেল ওরা।

'মিস ম্যাকডোনাল্ড?' জিজ্ঞাসু কণ্ঠ অয়নের।

'এখন আর মিস ম্যাকডোনাল্ড নই আমি,' মৃদু হেসে বললেন মহিলা, 'মিসেস ক্যাপলান হয়ে গেছি। তবে তোমরা আমাকে প্যাট্রিশিয়া ডাকতে পারো। সে যাক, তোমরাই কি অয়ন, জিমি আর রিয়া?'

'জী,' মাথা ঝাঁকাল অয়ন।

'এসো,' দরজা ছেড়ে পথ দিলেন প্যাট্রিশিয়া।

ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিতরে ঢুকল অয়নরা। প্রবেশদ্বারের ওপাশেই আলোকিত লিভিংরুম, দেয়ালে এতবেশি ছবি ঝোলানো যে ওয়ালপেপার চোখেই পড়ে না। রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের ফটোগ্রাফ ওগুলো—বিভিন্ন ছবির সেটে, পরিবারের সদস্য আর চলচ্চিত্র তারকাদের সঙ্গে, পুরস্কারও নিচ্ছেন কয়েকটাতে। বেশিরভাগ ফ্রেমের তলায় থ্যাঙ্ক-ইউ নোট আছে; বোঝা যায়, ছবিগুলো শুভানুধ্যায়ীরা উপহার হিসেবে দিয়েছিল বিখ্যাত পরিচালককে।

ছবিগুলোর দিকে গোয়েন্দাদের মনোযোগ দেখে প্যাট্রিশিয়া বললেন, 'ওগুলো সব বাবার স্মৃতিচিহ্ন। ছবি দিয়ে ঘর ভরে রাখতে পছন্দ করতেন। আর পছন্দ করতেন দর্শকদের চমকে দিতে।'

অয়ন বলল, 'হ্যাঁ, মানুষকে সাসপেন্সের চূড়ান্তে নিয়ে যেতে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের তুলনা ছিল না।'

দেয়ালে ঝোলানো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে গেলেন প্যাট্রিশিয়া। বললেন, 'বাবার মৃত্যুটা আমাদের সবার জন্য একটা বিরাট আঘাত। তার ওপর যোগ হয়েছে উইলের ওই হেঁয়ালিটা। ফিউনারেল আয়োজনের ব্যস্ততায় মাথাই খাটাতে পারিনি। অবশ্য খাটালেও কাজ হত বলে মনে হয় না। বাবার বুদ্ধির সঙ্গে

পাল্লা দেয়া আমার কম্মো নয়। মিস্টার মেয়ার তোমাদের খুব প্রশংসা করলেন। তা, পারবে কিছু করতে?'

প্যাট্রিশিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল গোয়েন্দারা. ছোট বলে মোটেই অবজ্ঞা করছেন না ওদের। বরং সিরিয়াস ভঙ্গিতেই কথা বলছেন।

অয়ন বলল, 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দেয়ার মত ধৃষ্টতা আমাদেরও নেই। তবে আমার ধারণা, অন্যেরা ভেদ করতে পারবে, এমনভাবেই ধাঁধাটা তৈরি করেছেন তিনি। আমরা চেষ্টা করতে রাজি আছি।'

'গুড! তোমাদের মনোভাব আমার পছন্দ হয়েছে।'

'আপত্তি না থাকলে আমরা এখনই কাজ শুরু করতে চাই।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! বোসো তোমরা। উইলের একটা কপি এনে দেব?'

'দরকার নেই,' সোফায় বসে পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল অয়ন। 'ধাঁধাটা লিখে এনেছি।'

মুখোমুখি একটা সোফা টেনে বসলেন প্যাট্রিশিয়া। সেন্টার টেবিলের ওপর নোটবুকটা মেলে রাখল অয়ন, সবাই ঝুঁকল সেটার ওপর।

জিমি জোরে জোরে পড়ল, 'স্কিপ দ্য এইচ-টু-ও অ্যাণ্ড উইদিন মাই এস্টেট ইউ উইল ফাইণ্ড দ্য ক্রেট দ্যাট লিডস ইউ টু দ্য প্যাডি ওয়াগন। ফলো দ্য ক্লুজ অ্যাণ্ড পে ইয়োর ডিউজ অ্যাণ্ড দ্য সেকেণ্ড অভ ফিফটি ফাইভ উইল রিওয়ার্ড ইউ।'

'আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না,' রিয়া বলল। 'যত দেখছি, ততই দুর্বোধ্য লাগছে জিনিসটা। সত্যিই পাগলের প্রলাপ নয়তো?'

'তেমন কোনও সম্ভাবনা দেখছি না,' অয়ন নিশ্চিত। 'প্রলাপ হলে মুখে বলতেন, প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে উইলে ঢোকাতেন না। জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকী নিজের উকিলকেও দেখতে দেননি। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছেন। নাহ্, হেসে উড়িয়ে দেয়া যাবে এটাকে। কোনও এক ধরনের খেলা খেলছেন তিনি সবার সাথে—বুদ্ধির খেলা।'

দু'হাতে কপালের দু'পাশ চেপে ধরলেন প্যাট্রিশিয়া, যেন মাথাব্যথা করছে। বললেন; 'এমন জিনিস বাবার কাছেই আশা করা যায়—মানুষকে সাসপেন্সে ফেলা! কবর থেকে নিশ্চয়ই হাসছে আমাদের দুরবস্থা দেখে।'

'স্কিপ দ্য এইচ-টু-ও,' আনমনে বিড়বিড় করল অয়ন, ঠোঁট কামড়াচ্ছে—গভীরভাবে মগজ খাটানোর লক্ষণ এটা। 'এইচ-টু-ও তো পানির রাসায়নিক সঙ্কেত। পুরো ব্যাপারটাতে কীভাবে খাপ খায়, কে জানে। তবে "উইদিন মাই এস্টেট ইউ উইল ফাইণ্ড দ্য ক্রেট" কথাটা অনেকটাই পরিষ্কার। এস্টেটের ভিতর একটা বাক্স খুঁজতে হবে।'

'আমাদের এলাকা তো অনেক বড়, খুঁজবে কোথায়?' প্যাট্রিশিয়া বললেন।

'একেবারে অসম্ভব কোনও জায়গায় নিশ্চয়ই রাখেননি। বাড়ি বা তার আশপাশেই থাকা উচিত ক্রেটটা। কিন্তু একটা বাক্স কীভাবে আমাদের প্যাডি

ওয়াগনের কাছে নিয়ে যাবে, তা বুঝতে পারছি না।'

এই প্যাডি ওয়াগনটা কী জিনিস?' বিরক্ত গলায় জিজ্ঞেস করল জিমি। 'ধানে গাড়ি?'

'ওটা একটা স্ল্যাং বা অপশব্দ,' নতুন একটা কণ্ঠ শোনা গেল ঘরের ভিতর খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণ। চোখ ফিরিয়ে সতেরো-আঠারো বছরের একটা কালো চুলঅলা ছেলেকে রুমে ঢুকতে দেখল সবাই। কাছে এসে সে বলল, 'পুরনো আমলে খাঁচার মত ক্যারিজঅলা ঘোড়ার গাড়িতে বন্দিদের আনা-নেয়া করত পুলিশ। কথ্য ভাষায় ওটাকেই প্যাডি ওয়াগন বলে।'

সোফা থেকে উঠে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলেন প্যাট্রিশিয়া। গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে জানালেন, 'এ হলো আমার খালাতো বোনের ছেলে ম্যাথিউ লণ্ডনে থাকে, ফিউনারেলের জন্য এসেছে।'

একে একে অয়নদের সবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে হাত মেলাল ছেলেটা। বলল 'ম্যাথিউ হকিন্স। তবে সবাই আমাকে ম্যাট বলে ডাকে।'

প্যাট্রিশিয়া জানালেন, ম্যাটের বাবা-মা কেউ বেঁচে নেই, কয়েক বছর আগে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ফুপুর কাছে মানুষ হয়েছে সে। শুনে দুঃখ প্রকাশ করল অয়নরা।

'বাদ দাও তো!' পরিবেশটা সহজ করার জন্য হেসে বলল ম্যাট। 'এখানে হচ্ছেটা কী, তা-ই বলো। হঠাৎ প্যাডি ওয়াগনের আলোচনা কেন?'

'তোমাকে বলা হয়নি, বাবা উইলে একটা ধাঁধা রেখে গেছে,' প্যাট্রিশিয়ার কণ্ঠে অস্বস্তি।

'ধাঁধা!' ম্যাট অবাক!

'জী,' অয়ন মাথা ঝাঁকাল। 'আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেটার অর্থ বের করতে।'

'কীসের ধাঁধা... আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

নোটবুকটা ম্যাটকে দেখাল জিমি। হেঁয়ালিটা ভুরু কুঁচকে পড়ল সে, তারপর বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'হা ঈশ্বর! কী ধরনের রসিকতা এটা? এর তো কোনও মানেই হয় না।'

অয়ন ভারিক্কি গলায় বলল, 'আমাদের বিশ্বাস, অর্থ আছে। সেটাই বের করার চেষ্টা করছি।'

'তোমরা বের করবে?' ভুরু কোঁচকাল ম্যাট, সে সন্দিহান। 'পারবে?'

'গোয়েন্দা আমরা, আগে বেশ কিছু জটিল রহস্য ভেদ করেছি। তারমধ্যে ধাঁধার কোড ভেঙে গুপ্তধন উদ্ধারের কেসও আছে।'

'তা হলে তো ভালই,' ম্যাট হাসল। 'চালিয়ে যাও। আমি কোনও সাহায্য করতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন, বসুন।' অয়ন আবার নোটবুকটা সেন্টার টেবিলে রাখল।

'তো যা বলছিলাম, *"স্কিপ দ্য এইচ-টু-ও"* কথাটা বাদ দিলে প্রথম অংশটা সহজই মনে হচ্ছে। নির্দিষ্ট একটা বাক্স খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে এই বাড়ি বা তার আশপাশ থেকে।'

'অয়ন, কথাটা কিন্তু খুব একটা স্পেসিফিক হলো না,' রিয়া যুক্তি দিল। 'বাক্স তো কতই থাকতে পারে। যেটা খুঁজছি, সেটা চিনব কী করে?'

'ওটা নিশ্চয়ই অন্য যে কোনও বাক্সের চেয়ে আলাদা হবে,' অয়ন আন্দাজ করল। 'আর হ্যাঁ, পানির সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে জিনিসটার।'

'পানির সঙ্গে আবার বাক্সের কীভাবে সম্পর্ক হয়?' রিয়া প্রশ্ন করল।

'ওয়াটারটাইট হয়তো,' জিমি বলল। 'পানিতে ফেললে ভাসে।'

'তারমানে যত রকম বাক্স পাবো, সব পানিতে ফেলে দেখতে হবে? কথা আর পেলে না!'

অপমানবোধ করল জিমি। বাইরের লোক আছে দেখে কিছু বলল না, তবে অগ্নিদৃষ্টি হানল বান্ধবীর দিকে।

'এত জটিল করে ভাবছি কেন?' অয়ন বলল। 'সাগর-সিন্দুক হতে পারে না? যেগুলো নাবিকেরা জাহাজে ব্যবহার করে? কাঠের তৈরি হয় ওগুলো, সাগরের ওপর ভেসে থাকা জাহাজে থাকে।'

'যুক্তি আছে তোমার কথায়,' ম্যাট একমত হলো, তারপর ফিরল প্যাট্রিশিয়ার দিকে। 'প্যাটিখালা, বাড়িতে ওরকম কোনও সিন্দুক আছে?'

'বলতে পারব না,' প্যাট্রিশিয়া মাথা নাড়লেন। 'বিয়ের পর থেকে প্যাসাডেনায় আমার স্বামীর বাড়িতে থাকি, এখানে খুব একটা আসা হয় না। কী আছে না আছে, কিচ্ছু জানি না।'

'অসুবিধে নেই, আমরা খুঁজে দেখছি,' হতাশ না হয়ে বলল অয়ন। 'ভাগ ভাগ হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি করা যাবে। জিমি, তুই ম্যাটকে নিয়ে ওপরতলায় যা। রিয়া, তুমি নীচতলায় খোঁজো, বেজমেণ্টও বাদ দেবে না। প্যাট্রিশিয়া, আপনি ওকে সাহায্য করতে পারবেন?'

'অবশ্যই,' ভদ্রমহিলা সোৎসাহে বললেন।

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল রিয়া।

'বাইরের উঠোন আর গ্যারাজটা দেখতে,' অয়ন জানাল। 'সবাইকে এক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তারপর আবার লিভিংরুমে জমায়েত হবো। বাক্সটা পেলে এখানেই নিয়ে আসবে, তারপর খবর দেবে বাকিদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুসন্ধানীদল ভাগ হয়ে গেল। যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে তল্লাশি শুরু করে দিল। বিছানার তলা থেকে শুরু করে ছবির পিছনে, ক্লজিট আর কাবার্ডের ভিতরে... সবখানে খুঁজতে থাকল ওরা। দোতলায় জিমি আর ম্যাট মিলে বুকশেলফের সমস্ত বই নামিয়ে ফেলল, চিলেকোঠাও তছনছ করল। নীচতলায় রিয়া সব চেয়ার-টেবিল আর সোফা উল্টে-পাল্টে ফেলল, ফায়ারপ্লেসের মধ্যে ঢুকে

চিমনিতে খুঁজল, অ্যাটিকেও হানা দিল। ওসব জায়গায় তো নেই-ই, বেজমেন্টেও ধুলোপরা খালি কতগুলো র‍্যাক ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না।

ব্যর্থ হয়ে একঘণ্টা পর লিভিংরুমে ফিরল সবাই। সবার শেষে ঢুকল অয়ন—সারাগায়ে ময়লা আর ধুলোবালি, মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক-আশাক অবিন্যস্ত। আগ্রহী চোখে লিভিংরুমের ভিতর চোখ বোলাল গোয়েন্দাপ্রধান, কোনও বাক্স দেখতে না পেয়ে দৃষ্টিতে হতাশা ফোটাল।

'সরি অয়ন,' বলল রিয়া। 'মোটা কাগজের কয়েকটা খালি কার্টন ছাড়া কোনও বাক্সই পাইনি আমরা। সাগর-সিন্দুকের তো চিহ্নও নেই।'

'আমিও পাইনি,' ধপ করে সোফায় বসে পড়ল অয়ন; ক্লান্তি লাগছে খুব, কায়িক পরিশ্রম পছন্দ নয় ওর, মাথা খাটাতেই বেশি পছন্দ করে। 'খুব ভাল করে খুঁজেছি। বাক্স যদি থাকে, তা হলে পুঁতে রাখা হয়েছে।'

'তবেই হয়েছে!' রিয়ার কণ্ঠে হতাশা। 'এত বড় এস্টেটে কোথায় খোঁড়াখুঁড়ি করব?'

নোটবুকটা বের করে চোখের সামনে ধরল অয়ন, উঠে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে থাকল, জোরে জোরে ঠোঁট কামড়াচ্ছে। শেষে বলল, 'নাহ্, কিছু পুঁতে রাখার ইঙ্গিত দেখছি না এখানে।'

'আমার মনে হয় ধাপে ধাপে এগোনোই ভাল,' জিমি পরামর্শ দিল। '*স্কিপ দ্য এইচ-টু-ও* কথাটার অর্থ বের করলে হয়তো বোঝা যাবে, কোথায় খুঁজতে হবে বাক্সটা।'

'ঠিক বলেছিস,' অয়ন তুড়ি বাজাল। 'প্রথমেই ভুল করেছি। মাঝখান থেকে শুরু করলে হাবুডুবু তো খেতেই হবে। দেখা যাক, প্রথম কথাটায় কী বোঝানো হয়েছে।'

'স্কিপ মানে লাফিয়ে পেরুনো,' বলল রিয়া। 'লাফিয়ে পানি পার হতে হবে। তারমানে কি কোনও জলাশয়?'

'খুবই সম্ভব,' অয়ন মাথা ঝাঁকাল। 'প্যাট্রিশিয়া, এস্টেটের মধ্যে কোনও পুকুর-টুকুর আছে? বা সুইমিং পুল?'

'না, নেই,' প্যাট্রিশিয়া মাথা নাড়লেন। 'তবে আমাদের সীমানার বাইরে একটা গলফ কোর্স আছে, সেখানে কিছু ওয়াটার হ্যাজার্ড থাকার কথা। তবে বাবা কখনও গলফ খেলত না, ওখানেও যেত না।'

'তা হলে তো সেটা বাদ দিতে হয়।'

আবার পায়চারি শুরু করল অয়ন। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। হঠাৎ ওর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল, 'এটা ছাড়া আর কোনও এস্টেট বা বাড়ি আছে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের?'

'আছেই তো!' বলে উঠল ম্যাট। 'প্যাটিখালা, ওয়াটফোর্ডে একটা সামার হাউস আছে না তোমাদের? দাদিকে নিয়ে রবার্ট দাদু তো প্রায়ই ছুটি কাটাতে যেতেন

ওখানে।'

'ঠিক বলেছ,' প্যাট্রিশিয়া সায় দিলেন। 'ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ইংল্যাণ্ডে বাড়িটা, লণ্ডনের ঠিক বাইরেই।'

'ওটাই,' অয়নের মুখে বিমল হাসি।

'কী বলতে চাইছিস?' ভুরু কোঁচকাল জিমি।

'জলাশয় না, সাগর পাড়ি দিতে বলা হয়েছে,' অয়ন হাসিমুখে জানাল। 'আটলাণ্টিকের ওপারে, ইংল্যাণ্ডের এস্টেটে খুঁজতে হবে বাক্সটা।'

'মাই গড!' চোখ বড় বড় করে বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'ঠিকই বলেছ তুমি। মিলে যাচ্ছে সব। এখানে যখন কিছু নেই, তা হলে ওখানেই বাবা রেখেছে বাক্সটা।'

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' অয়ন বলল। 'তবে আমাদের কাজ বোধহয় এখানেই শেষ করতে হচ্ছে।'

'মানে!'

'মানে বাকিটা এস্টেটে গিয়ে সমাধান করতে হবে। আমরা যেহেতু যেতে পারছি না...'

'কেন? যেতে পারবে না কেন? তোমাদের বাবা-মা অনুমতি দেবেন না?'

'তা হয়তো দেবেন। কিন্তু এতদূর যাওয়া-আসার একটা খরচ আছে না!'

'খরচ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাদের,' কড়া গলায় বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'ওটা আমি দেব।'

'কিন্তু...

'কোনও কিন্তু শুনব না। আমার হয়ে কাজ করছ যখন, সব খরচ তো আমারই বহন করার কথা। তোমরা শুধু বাবা-মায়ের অনুমতি জোগাড় করে পাসপোর্টগুলো পাঠিয়ে দিয়ো। বাকিটা আমি সামলাচ্ছি।'

'তারমানে আমরা ইংল্যাণ্ডে যাচ্ছি?' জিমি উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল।

'অবশ্যই!' হাসিমুখে বলল ম্যাট।

'খুব বেশি আশা করছেন আমাদের ওপর,' শুকনো গলায় বলল অয়ন। 'শেষ পর্যন্ত যে সফল হবই, তার কিন্তু কোনও গ্যারাণ্টি নেই।'

'বুঝলাম,' প্যাট্রিশিয়া বললেন। 'কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছে, পারলে তোমরাই পারবে। অনেক বুদ্ধি তোমাদের মাথায়, ধাঁধাটা বাবা যেন ঠিক তোমাদের জন্যই রেখে গেছেন।'

'কবে যেতে হবে?' জানতে চাইল রিয়া।

'লিগাল কিছু ফর্মালিটিজ আছে, সেগুলো সারতে আমার দু-তিনদিন লেগে যাবে। আশা করি এ সপ্তাহেরই শেষ দিকে যেতে পারব। ম্যাটও যাবে।'

'ঠিক আছে, আমরা তা হলে আসি,' অয়নরা উঠে দাঁড়াল। 'অনুমতি পেলাম কি না বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে জানাব আপনাদের।'

'আচ্ছা। যোগাযোগ রেখো কিন্তু!'

পাঁচ

চাইলেও তাড়াতাড়ি করতে পারলেন না প্যাট্রিশিয়া ম্যাকডোনাল্ড। আইনগত জটিলতা এমন এক জিনিস, যা সহজে মেটানো যায় না। অ্যামেরিকা ছাড়ার আগে বেশকিছু কাজ করে আসতে হলো তাঁকে, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের উইল পাঠ। আইনজ্ঞ এডওয়ার্ড মেয়ার পত্রিকায় নোটিশ দিলেন, তা দেখে নির্দিষ্ট দিনে চেনা-অচেনা হাজারো আত্মীয় হাজির হলো স্যান ফার্নান্দো ভ্যালিতে; এদের অনেককে প্যাট্রিশিয়া আগে কখনও দেখেননি, নামও শোনেননি। সবার উপস্থিতিতে উইল পড়ে শোনানো হলো। যারা সম্পত্তির ভাগ পেয়েছে, তারা তো খুশি; যারা পায়নি তারা নানা রকম মন্তব্য করতে করতে বিদায় নিল। নিয়ম অনুসারে ধাঁধাটাও পড়ে শোনাতে বাধ্য হয়েছেন মি. মেয়ার। সেটাকে বেশিরভাগ আত্মীয়ই গুরুত্ব দিল না, দু-একজন আবার অতি উৎসাহ দেখাল, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই হাল ছেড়ে দিল সবাই। এসব ঝামেলা শেষ করার পাশাপাশি স্বামী-সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে দশদিন লেগে গেল ভদ্রমহিলার। এই ক'দিন ধাঁধাটা নিয়ে মাথা ঘামাল গোয়েন্দারা, কিন্তু কূল-কিনারা করতে পারল না।

এগারোতম দিনে লণ্ডনে পৌঁছুল অয়নরা, এক সপ্তাহ থাকার অনুমতি পেয়েছে ওরা বাসা থেকে। বিকেলবেলা হিথরো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টারমাকে নামল ওদের প্লেন। আকাশযাত্রাটা ঘটনাবিহীনই কেটেছে, শুধু লণ্ডনের কাছাকাছি আসার পর প্লেনটা সামান্য ঝড়ের কবলে পড়েছিল। এয়ারপোর্টের বাইরে ওদের জন্য একটা লিমাজিন গাড়ি অপেক্ষা করছিল, কাস্টমসের ফর্মালিটি শেষ করে পাঁচজনের ছোট্ট দলটা চড়ে বসতেই চলতে শুরু করল।

অয়নদেরকে ঐতিহাসিক লণ্ডন শহর ঘুরিয়ে দেখাতে উৎসুক হয়ে আছে ম্যাট। বলল, 'কালকের দিনটা সাইট-সিয়িং করলে কেমন হয়?'

'দারুণ!' সোৎসাহে বলল জিমি। 'আমার খুব ইচ্ছে টাওয়ার অভ লণ্ডন দেখব।'

'আমি বিগ বেন ঘড়ি দেখতে চাই,' রিয়া সুর মেলাল।

'আমি চাই রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের সামার হাউস দেখতে,' বন্ধুদের উৎসাহে পানি ঢেলে-দিল যেন অয়ন। 'মাত্র সাতদিন সময় আমাদের হাতে—শুরুতেই একটা দিন নষ্ট করলে চলবে? রহস্যটার সমাধান হলে নাহয় বেড়ানোর কথা ভাবা যাবে।'

'কী নীরস ছেলে রে বাবা!' বিরক্ত স্বরে বলল রিয়া।

'রোবট কোথাকার!' জিমিও গাল দিল।

'দলে ভারি আমরা, ভোটাভুটিতে হেরে যাবে ও,' বলল ম্যাট।

'লাভ নেই,' জিমি বলল। 'অয়নের ভেটো ক্ষমতা আছে।'

'কে দিল?'

'নিজেই নিয়েছে। দেয়া লাগে নাকি?'

'অ্যামেরিকায় কি এভাবেই গণতন্ত্রের চর্চা হয়?' সকৌতুকে বলল ম্যাট।

ঘণ্টাখানেক পর ব্যস্ত শহরকে পিছে ফেলে বেরিয়ে এল গাড়িটা, তখন বেলা পড়তে শুরু করেছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চারপাশে গ্রাম্য এলাকা দেখতে পেল ওরা—গাছগাছালির বিস্তৃতির মাঝে হঠাৎ হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে একটা-দুটো সাধারণ কটেজ। শহরের যান্ত্রিকতা হারিয়ে এখানে বিরাজ করছে ছবির মত সুন্দর শান্ত একটা পরিবেশ।

অ্যামেরিকায় রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলে যানবাহন, এখানে বাম পাশ দিয়ে। জিমি বলল, 'মনে হচ্ছে যেন রং সাইড দিয়ে যাচ্ছি।'

'অ্যামেরিকায় গাড়িতে চড়লে আমারও তা-ই মনে হয়,' ম্যাট জানাল।

'সামার হাউসটা সামনেই,' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'আর বেশিক্ষণ লাগবে না।'

একটু পরই নুড়ি বিছানো একটা রাস্তায় মোড় ঘুরল লিমাজিন, পথটার মাথায় দু'পাশে ঝোপ কেটে দুটো সিংহের আকৃতি দেয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িটার দেখা মিলল।

'ওরে বাবা!' সবিস্ময়ে বলে উঠল অয়ন। 'এই না হলে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বাড়ি! এমনটাই তো আশা করছিলাম।'

অয়নের জানালায় ভিড় করল জিমি আর রিয়া। বাড়িটা বাড়ি নয়, ছোটখাট প্রাসাদ একটা। সুউচ্চ দেয়ালগুলো বিশাল বিশাল ধূসর রঙের পাথরে তৈরি, তার গায়ে ঘন হয়ে জন্মেছে আইভি লতার ঝাড়। ছাদের কিনারায় পুরনো আমলের দুর্গের মত প্যারাপেট আছে, ঘষা কাঁচের তৈরি জানালাগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন প্রাচীন কোনও গির্জা-টির্জা থেকে খুলে আনা হয়েছে। আকাশ কালো হয়ে আসছে, বাড়িটার চারপাশে কুয়াশা পাক খাচ্ছে—পুরোপুরি একটা ভুতুড়ে পরিবেশ। হানাবাড়ির মত লাগছে প্রাসাদটাকে।

'অয়ন, জিমি, রিয়া... ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরে স্বাগতম!' হেসে বলল ম্যাট।

'অন্য বাড়িটাই ভাল ছিল,' বলল জিমি। 'এটা দেখে তো আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।'

ওর কথার সঙ্গে একমত হয়েই যেন দূরে কোথাও মেঘ গর্জে উঠল।

গাড়ি থেকে বের হতে হতে কাঁধে হাত দিয়ে জিমিকে আশ্বস্ত করলেন প্যাট্রিশিয়া। বললেন, 'ভিতরটা মোটেই এত খারাপ নয়। গেলেই দেখতে পাবে। বাবা অবশ্য দুষ্টুমি করে আমাদের ভয় দেখাত—বাড়িতে নাকি ভূত আছে!'

'বলেন কী!' আঁতকে উঠল জিমি, ওর আবার ভূতপ্রেতের ভয় বেশি। 'ভূত?'

খিলখিল করে হেসে উঠল রিয়া। টিটকিরির সুরে বলল, 'কী ব্যাপার? দ্যা গ্রেট জিমি পারকার কি ভূতের ভয়ে কেঁচো হয়ে গেল নাকি?'

'ভয় পাব কেন?' গরম গলায় প্রতিবাদ করল জিমি। 'আমি কি ভীতু নাকি?'

'সত্যিই ভূত আছে এখানে!' সবাইকে চমকে দিয়ে অন্ধকারে গমগম করে উঠল একটা কণ্ঠ।

'কে ওখানে?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন প্যাট্রিশিয়া। 'লিয়াম... তুমি নাকি?'

প্রাসাদবাড়ির একপাশের কোনার অন্ধকার থেকে ছড়িতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উদয় হলো রুগ্নদেহী এক লোক, আনুমানিক পঞ্চাশের মত হবে বয়স। ঠোঁটের ওপর জাঁদরেল এক গোঁফ ঝুলছে, দু'পাশের কাঁচাপাকা মোটা জুলফিজোড়া নেমে এসেছে প্রায় চোয়াল পর্যন্ত। পোশাক-আশাক পুরনো ধাঁচের, মাথার টুইড ক্যাপটা এবড়ো-থেবড়ো, হাতে যে ছড়িটা আছে—সেটাও আঁকাবাঁকা। দেখে মনে হচ্ছে পুরনো আমলের হরর ছবি থেকে উঠে আসা কোনও চরিত্র।

'বাড়িটা সত্যিই অভিশপ্ত!' আগতদের দিকে বাঁকা ছড়িটা তুলে বলল লোকটা। 'ভূতের আসর আছে এখানে... অ্যানা পারিলদের ভূত! ফরাসি মেয়েটা প্রায় একশো বছর আগে প্রাসাদের পরিচারিকা ছিল, তার প্রেমিক অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করায় মনের দুঃখে মূরের একটা উইলো গাছে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে। সেই থেকে তার অতৃপ্ত আত্মা বাসা বেঁধেছে ম্যানরে, রাতের আঁধারে প্রাসাদের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়ায়, অপেক্ষা করে কখন তার প্রেমিক ফিরে আসবে সেই আশায়।'

জোরে জোরে ঢোক গিলল জিমি, রিয়ার টিটকিরির ভয়ে কিছু বলতে পারল না।

'জ্যাকারি হকিন্স!' ধমকের সুরে বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'এখুনি এসব বকোয়াজ বন্ধ করো! অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর কোনও নমুনা হলো এটা?'

'অভ্যর্থনা তো অবশ্যই জানাব,' বলল জ্যাকারি। 'ওদের সাবধান করে দেয়ার জন্যই বলা। অ্যানা কোনও শান্ত ভূত না, হিংস্র স্বভাবের... জার্মানরা যাকে বলে পোলটারগাইস্ট!'

'কে এই লোক?' ফিসফিস করে জানতে চাইল অয়ন।

'জ্যাকারিচাচা আমার বাবার ছোট ভাই,' ম্যাট জানাল। 'পাগলাটে স্বভাবের। কোথাও টিকতে পারে না বলে রবার্টদাদু ম্যানরের কেয়ারটেকার হিসেবে চাকরি দিয়েছিলেন।'

বাচ্চাদের দিকে ফিরলেন প্যাট্রিশিয়া, বললেন, 'এই পাগলের কথায় কান দিয়ো না। শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছে।'

'লোকটাকে আমার পছন্দ হচ্ছে না,' নিচু গলায় অয়নকে বলল রিয়া। 'মনে হয় কোনও কুমতলব আছে, নইলে খামোকা ভয় দেখাবে কেন?'

'কী জানি!' অয়ন ঠোঁট উল্টাল।

'চলো ভিতরে যাই,' ডাকলেন প্যাট্রিশিয়া।

'হ্যাঁ, চলুন,' অয়ন বলল। 'তাড়াতাড়ি গোছগাছ সেরে ধাঁধাটা নিয়ে বসতে হবে।'

'তোমরা পিচ্চিরা ধাঁধা সমাধান করতে এসেছ?' জ্যাকারির গলায় তাচ্ছিল্য। 'হাহ্, অমন কঠিন জিনিসের উত্তর বের করা তোমাদের কম্মো নয়।'

'ধাঁধার খবর আপনি পেলেন কীভাবে?' অয়ন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল।

'ওমা, আমিও একজন উত্তরাধিকারী না? সব খবরই আসে আমার কাছে।'

ব্যাগ নিয়ে ম্যানরে ঢুকল সবাই, পিছনে ইচ্ছে করেই ধড়াম করে বিকট শব্দে দরজাটা বন্ধ করল জ্যাকারি, অতিথিদের চমকে দিল।

'এসব কী?' বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন প্যাট্রিশিয়া।

'*তেনাকে* জানিয়ে দিলাম যে বাড়িতে নতুন অতিথি এসেছে,' গা জ্বালানো হাসি দিয়ে বলল জ্যাকারি।

ধাম করে হাত থেকে ব্যাগ নামিয়ে রাখলেন প্যাট্রিশিয়া, কেয়ারটেকারের সামনে গিয়ে বললেন, 'সবকিছুর একটা সীমা আছে! আর যদি বাড়াবাড়ি করো, তা হলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকারি। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'তোমাদের সবার জন্য দোতলায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে এসো। ডিনার দিতে বলি।'

'ঝামেলা করতে হবে না, আমরা প্লেনেই খেয়েছি।'

'ঠিক আছে, তা হলে আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। কিছু দরকার হলে খবর দিয়ো।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় চলে গেল জ্যাকারি।

অয়নদের দিকে ফিরলেন প্যাট্রিশিয়া, লজ্জিত গলায় বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত, বাচ্চারা। আসলে ওর মাথার ঠিক নেই...'

'মাফ চাওয়ার কিছু হয়নি, ম্যা'ম,' অয়ন তাড়াতাড়ি বলল। 'আমরা কিছু মনে করিনি। তাছাড়া ভূত-প্রেতেও বিশ্বাস করি না, তাই কে কী বলল, তা নিয়ে ভয় পাই না।'

'কে বলল পাই না?' বিড়বিড় করল জিমি। 'আমার বুক তো এখনই ধড়ফড় করছে। জিন্দেগীতে আর ঘুমাতে পারব না।'

যেন ওর কথা শুনতে পেয়েই রিয়া বলল, 'আমার খুব ঘুম পেয়েছে।' হাই তুলল সে। 'কী আশ্চর্য, এখনও তো ঠিকমত সন্ধ্যাও হয়নি।'

'জেট-ল্যাগ,' ব্যাখ্যা করল অয়ন, সময়-সময় জ্ঞান দিতে ভালবাসে ও। 'বিমানে লম্বা জার্নি করেছি আমরা, টাইম জোন বদলে গেছে। নতুন জায়গার সময়ের সঙ্গে স্লিপ-প্যাটার্ন মেলাতে পারছ না বলেই এমন লাগছে। অ্যামেরিকায় এতক্ষণে সত্যি সত্যি ঘুমানোর সময় তোমার।'

'তোর লেকচারবাজি শুরু হয়ে গেল, না?' জিমি মহাবিরক্ত।

'লেকচার দেয়ার অবস্থা নেই,' মাথা নাড়ল অয়ন। 'ঘুম আমারও পেয়েছে। যা

দেখছি, ধাঁধাটা নিয়ে কালই বসতে হবে।'

ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠতে শুরু করল সবাই। কিন্তু দোতলায় প্রথম ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকণ্ঠের একটা চিৎকার শুনে থমকে গেল ওরা।

'জ্যাকারিচাচার গলা না?' বলল ম্যাট।

ব্যাগ ফেলে পড়িমরি করে ছুটল সে, পিছু পিছু গোয়েন্দারা আর প্যাট্রিশিয়া।

তিনতলা থেকে চারতলায় যাবার সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে কুঁকড়ে থাকা ভঙ্গিতে পাওয়া গেল কেয়ারটেকারকে, ভয়ের চোটে কাঁপুনি উঠে গেছে তার। বাইরে বজ্রপাত হলো, সেই আলো আর শব্দে আরেকবার চিৎকার দিল সে।

'কী হয়েছে, চাচা?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল ম্যাট।

কাঁপা কাঁপা হাতে আঙুল তুলে সিঁড়ির ওপরে চারতলার অন্ধকার ল্যাণ্ডিং দেখাল জ্যাকারি। ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'ভূত... অ্যানার ভূত! ঠিক ওইখানে দেখেছি আমি!'

'মশকরার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি, জ্যাকারি!' প্যাট্রিশিয়া অতিষ্ঠ হয়ে গেছেন।

'ঈশ্বরের কিরে, ঠাট্টা করছি না,' কেয়ারটেকারের গলায় অনুনয়। 'ওকে সত্যি দেখেছি আমি, প্যাটি! সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিল শরীর, গলায় ফাঁসও ঝুলছিল!'

লোকটা রসিকতা করছে বলে মনে হলো না অয়নের। প্যাট্রিশিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'চারতলায় কী আছে, ম্যা'ম?'

'কিচ্ছু না। মালামালের জন্য স্টোরেজ স্পেস হিসেবে ব্যবহার হয় ফ্লোরটা। হিটিং সিস্টেম নেই, মানুষ থাকতে পারবে না, ঠাণ্ডায় মরবে।'

'ভূতের আবার হিটিং সিস্টেম লাগে নাকি?' বলল জিমি।

চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকাল অয়ন।

এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির নীচের দেয়ালে একটা সুইচ টিপলেন প্যাট্রিশিয়া, কিন্তু আলো জ্বলল না।

'ফিউজ হয়ে গেছে মনে হয়,' বললেন তিনি। 'কতকাল বালব পাল্টানো হয় না কে জানে!'

কয়েক পা এগিয়ে প্রথম ধাপে পা রাখল অয়ন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওপরে কী আছে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'ওপরটা দেখা দরকার। ফ্ল্যাশলাইট হবে?'

'আমি নিয়ে আসছি,' বলে একছুটে নীচে চলে গেল ম্যাট। কিচেনের কাবার্ড খোলার শব্দ পাওয়া গেল, তার খানিক পরেই ফিরে এল সে।

'সরি, একটার বেশি পাইনি,' জানাল ছেলেটা। 'তবে কয়েকটা মোমবাতি নিয়ে এসেছি।'

অয়ন ফ্ল্যাশলাইট নিল, বাকিরা মোমবাতি। ওর নেতৃত্বে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকল সবাই। ধাপগুলো পুরনো হয়ে গেছে। প্রতি পদক্ষেপেই জরাজীর্ণ কাঠ ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ঝড় আসবে বোধহয়, বাইরে আরেক দফা

বিজলী চমকাল। শব্দটাতে চমকে উঠল সবাই, সত্যি সত্যি পরিবেশটা ভৌতিক হয়ে উঠছে।

আধঘণ্টা ধরে পুরো চতুর্থ তলা তন্ন তন্ন করে খুঁজল ওরা। পুরু হয়ে ধুলো পরা কিছু ময়লা বাক্স, কয়েকটা ট্রাঙ্ক আর মাকড়সার জাল ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না। নিশ্চিত হবার জন্য ট্রাঙ্কগুলো খুলে দেখা হলো। কিন্তু না, কেউ লুকিয়ে নেই ওগুলোর ভিতর। বেশিরভাগই দেখা গেল পুরনো জামাকাপড়ে ভর্তি।

'নাহ্, কেউই তো নেই,' তল্লাশি শেষে বলল রিয়া। 'উপরে থাকলে দেখতে নিশ্চয়ই পেতাম। পালাতে পারত না, সিঁড়িটা ছাড়া নামার আর কোনও রাস্তা নেই।'

'ভূতের আবার রাস্তা লাগে নাকি?' বলল জিমি। 'যখন-তখন গায়েব হয়ে যেতে পারে।'

'একেবারে ঠিক বলেছ,' একমত হলো জ্যাকারি।

'ননসেন্স!' বিরক্ত হয়ে বলল অয়ন। 'ভূত বলে কিছু নেই। গোপন পথ থাকলেই সবার চোখ এড়িয়ে পালানো যায়। ম্যাট, প্যাট্রিশিয়া, এ বাড়িতে আছে তেমন কিছু?'

'আমি যদ্দূর জানি, আছে,' জানালেন প্যাট্রিশিয়া। 'ছোটবেলায় ওগুলোর ভিতর লুকোচুরি খেলতাম। তবে সেটা এত আগের কথা যে পথগুলো ঠিক কোথায় আছে, তার কিচ্ছু মনে নেই।'

'কেউ বলতে পারবে?'

'মেরিলিনকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। গত ত্রিশ বছর ধরে এ বাড়িতে মেইড হিসেবে কাজ করছে সে। জানলে ও-ই জানবে।'

'তা হলে সকালেই জিজ্ঞেস করব, এখন আর শরীর চলছে না। ঘুমাতে হবে।'

'কীসের ঘুম?' বলল জিমি। 'যা উত্তেজনা গেল, আমি তো চোখই মুদতে পারব না।'

কথাটা অবশ্য ভুল প্রমাণিত হলো। বালিশে মাথা ঠেকাতেই সবার আগে ও নিজেই ঘুমে তলিয়ে গেল।

ছয়

পরদিন সকালে ডিমভাজি আর পাউরুটি টোস্ট করার গন্ধে ঘুম ভাঙল দুই বন্ধুর। পেট মোচড় দিয়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টে কিচেনে ছুটল ওরা। দেখা গেল প্যাট্রিশিয়া ম্যাট আর রিয়া আগেই উঠেছে, নাস্তা শুরু করে দিয়েছে তারা।

'কী হে কুম্ভকর্ণেরা,' কটাক্ষ করল রিয়া। 'ঘুম তা হলে ভাঙল?'

'জী হে সকাল বেলার পাখি,' পাল্টা জবাব দিল অয়ন। 'ভেঙেছে।

'গুড মর্নিং,' অভিবাদন জানাল ম্যাট। 'ঘুম ভাল হয়েছে তো? আশা করি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখোনি?'

'একটাই, যেটাতে ব্রেকফাস্ট মিস করছি।'

জিমির বলার ভঙ্গি শুনে হেসে ফেলল সবাই।

মেইডের ইউনিফর্ম পরা মোটাসোটা এক মহিলা ছেলেদের সামনে নাস্তা পরিবেশন করল।

'অয়ন, জিমি, এই হলো মেরিলিন ক্রম্পটন,' পরিচয় করিয়ে দিলেন প্যাট্রিশিয়া। 'গত ত্রিশ বছর ধরে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ম্যানরের দেখাশোনা করছে। ওর স্বামী লিয়াম আমাদের বাটলার। গত বছর বিয়ে হয়েছে ওদের, এই বাড়িতেই!'

'বড় ভাল লোক ছিলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড!' ছেলেদের গ্লাসে কমলার জুস ঢালতে ঢালতে বলল মেরিলিন। 'চোখে দেখেননি, আমার স্বামী বলেই লিয়ামকে চাকরি দিয়ে দিয়েছেন। আমাকে নিজের মেয়ের মত দেখতেন। তাঁর মৃত্যুতে মনে হচ্ছে আপন কাউকে হারিয়েছি। বেচারা লিয়াম তো সারকে চোখেও দেখল না।'

'কেন? দেখতে পায়নি কেন?' টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে প্রশ্ন করল অয়ন।

'ও এসেছে বেশিদিন হয়নি তো! আমাদের বিয়ের পর চাকরিটা নিয়েছে। তারপর থেকে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড আর আসেননি এ বাড়িতে।'

'শেষ কবে এসেছিলেন?' জানতে চাইল অয়ন।

'এই ধরুন, মাস ছয়েক হবে।'

'তা হলে তো আপনার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার কথা। আপনাদের না এক বছর আগে বিয়ে হয়েছে!'

'লিয়াম তখন বাড়িতে ছিল না। অসুস্থ এক আত্মীয়কে দেখতে যেতে ছুটি নিয়েছিল।'

'অ! তা-ই বলুন।'

'ম্যাডাম প্যাট্রিশিয়া, আমাদের ব্যাপারে ভেবেছেন কিছু?' কাতর গলায় প্রশ্ন করল মেরিলিন।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল অয়ন।

'কিছু না,' প্যাট্রিশিয়া বললেন। 'আসলে চাকর-বাকর রেখে এত বড় বাড়ি মেইনটেন করা সম্ভব না আমার পক্ষে, তাছাড়া এদেশেও তো থাকি না। তাই ভাবছি ম্যানরটা বিক্রি করে দেব। কোথায় যাবে, তাই নিয়ে চিন্তিত ওরা। মেরিলিন সেই শুরু থেকে ম্যানরের পিছনের সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টারে বাস করছে কি না!' মেইডের দিকে ফিরলেন তিনি। জানালেন, 'এখনও ফাইনাল হয়নি কিছু। তোমরা বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থেকে যাও। নতুন মালিকদের নিশ্চয়ই কাজের লোক লাগবে, তোমরা

চাকরি পেয়েও যেতে পারো।'

তখুনি কালো টাক্সিডো পরা এক লোক এসে ঢুকল কিচেনে। সাহেবী কেতায় কুর্নিশ করে খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণে বলল, 'গুড মর্নিং, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন। আমার নাম লিয়াম ক্রুম্পটন। ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরে আপনাদের সেবায় আমি সদা প্রস্তুত।'

লোকটাকে ভাল করে দেখল গোয়েন্দারা। বয়স মেরিলিনের মতই হবে, চেহারাটা বেশ চোখা, মুখের গড়ন লম্বাটে। মাথার পাতলা চুল ধূসর হতে শুরু করেছে, হালকা টাকও আছে।

'গুড মর্নিং, লিয়াম,' প্যাট্রিশিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন। 'অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?'

'সে সৌভাগ্য হয়নি।'

একে একে নিজেদের নাম বলল অয়ন, জিমি আর রিয়া। ওদের অভিবাদন জানাল বাটলার।

পরিচয়ের পালা শেষ হতেই অয়ন বলল, 'আচ্ছা মেরিলিন, এ বাড়িতে কোনও গুপ্তপথ আছে?'

'তা তো আছেই,' জানাল পরিচারিকা। তারপর লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে লেকচার দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের এই ম্যানর দেড়শো বছরের পুরনো, এই এলাকার এক বিত্তশালী জমিদার তৈরি করিয়েছিলেন। সেই আমলে বাড়িঘর তৈরিই হত গোপন কুঠুরি আর গুপ্তপথসহ। যাতে শত্রুপক্ষ বা ডাকাত আক্রমণ করলে বাড়ির লোকজন সহজে পালিয়ে যেতে পারে।'

'এরকম কোনও প্যাসেজ চারতলায় আছে?'

'আমার জানামতে নেই, ওখানে কোনও লিভিং কোয়ার্টার নেই কি না! তাই সম্ভবত গোপন পথের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ওঠানামার পথ শুধু সিঁড়িটাই, অবশ্য একটা ডাম্বওয়েইটার আছে। আগের আমলে ওটা দিয়ে কিচেন থেকে খাবারদাবার, থালাবাসন আর ছোটখাট জিনিসপত্র ওঠানামা করা হত, এখন অবশ্য আর ব্যবহার হয় না।'

ডাম্বওয়েইটার জিনিসটা লিফটের ছোটখাট একটা সংস্করণ, জানা আছে গোয়েন্দাদের।

'হুঁ,' বলল অয়ন। 'আর একটা জিনিস জানার আছে আমার।'

'বলুন, বলুন,' লিয়াম বলে উঠল।

'আপনারা তো অনেকদিন থেকেই ম্যানরে আছেন, কখনও কোনও ভূত-প্রেত বা অস্বাভাবিক কোনও কিছুর উপস্থিতি টের পেয়েছেন?'

'অ্যানা পারিলদের কথা বলছেন তো, যে মেয়েটা গাছে ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করল?' হেসে উঠল বাটলার। 'জী না, দেখিনি। ওটা স্রেফ গুজব, বাড়িঘর পুরনো হলে আপনাআপনি এসব গল্পের জন্ম হয়। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের একটা সিনেমাও

তো আছে এই থিমের ওপর।'

মেরিলিনকেও এ বিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল গোয়েন্দাপ্রধানের, কিছু কিচেনের বাইরে উচ্চকণ্ঠে চেঁচামেচি শুনে থমকে গেল ও।

'কে ওখানে?' ভুরু কুঁচকে লিয়ামের কাছে জানতে চাইলেন প্যাট্রিশিয়া।

'মিস্টার আর মিসেস বয়েড,' তিক্ত কণ্ঠে জানাল বাটলার।

'বলো কী?' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'কখন এলো?'

'আপনি ফোন করার পরদিনই। আমার তো মনে হয়, এক সেকেণ্ডও দেরি করেনি, আপনার বাড়ি থেকে সোজা গিয়ে উঠেছিল বিমানে।'

'ভাল যন্ত্রণায় পড়া গেল তো!'

'কাদের কথা বলছে?' ম্যাটের কাছে জানতে চাইল জিমি।

'অ্যালান আর ফেলিসিটি বয়েড।' বলল ম্যাট। 'স্কটিশ। রবার্টদাদুর নাকি দূর সম্পর্কের আত্মীয়। উইল পড়ার দিন জীবনে প্রথম ওদের দেখেছে প্যাট্রিখালা। জামাই-বউ দুজনই দারুণ-ছোটলোক, উইল থেকে পায়নি কিছুই, নামও ছিল না। খালি হাতে ফিরবে না, তাই ধাঁধাটা নিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে গণ্ডগোল। ওই গুপ্তধনে নাকি তাদেরও ভাগ আছে। ঝামেলার হাত থেকে বাঁচতে খালা বলে দিয়েছে, ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরে আছে গুপ্তধন, খুঁজে বার করার চেষ্টা চলছে। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ ধরল, এখানে আসতে দিতে হবে তাদের, নইলে আমরা নাকি গুপ্তধন পেয়ে মেরে দেয়ার চেষ্টা করব। কী আর করবে, লিয়ামকে ফোন করে ওদের থাকতে দিতে বলে দিয়েছে খালা। দেখা যাচ্ছে একটুও দেরি করেনি। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে!'

'কাজটা ঠিক হলো না,' অয়ন বলল। 'অচেনা লোককে ম্যানরের কথা বলা উচিত হয়নি।'

'তখন কি আর জানতাম, এভাবে খুঁটি গাড়ার চেষ্টা করবে?' বিরক্ত দেখাল প্যাট্রিশিয়াকে।

দড়াম করে খুলে গেল কিচেনের দরজা, ঝগড়া করতে করতে ভিতরে এসে ঢুকল বয়েড দম্পতি।

অ্যালান বয়েড মোটাসোটা এক লোক, দেখে মনে হয় সারাক্ষণ ঘামছে। চোখে হর্ন-রিমের চশমা, মাথার তেল দেয়া লম্বা চুল বার বার হাত দিয়ে ঠিকঠাক করার মুদ্রাদোষ আছে। পরনের উজ্জ্বল রঙের ব্লেজারটা টাইট হয়েছে, অস্বস্তিতে আছে সে। লোকটার চেহারা দেখে কেন যেন ছুঁচোর কথা মনে পড়ে গেল রিয়ার।

অ্যালানের মুখরা স্ত্রী ফেলিসিটি ঠিক স্বামীর বিপরীত। হালকা-পাতলা গড়নের ছোটখাট মহিলা সে, তবে গলায় দারুণ জোর! স্বামীর মত হুবহু একটা ব্লেজার পরেছে সে-ও, তবে এটার ফিটিং প্রথমটার চেয়ে ভাল হয়েছে।

'আমি কক্ষনো বলিনি!' চেঁচাল মহিলা।

'অবশ্যই বলেছ!' সমান তেজে বলল অ্যালান। 'আমার ড্রাইভিং নিয়ে সমালোচনা করা তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আরে বাবা, আমার কী দোষ,

বলো? এই হতচ্ছাড়া দেশের লোকদের কি আমি রাস্তার রং সাইডে গাড়ি চালাতে বলেছি?'

স্বামীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ ঝগড়া করতে যাচ্ছিল ফেলিসিটি, তবে কিচেনের টেবিলে মানুষ আছে দেখে ক্ষান্ত দিল। রাগ-টাগ মুহূর্তেই গায়েব! বিমল হাসি দিয়ে সে বলল, 'আরে, প্যাট্রিশিয়া যে! তুমি এসে গেছ? সঙ্গে ম্যাথিউও আছে দেখছি!' পরমুহূর্তেই অয়নদের ওপর চোখ পড়ল তার। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'এরা আবার কারা?'

'নিশ্চয়ই সম্পত্তির কোনও নতুন ভাগীদার,' পিত্তি-জ্বালানো কথাবার্তা অ্যালানের। 'চেষ্টা করে লাভ নেই হে! আমার ন্যায্য অংশ থেকে এক কানাকড়িও ছাড় দেব না, ছোট বলে কোনও খাতির আশা কোরো না।'

প্যাট্রিশিয়া তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতে যাচ্ছেন দেখে তাড়াতাড়ি নাক গলাল অয়ন। বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকুন, সার। সম্পত্তির ভাগের জন্য আসিনি কেউই। আমরা ম্যাটের বন্ধু, গরমের ছুটি কাটাতে অ্যামেরিকা থেকে এসেছি। শুনলাম আপনারা স্কটল্যাণ্ডে থাকেন। কোথায়, জানতে পারি?'

'চেস্টারশায়ার,' বলল অ্যালান বয়েড।

'ব্র্যাক্সটন,' একই সময় বলল ফেলিসিটি। ভুলটা ধরতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল স্বামী-স্ত্রী। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে মহিলা বলল, 'আসলে আগে আমরা ব্র্যাক্সটনে থাকতাম তো, বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে। অল্প কিছুদিন আগে চেস্টারশায়ারে মুভ করেছি। তা-ই না, ডিয়ার?' সমর্থনের আশায় স্বামীর দিকে তাকাল সে।

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিক তা-ই,' অ্যালান সায় দিল, হাত দিয়ে তৈলাক্ত চুলগুলো আরেক দফা ঠিক করল সে। 'তো যা বলছিলাম, এদেশে ফাইণ্ডারস্ কিপারস্ বলে কিছু *নেই*। এই ম্যানরের জমিতে কোনও ধনরত্ন পাওয়া গেলে তাতে আমাদের ন্যায্য হক আছে।'

'বলেন কী?' কটাক্ষের সুরে বলল রিয়া। 'জমিতে ধনরত্ন পোঁতা আছে? তা হলে তো খুঁড়ে দেখতে হয়।'

'ঠিক বলেছ,' জিমি সুর মেলাল। 'ম্যাট, কোদাল-শাবল যা আছে জলদি নিয়ে আসুন।'

অ্যালানকে দেখে মনে হলো বোম একটা, এক্ষুণি ফাটবে। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল সে, তৈরি হলো বাচ্চাগুলোর গুষ্টি উদ্ধার করতে। কিন্তু সেই সুযোগ পেল না বেচারা; অয়ন-জিমির নাস্তা সারা, রিয়া আর ম্যাট তো আগেই শেষ করেছে, প্রতিপক্ষকে মুখ খোলার সুযোগ না দিয়ে একছুটে কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল ওরা চারজন।

বাগানে পৌঁছে হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা। একটা গাছের তলায় বসে ম্যাট বলল, 'লোকটার চেহারা দেখার মত হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ!'

উচিত শিক্ষা

[illegible] ার ভাগ [illegible]

[illegible]

আমরা [illegible]

[illegible] বের [illegible]

[illegible] মনি মুক্ত [illegible]

[illegible] আছে, [illegible]

[illegible] পুরোটাই তো অসঙ্গ [illegible]

[illegible]?'

[illegible] জিমি বুঝতে পেরেছে [illegible]

[illegible] হয় না [illegible] এর

[illegible] অবশ্যই কোনও ঝামেলা আছে।'

মুখস্থ হয়ে গেছে, তাও ধাঁধাটা আরেকবার দেখে দেখে পড়ল অয়ন। তারপর [illegible]টিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেকটা শব্দ দেখতে লাগল। অবশেষে মুখ উজ্জ্বল হলো ওর, [illegible]ধরতে পেরেছে অসঙ্গতিটা।

চেহারার পরিবর্তনটা চোখে পড়ল সবার। সাগ্রহে জিমি বলল, 'ধরে ফেলেছিস, না?'

মাথা ঝাঁকাল অয়ন, নোটবুকটা সঙ্গীদের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এই দ্যাখ, "ক্রেট" শব্দটার প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের।'

'লিখতে ভুল করোনি তো?' বলল রিয়া।

'এ-ধরনের ভুল হয় না আমার,' অয়ন এমনভাবে কথাটা বলল যেন অপমান করা হয়েছে ওকে।

'হলোই নাহয় বড় হাতের, তাতে কী হয়েছে?' ম্যাট ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

'দুটো বাক্য আছে ধাঁধাটাতে,' অয়ন বুঝিয়ে দিল। 'গ্রামার মেনে লেখা হয়েছে ওগুলো—বাক্যের শুধু প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষর বড় হাতে লিখেছে, "ক্রেট" ছাড়া।'

'মানেটা কী দাঁড়াল?' জানতে চাইল রিয়া।

'ব্যাকরণে যদি ভুল না থাকে,' বলল অয়ন, 'তা হলে "ক্রেট" শব্দটা বিশেষ্য—ওটা দিয়ে নাম বোঝানো হয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছে, আদতে কোনও বাক্সই খুঁজতে বলা হয়নি।'

'তা হলে কী খুঁজব?'

'এমন একটা জিনিস, যেটার নামে ক্রেট শব্দটা আছে।'

'মানুষও তো হতে পারে,' বলল জিমি।

'মনে হয় না,' বলল রিয়া। 'মানুষ হলে শুধু *ফাইণ্ড ক্রেট* বলত, *ফাইণ্ড দ্য ক্রেট* বলত না।'

'যারা গুপ্তধন খুঁজবে, তাদের বিভ্রান্ত করার জন্যও লেখা হতে পারে ওটা,' বলল অয়ন। 'কোনও সম্ভাবনাই নাকচ করা ঠিক হবে না। ম্যাট, এ বাড়িতে ক্রেট নামে বাক্স ছাড়া অন্য কিছু আছে?'

'আমি যদ্দূর জানি, নেই,' জানাল ম্যাট।

'তা হলে এ নামে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের পরিচিত কাউকে চেনেন?'

'আমি চিনি না। প্যাটিখালাকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে।'

'আপনি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন,' জিমি বলল। 'ওই মোটকু বয়েন্ডের সামনে পড়ার কোনও ইচ্ছে নেই আমার।'

হেসে উঠল সবাই।

'আরেক কাজ করতে পারি,' ম্যাট বলল। 'দাদুর প্রাইভেট অফিসে গিয়ে কাগজপত্র ঘেঁটে দেখতে পারি। ক্রেট যদি চলচ্চিত্র জগতের কেউ হয়, তা হলে ওখানে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও সূত্র আছে।'

'প্রাইভেট অফিস আছে এ বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, ছুটিতে এলেও কাজ করতেন দাদু। রুমটা অবশ্য উনি না থাকলে তালা মারা থাকে, খালার কাছে আছে বোধহয় চাবিটা। আমি নিয়ে আসছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাবি নিয়ে ফিরল ম্যাট, তার পিছু পিছু নীচতলার হলওয়ের শেষ প্রান্তে বিশাল এক ওক কাঠের তৈরি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তিন বন্ধু, দরজার ওপাশেই রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের প্রাইভেট অফিস।

চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতে গিয়েই ভুরু কুঁচকে ফেলল ম্যাট। জিমি জানতে চাইল, 'কী হয়েছে... ভুল চাবি এনেছেন?'

'চাবি ঠিকই আছে,' বলল ম্যাট। 'কিন্তু তালাটাই খোলা, এই দ্যাখো!' পাল্লায় হালকা করে ধাক্কা দিল সে, মৃদু ক্যাঁচকোঁচ করে ফাঁক হয়ে গেল প্রবেশপথ।

ঝুঁকে দরজার কী-হোলটা পরীক্ষা করল অয়ন, চারপাশে আঁচড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। বলল, 'জোর করে খোলা হয়েছে, সম্ভবত কোনও হেয়ার-পিন বা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে। বেশিদিন হয়নি বোধহয়, দাগগুলো ফ্রেশ দেখছি।'

ভিতরে পা রাখল ওরা, সামনের দৃশ্যটা দেখে থমকে গেল।

'সর্বনাশ! এ কী অবস্থা ঘরের!' বলে উঠল রিয়া।

যেন তাণ্ডব বয়ে গেছে অফিসটার ওপর দিয়ে, পুরোটা নির্মমভাবে তছনছ করা হয়েছে। জিনিসপত্র এলোমেলো, উল্টেপাল্টে রয়েছে। ডেস্ক আর আলমারি থেকে শুরু করে যত রকম ড্রয়ার আছে, সব আধখোলা। ফাইলিং কেবিনেট থেকে বের করে ফেলা হয়েছে সমস্ত ফোল্ডার, ভিতরের কাগজপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সারা ঘরময়।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল অয়ন। 'নিঃসন্দেহে এ বাড়ির কেউ আমাদের আগে গুপ্তধনের কাছে পৌঁছুতে চাইছে।'

'নিশ্চয়ই বয়েডরা!' রাগে ফুঁসছে ম্যাট। 'আমি এখুনি গিয়ে প্যাটিখালাকে সব বলছি। বদমাশগুলোকে লাঞ্চের আগেই বাড়িছাড়া করব!'

'উত্তেজিত হবেন না,' বলল অয়ন। 'আমাদের হাতে ওদের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। তা ছাড়া কাজটা যে-কারও হতে পারে। বাড়িতে আরও লোক আছে—জ্যাকারি বা মেরিলিন আর তার স্বামীও কুকীর্তিটা ঘটাতে পারে।'

'মেরিলিন না! ও বহু বছর ধরে আছে এখানে, এতদিন পর শয়তানি করবে কেন? তবে জ্যাকারিচাচার কথা ঠিকই বলেছ; লোকটাকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।'

দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল অয়ন। স্যান ফার্নান্দো ভ্যালির বাড়িটার মত এটারও দেয়াল অসংখ্য ছবিতে ভরে আছে। একটা একটা করে দেখতে থাকল ও।

'কী দেখছিস?' পিছন থেকে জানতে চাইল জিমি।

'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের একটা পুরনো সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল,' সঙ্গীদের দিকে ফিরল গোয়েন্দাপ্রধান। 'সেটাতে একজন লোককে মিথ্যে খুনের দায়ে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়। ক্লাইম্যাক্সে একটা জমজমাট কোর্টরুমের দৃশ্য আছে। সেখানে নায়ক আঙুল তুলে আসল খুনীকে দেখিয়ে দেয়।'

'তার সঙ্গে এই অফিস তছনছের সম্পর্ক কী?' ম্যাট বোকা বোকা কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'অফিস না, বলতে চাইছি ধাঁধাটার কথা।'

'মনে পড়েছে!' তুড়ি বাজাল জিমি। 'সিনেমাটার নাম হচ্ছে *দ্য ফল্স মার্ডার*, অভিনেতা ছিল ক্রেইটন নাইট। তুই বলতে চাইছিস, এই ক্রেইটনই আমাদের ক্রেট?'

'হতে পারে,' অয়ন মাথা ঝাঁকাল। 'সবাই ছড়িয়ে পড়ো, দেয়ালে ক্রেইটন নাইটের কোনও ছবি আছে কি না বের করো।'

চার দেয়ালে চলে গেল চারজন, প্রত্যেকটা ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যাটের উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল।

'পেয়েছি!'

রুমের বাম প্রান্তে ছুটে গেল তিন বন্ধু ছবিটা দেখতে।

সাদা-কালো একটা মাঝারি সাইজের ফটোগ্রাফ ওটা, *'দ্য ফলস্ মার্ডার'* সিনেমার ক্লাইমেক্সের একটা স্থিরচিত্র। আসামীর কাঠগড়ায় দৃঢ়চেতা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন ক্রেইটন নাইট, মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি, প্রসারিত হাতের আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছেন ফটোতে অদৃশ্য সত্যিকার খুনীকে। কালো কালিতে স্বাক্ষর করা আছে ছবিটা। তাতে লেখা:

"রবার্টের জন্য,

খুনটা আমি করিনি!

—তোমার বন্ধু, ক্রেট।"

হুফ করে আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেলল জিমি। বলল, 'ক্রেইটনেরই ডাকনাম ক্রেট! এটাই খুঁজছিলাম আমরা!'

'তা-ই তো দেখছি,' অয়ন বলল। 'এবার দেখা যাক, ক্রেট সাহেব আমাদের প্যাডি ওয়াগনের খোঁজ দেয় কি না।'

ছবিতে ভদ্রলোক যেদিকে আঙুল তুলে রেখেছেন, সেটা অনুসরণ করে ঘরের অন্যপাশের দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল অয়ন। বলল, 'প্যাডি ওয়াগনের একটা ছবি থাকার কথা এখানে।'

আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল চারজনে। একে একে সব ছবিই দেখল ওরা, কিন্তু বন্দি আনা-নেয়ার ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে মেলে, এমন কোনও ছবি দেখতে পেল না।

'নেই কেন?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রিয়া। 'ক্রেইটন নাইট অন্য কোনও দেয়াল দেখাচ্ছে না তো?'

'নাহ্,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'এটাই দেখাচ্ছে। অন্য কোনও ব্যাপার আছে এর মধ্যে। ভাবতে দাও আমাকে। বোঝাই যাচ্ছে, প্যাডি ওয়াগন বলতে অন্য কিছু বুঝিয়েছেন ম্যাকডোনাল্ড। কিন্তু কী হতে পারে সেটা?' ঠোঁট কামড়াতে শুরু করল ও।

অগোছালো অফিসকক্ষে দাঁড়িয়ে বাকিরাও ভাবনায় ডুবে গেল। একেকজনের মাথায় একেকটা চিন্তা।

'অ্যাম্বুলেন্স না তো?' জিমি বলল।

'পুলিশ কার হতে পারে,' আন্দাজ করল রিয়া।

'অথবা ফায়ার ট্রাক?' ম্যাটও ঢিল ছুঁড়ল।

প্রতিটা শুনেই মাথা নাড়ল অয়ন, মিলছে না কোনোটাই। এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে ম্যাট বলল, 'ধেত্তেরি! আমার মাথায় আর কিচ্ছু আসছে না। অয়ন, প্যাটিখালাকে ডাকব? হয়তো সাহায্য করতে পারবে আমাদের।'

ঝট করে মুখ তুলে তার দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান, চোখ জ্বলজ্বল করছে। বলল, 'কী বললেন আপনি?'

'প্যাটিখালাকে ডাকব কি না জানতে চাইলাম...' ম্যাট বিভ্রান্ত গলায় বলল অয়নের হঠাৎ এই প্রতিক্রিয়ার কারণ বুঝতে পারছে না।

'দ্যাটস্ ইট!' চেঁচিয়ে উঠল অয়ন।

'কীসের কথা বলছ?' রিয়া জানতে চাইল।

'ম্যাট, প্যাট্রিশিয়াকে প্যাটি বলেন কেন আপনি?' জবাব না দিয়ে জানতে চাইল অয়ন।

'কারণ ওটা খালার ডাকনাম,' ম্যাট জানাল। 'প্যাট্রিশিয়ার সংক্ষেপ ওটা।'

'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডও কি প্যাটি ডাকতেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ এই কথা কেন...' বলতে বলতে থমকে গেল ম্যাট। 'ও মাই গড! তুমি বলতে চাইছ প্যাটি আর প্যাডি...'

'শুনতে একই রকম লাগে, তা-ই না?' তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল অয়ন। 'রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড্ আমাদের সঙ্গে শব্দ নিয়ে খেলছেন—সমোচ্চারিত শব্দ অদল-বদল করে দিচ্ছেন। প্যাডি ওয়াগন আসলে প্যাটি ওয়াগন। এই ওয়াগন হলো বাচ্চাদের চার চাকার খেলার ঠেলাগাড়ি। ক্রেইটন নাইট আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, প্যাট্রিশিয়ার ছোটবেলার একটা ছবি, যেটাতে তিনি ওয়াগন নিয়ে খেলছেন।'

'এই তো!' আঙুল তুলে দেখাল জিমি।

সবাই ভিড় করল ফ্রেমটার সামনে। ছবিতে সুন্দর ফ্রক পরা ছোট একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে হাতল ধরে তার খেলনাভর্তি ঠেলাগাড়িটা টানতে। ভাল করে তাকাতেই ওরা লক্ষ করল, ঠেলাগাড়িটার গায়ে ছোট ছোট করে লেখা:

"প্যাটি'স্ ওয়াগন'

'বাপ রে!' রিয়া মাথায় হাত দিল। 'আমার তো মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। কী ধাঁধা রে বাবা! কার মাথায় আসবে এতকিছু? অয়ন, তুমিও চিজ বটে। রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের শিষ্য হবার উপযুক্ত। তোমাকে দিয়েই হবে। আমরা বাকিরা খামোকা এসেছি।'

'কী যে বলো না!' সামনাসামনি প্রশংসায় অপ্রস্তুত হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান, এসব কখনও স্বচ্ছন্দভাবে নিতে পারে না ও। বলল, 'সবারই ভূমিকা আছে। ম্যাট যদি ডাকনামটা না বলত, তা হলে আমিও বুঝতে পারতাম না।'

'শুনেছি তো আমরাও, তাতে লাভ হয়েছে কোনও?'

'বাদ দাও তো!' হাত নেড়ে প্রসঙ্গটা পাল্টানোর চেষ্টা করল অয়ন। 'এখনও শেষ হয়নি কাজটা। যখন হবে, তখন নাহয় শুনব কে কী করেছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল জিমি, বন্ধুকে বাঁচাল রিয়ার প্রশংসার কবল থেকে। 'ছবি তো পাওয়া গেল। এবার কী করতে হবে?'

'ধাঁধার পরের লাইনে সূত্র অনুসরণ করতে বলা হয়েছে,' জানাল অয়ন। 'তারমানে এই ছবিটার মধ্যেই নতুন কোনও সূত্র লুকিয়ে আছে। আয় সবাই মিলে দেখি, কিছু পাওয়া যায় কি না।'

আবার ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল গোয়েন্দারা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, কিন্তু

শ্মশানে কোনও

তে হবে।'

টান দিল। সঙ্গে

দেয়াল

ফেলল, গায়ের কাপড়

ফাঁক হয়ে গেছে।

বলল রিয়া।

পিছনে অয়ন। বলল, 'হুঁ।

খুলে দেয়।

রয়েছে, হাতে খুলতে

অংশটা দিকে ঠেলে দিল জিমি,

উন্মুক্ত হয়ে গেল

কোথায় গেছে

হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকল ... সবার আগে জিমি, পিছনে ম্যাট আর অয়ন। ... আলোর উৎস নেই, ... ধীরে ধীরে বড় ...

বলল জিমি। ... নিশ্চয়ই ওপরে

করে একটা শব্দ হলো পিছনে, একই সঙ্গে নিকষ কালো ... ধরল ওদের।

আতঙ্কিত গলায় বলে উঠল ম্যাট। 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে

... সবাই।' আদেশের সুরে বলল ... 'জলদি!'

দরজাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই। ঠেলাঠেলি করে ... পাথরের মত অনড় রইল ওটা। এপাশে কোনও হাতল

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অয়ন। ওরা আটকা পড়ে গেছে।

সাত

দমাদ্দম করে প্যানেলের ওপর কিল মারল ম্যাট। 'কে আছ? আমাদের বেরুতে দাও!'

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁট দিয়ে শব্দ করল অয়ন। 'সবাই চুপ করো! আমি ওপাশে পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।'

ধাক্কাধাক্কি থামাল ম্যাট, বাকিদের সঙ্গে নিজেও কান পাতল। ধীরে ধীরে একটা পদশব্দ হলঘর ধরে মিলিয়ে যেতে শুনতে পেল ওরা।

'পায়ের আওয়াজটা শুনলে?' বলল অয়ন। 'কেমন অদ্ভুত না?'

'পায়ের শব্দ তো পায়ের শব্দই,' অন্ধকারে বিরক্ত শোনাল জিমির গলা। 'ওটা আবার অদ্ভুত হয় কী করে?'

'এজন্যই বলি, পাঁচটা ইন্দ্রিয় আরও ভাল করে ব্যবহার করতে শেখ ' অয়ন হতাশ। 'নইলে গোয়েন্দা আর কলাগাছের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।'

অন্ধকারে রিয়ার হাসি শোনা গেল। দারুণ অপমানিত বোধ করল জিমি। বলল, 'এত বড় সাহস... আমাকে কলাগাছ বলিস! দাঁড়া, খালি বেরিয়ে নিই এখান থেকে। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব তোর!'

'মাফ করে দে, মাফ করে দে!' তাড়াতাড়ি বলল অয়ন। 'ভুল হয়ে গেছে।'

'তোমরা ঝগড়াঝাটি করছ!' ম্যাট অবাক। 'কতবড় বিপদে পড়েছি, বোঝোনি এখনও? অন্তত অন্ধকার দেখে তো ভয় পাওয়া উচিত।'

'আলোর ব্যবস্থা করছি এখনই।'

খুট করে একটা শব্দ হলো, অয়নের হাতে জ্বলে উঠল একটা পকেট টর্চ। গতকাল লাগেজের মধ্যে ছিল বলে সঙ্গে ছিল না, নইলে গোয়েন্দাদের প্রয়োজন হয়, এমন সব জিনিস সবসময় পকেটেই রাখে ও আর জিমি।

ম্লান একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে প্যাসেজে। রিয়া বলল, 'এই জিনিস পকেটে রেখে তুমি বুঝি আমাদের অন্ধকারে হামাগুড়ি দেয়াচ্ছিলে?' ওর গলায় অনুযোগ।

সুযোগ পেয়ে লেকচার ঝাড়ল অয়ন, 'দোষটা আমার না, পরিস্থিতির। উত্তেজনায় মানব-মস্তিষ্কের নিউরোন ঠিকমত কাজ করে না, স্মৃতিকোষগুলোও সাময়িকভাবে স্থবির হয়ে পড়ে। খুব সাধারণ জিনিস তাই চট করে মনে পড়ে না। কিছুদিন আগে একটা থিসিস পড়েছিলাম এই বিষয়ে, লেখক ড. হেনরি রুবিন...'

'থামবি তুই, নাকি গাঁট্টা মারতে হবে?' রাগী গলায় বলল জিমি।

জিভে কামড় দিল অয়ন, মুখে লজ্জার হাসি ফুটল।

'পায়ের শব্দ নিয়ে কী বলছিলে সেটা বলো,' বলল রিয়া।

'ওটা?' অয়ন বলল। 'আমার মনে হলো, লোকটার এক পায়ের চেয়ে অন্য পায়ে জোরে শব্দ হচ্ছে।'

প্রতিবাদ করার সাহস পেল না জিমি বা রিয়া, বন্ধুকে ভাল করেই চেনে ওরা—প্রায় ফটোগ্রাফিক স্মৃতিশক্তি অয়নের, সহজে কিছু ভোলে না। এমন সব জিনিস লক্ষ করে, যা অন্যেরা টেরও পায় না। বলছে যখন, তারমানে সত্যিই রহস্যময় লোকটার দু'পায়ে দু'রকম শব্দ হচ্ছিল।

'কথাটা অবশ্য ঠিক বলেছ,' একমত হলো ম্যাট। 'আসলেই অন্যরকম শোনাচ্ছিল, যেন খোঁড়াচ্ছে।'

'বা ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটছে,' যোগ করল অয়ন।

'হায় খোদা!' কথাটার মর্মার্থ বুঝতে পেরে মাথায় হাত দিল জিমি। 'তারমানে ওই ল্যাংড়া জ্যাকারি আমাদের আটক করেছে?'

'আমি ঠিক শিয়োর হতে পারছি না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'হতে পারে অন্য কেউ আমাদের সন্দেহটা জ্যাকারির দিকে ফেরানোর চেষ্টা করছে। ম্যাট, উনি খোঁড়া হলেন কীভাবে?'

'গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছিল বেশ কয়েক বছর আগে,' জানাল ম্যাট। 'প্যাটিখালার কাছে শুনেছি। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'আঘাতটা কেমন ছিল বোঝার জন্য। কারণ কাল দেখলাম ছড়িতে ভর দিলেও বেশ দ্রুতই হাঁটেন ভদ্রলোক। অথচ একটু আগের শব্দটা শুনলেন? এত আস্তে আস্তে হাঁটছিল, যেন আমাদের শোনানোর জন্যই দেরি করছে। হুম, আমার মনে হয় জ্যাকারিকে ফাঁসাতে চাইছে কেউ।'

'শুধু শুধু জ্যাকারিচাচাকে ফাঁসাবে কেন কেউ?'

'আমাদের ভুলপথে পরিচালিত করার জন্য। জ্যাকারির সঙ্গে শত্রুতাও থাকতে পারে।'

'এসব নিয়ে পরে আলোচনা করলে হয় না?' রিয়ার কণ্ঠে অস্বস্তি। 'বের হওয়া দরকার, এখানে আমার দম আটকে আসছে।'

'সে কী!' ফোড়ন কাটল জিমি। 'তোমার না বলে অনেক সাহস? তা হলে সামান্য এইটুকুতে দম আটকাবে কেন?'

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রিয়ার। 'কী বললে! নিজে একটা পাবদা-পুঁটি, কাল দেখলাম ভূতের ভয়ে চিচি করছ, আর আমাকে বলছ সাহস নেই?'

'ভূত না, ভয় তো পেয়েছি কাকের কা কা শুনে,' কাউয়া বুড়ি ডেকে রিয়াকে খেপায় স্কুলের ছেলেরা। 'কখন ঠোকর খাই!'

'তবে রে!'

জিমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পায়তারা করছে রিয়া, দেখে প্রমাদ গুনল অয়ন। মেয়েটা মার্শাল আর্ট জানে, এখুনি তুলকালাম হয়ে যাবে। দু'জনের মাঝে ঢুকে ও

কড়া গলায় বলল, 'থামো তোমরা! [illegible] তোমাদের [illegible] শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি!'

'ও কী বলল, শুনলে?' নালিশ [illegible]

'আগে কে আমাকে পাবদা-পুঁটি [illegible] যায় না।'

'কোনও কথা শুনতে চাই ন[illegible]। হাত মেলাও দুজনই। এরপর ঝগড়া করলে কিন্তু দুজনকেই [illegible] গোয়েন্দাগিরি [illegible] হবে না, বসে বসে ইচ্ছেমত ঝগড়া [illegible]

কাজ হলো ধমকে। নিচু গলায় [illegible] পরস্পর হাত মেলাল [illegible] রিয়া।

ম্যাট বলল, 'তোমাদের মিটমাট [illegible] হয়েছে? আমাদের বেরুতে হবে [illegible] থেকে।'

'দাঁড়ান দেখি,' বলল অয়ন। 'এপাশ থেকে [illegible] খোলার নিশ্চয় ব্যবস্থা আছে।'

কিছুক্ষণ প্যাসেজের দেয়াল হাত[illegible] কিন্তু লাভ হলো না। [illegible] ছেড়ে দিয়ে অয়ন বলল, 'উঁহু, ভাল করেই [illegible] হয়েছে মেকানিজমটা। জানা না থাকলে পাওয়া যাবে না।'

'কী করবে তা হলে?'

'চলুন, প্যাসেজটা কোথায় গেছে [illegible] তা ছাড়া ধাঁধাটা সমাধানের জন্যও তো [illegible] যেতে হবে।'

একসারিতে হেঁটে সিঁড়িটার কাছে পৌঁছুল চারজন [illegible] থাকল [illegible] ফিটের মত ওঠার পর আবার মেঝে দেখা গেল, [illegible] শুরু করেছে। শেষ মাথায় অপর দরজাটা পাওয়া [illegible] নেই, খোলার মেকানিজমও খুঁজে পাওয়া গেল না।

'কী আশ্চর্য!' বিরক্ত গলায় বলল [illegible] 'এর [illegible] মধ্যে গোলকধাঁধায় ঘুরে এসেছি, কিচ্ছু হয়নি [illegible] এবার কি এই সামান্য [illegible] আটকা পড়ে মরব নাকি?'

'হতাশ হোস না,' দরজাটার [illegible] বলল অয়ন। 'কাঠ পুরনো হয়ে গেছে। চেষ্টা করলে ভা[illegible] ম্যাট [illegible]

ছেলেরা তিনজন একসঙ্গে কাঁধ [illegible] রিয়া, তারপরই ঠেলতে শুরু করল ওরা [illegible] পাল্লা না, কবাটটা হার মানল আগে। ক[illegible] ভাঙা টুকরো ছিটকে গেল [illegible], আচমকা খুলে গেল দরজাটা। তাল হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল অয়ন, জিমি আর ম্যাট।

'সাবাস!' হাততালি দিল রিয়া।

গোপনপথের ফোকর দিয়ে একে একে বেরিয়ে [illegible] গোয়েন্দারা. [illegible]

দাঁড়িয়ে চারপাশে নজর বোলাল।

আকারে মোটামুটি বড়ই রুমটা। দেখে মিউজিয়াম বলবে, না হোম থিয়েটার—সেটাই প্রশ্ন। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের পুরনো ছবিগুলোতে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইটেমে ভরে আছে ঘরটা, একপাশের দেয়ালে ঢাউস আকারের একটা রুপালি পর্দা রয়েছে, সেটাকে মুখ করে ঘরের মাঝখানে কয়েক সারি সিট আছে, ঠিক সিনেমা হলের মত।

'আরে!' বিস্ময়বোধক শব্দ করল ম্যাট। 'এ তো দেখছি রবার্টদাদুর প্রজেকশন রুম! প্যাটিখালার মুখে অনেকবার শুনেছি এটার কথা, কিন্তু ভিতরে আসার সুযোগ হয়নি কখনও। সবসময় রুমটা তালা মেরে রাখতেন দাদু।'

সিনেমাপাগল ছেলে অয়ন, সাজিয়ে রাখা অ্যান্টিক প্রপস্ আর স্যুভেনিরগুলো আকৃষ্ট করল ওকে। স্মৃতিশক্তি খুব ভাল ওর, একবার কিছু দেখলে বা পড়লে সহজে ভোলে না, তাই এক দেখাতেই বেশিরভাগ আইটেম চিনে ফেলল।

'মাই গড!' বলল ও। 'এগুলো তো সব অ্যান্টিক একেকটা। এই দেখুন,' আঙুল তুলে দেখাল ও, '*নর্দার্ন টাউন* ছবির সেট ডিজাইনের মডেল এটা। *কিলার বার্ড* ছবির মেকানিক্যাল পাখি ওটা। আর এই যে,' একটা জুকবক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'এটা ব্যবহার করা হয়েছিল *দ্য লাস্ট মিউজিক* ছবিতে।'

'এটা কী?' কালো রঙের বালিভর্তি একটা স্বচ্ছ বোতল তুলে দেখাল জিমি।

'ওটা *আলটিমেট সিক্রেট* সিনেমার প্রপ,' জানাল অয়ন। 'কালো বালিটাকে ইউরেনিয়াম হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

ঘুরে ঘুরে রুমটা দেখছিল রিয়া, হঠাৎ একটা জিনিস চোখে পড়তেই ও ডাকল, 'ম্যাট, শুনবেন একটু?'

'কী ব্যাপার?'

'রুমটা সবসময় তালা মারা থাকে বলেছিলেন না?'

'হ্যাঁ। কেন, কী হয়েছে?'

'দেখে যান।'

সবাই এগিয়ে এল। মেঝেতে কয়েকটা কাঠের টুকরো পড়ে আছে, ঠিক রুমের দরজাটার সামনে।

তাড়াতাড়ি পাল্লাটা পরীক্ষা করল অয়ন, সেটা ভেজানো হলেও তালা মারা নয়। নব ঘুরিয়ে খুলতেই দেখা গেল, কবাটটা ভাঙা।

'চাড় দিয়ে খোলা হয়েছে দরজাটা,' বলল ও। 'সম্ভবত আমরা প্যাসেজে আটকা পড়ার পরই। তাড়াহুড়ো করেছে লোকটা, কারিগরি করে তালা খোলার সময় ছিল না, তাই ভেঙেই ফেলেছে।'

'হায়, হায়!' কপাল চাপড়াল ম্যাট। 'তা হলে তো আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে ব্যাটা। এতক্ষণে গুপ্তধনের কাছেও পৌঁছে গেছে কি না কে জানে!'

'এত সোজা না,' দৃঢ় গলায় বলল অয়ন। 'ধাঁধাটা সমাধান তো করতে হবে

আগে!'

'ঠিক বলেছিস!' জিমি একমত হলো। 'বদমাশটার মাথায় এত ঘিলু থাকলে আরও আগেই পারত অফিসঘরের গোপন পথটা বের করে ফেলতে।'

'কারেক্ট,' অয়ন বলল। 'যা হবার হয়ে গেছে, আমরা আমাদের কাজ করতে থাকি। ব্যাটাকে এরপর আর সুযোগ দেব না।'

'আচ্ছা,' কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাট। 'এখন তা হলে কী করব আমরা?'

'পরের অংশটার অর্থ বের করব। দেখা যাক, কী বলেছে ওটা। প্রথম থেকেই শুরু করি। ক্রেইটন নাইট আমাদের প্যাট্রিশিয়ার ছবি দেখিয়েছে, সেটা ধরে আমরা পৌঁছেছি মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের প্রাইভেট স্ক্রিনিং রুমে।'

'হ্যাঁ, সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে,' বলল রিয়া। 'কিন্তু *পে ইয়োর ডিউজ* বলতে কী বুঝিয়েছে? টাকা দিতে হবে কোথাও?'

'সিনেমা হলের মত রুমটা,' উল্লেখ করল জিমি। 'ঢোকার সময় টিকেট কাটতে বলেনি তো?'

'মনে হয় না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'সত্যিকার সিনেমা-হল না এটা। টিকেট কাউন্টার থাকলে নাহয় ভেবে দেখা যেত।'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চারদিকে তাকাল ও, হঠাৎই ধরতে পারল যোগসূত্রটা।

'এক মিনিট,' বলে হামাগুড়ি দিয়ে গোপন প্যাসেজের ভিতর ঢুকে পড়ল ও, দরজাটা টেনে বন্ধ করল। কয়েক সেকেণ্ড পরই আবার খুলে মাথা বের করল, সামনে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল।

অবাক হয়ে ওর কাজকর্ম দেখছিল বাকিরা। জিমি বিরক্ত হয়ে বলল, 'করছিসটা কী? নাট-বল্টু ঢিলে হয়ে যায়নি তো?'

'কিচ্ছু ঢিলে হয়নি,' অয়নের হাসি বিস্তৃত হলো। 'একটা থিয়োরি এসেছে মাথায়, সেটা পরীক্ষা করে দেখলাম।'

'কীসের থিয়োরি?'

'প্যাসেজের দরজাটা খুললে প্রথম কী চোখে পড়ে, বল তো?'

ভুরু কুঁচকে প্যাসেজসোজা উল্টোদিকে তাকাল জিমি। বলল, 'জুকবক্সটা।'

ফোকর থেকে বেরিয়ে এল অয়ন। জানতে চাইল, 'জুকবক্স নিয়ে কী করি আমরা?'

'স্লটে পয়সা ফেলে গান বাজাই...' বলতে বলতে থমকে গেল জিমি। 'ও মাই গড! পয়সা দিতে হয় ওটাকে! পে ইয়োর ডিউজ... ওটার কাছেই দেনা আমাদের!'

'তারমানে *সেকেণ্ড অভ ফিফটি ফাইভ* জুকবক্সের সঙ্গে সম্পর্কিত!' রিয়া উত্তেজিত। 'কী হতে পারে? পঞ্চান্ন নম্বর গানের দ্বিতীয় পংক্তি?'

'আমার তা-ই ধারণা,' অয়ন বলল।

তাড়াতাড়ি যন্ত্রটার প্লাগ দেয়ালের সকেটে ঢুকিয়ে অন করল ওরা। পকেট

থেকে কয়েকটা কয়েন বের করে স্লটে ঢোকাল ম্যাট, তারপর পঞ্চান্ন নম্বরের বোতামে চাপ দিল।

গান শুরু হবে, আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল ওরা। কিন্তু ঘটল না কিছুই।

'ব্যাপার কী?' ভুরু কুঁচকে বোতামটা আবার চাপল ম্যাট।

আগের মতই নীরব রইল জুকবক্স।

একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিচ্ছে অয়নের ভিতরে, হাঁটু গেড়ে যন্ত্রটার সামনে বসে পড়ল ও। খানিকক্ষণ খুটখাট করে খুলে ফেলল সামনের কাভারটা। এরপর কেসিঙের ভিতরের লোহার ঢাকনাটা তুলে উঁকি দিল, ওখানে কালো রঙের ফোনোগ্রাফ রেকর্ডগুলো খাঁজে খাঁজে বসানো থাকে। ভিতরে যা দেখল তাতে হতাশায় ছেয়ে গেল মন।

'লোকটাকে বোকা ভাবা মোটেই উচিত হয়নি,' তিক্ত কণ্ঠে সঙ্গীদের জানাল ও। 'পঞ্চান্ন নম্বর রেকর্ডটা নেই এখানে!'

আট

'বদমাশ কোথাকার!' নিষ্ফল আক্রোশে মেঝেতে পা ঠুকল জিমি, অচেনা প্রতিপক্ষের ওপর রাগ ঝাড়ছে। 'হাতের কাছে পেলে পিটিয়ে ছাতু বানাতাম!'

'পঞ্চান্ন নম্বর রেকর্ডটা ছাড়া ধাঁধাটার সমাধান করব কীভাবে?' তীরে এসে তরী ডোবার মত চেহারা করেছে রিয়া। 'হায় হায়! তা হলে কি হেরে গেলাম আমরা?'

'তা-ই তো দেখছি,' গোমড়ামুখে বলল ম্যাট, জুকবক্সের ডালাটা নামিয়ে রাখল। পরমুহূর্তেই মলিন হাসি হেসে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল সে, 'মন খারাপ কোরো না তোমরা। এতদূর যে এগিয়েছিলে, সেটাই তো বিরাট ব্যাপার।'

কথাগুলো অয়ন কানে তুলল কি না বোঝা গেল না। অন্য যে কেউ এ পরিস্থিতিতে হাল ছেড়ে দিত, কিন্তু ও অন্য ধাতুতে গড়া। হার স্বীকার করতে চাইছে না মন, ভুরু কুঁচকে জুকবক্সটার দিকে তাকিয়ে রইল ও—যন্ত্রটা সম্পর্কে যা যা জানে, মনে করার চেষ্টা করছে। ঝড়ের বেগে চলছে মগজ। হঠাৎ হেসে ফেলল ও। বিস্মিত চোখে সবাই তাকাল ওর দিকে।

'হাসছ কেন?' চোখ বড়-বড় করে জানতে চাইল ম্যাট।

বন্ধুর এই আচরণের কারণ বুঝতে পারছে জিমি। বলল, 'প্রতিযোগিতা থেকে এখনও ছিটকে পড়িনি আমরা। অয়ন নিশ্চয়ই কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছে।'

'কীভাবে? রেকর্ডটা তো চুরি হয়ে গেছে।'

'পাখি উড়ে গেলেও তার ছায়া পড়ে থাকে,' দার্শনিকের মত বলল অয়ন।

কপাল চাপড়াল জিমি। 'এই রে, শুরু হলো ল্যাটিন ভাষা!'

'কী বলছ আবোল-তাবোল!' রিয়া বিরক্ত।

'সোজা ইংরেজিতে খুলে বল্ না রে ভাই!' জিমি অনুনয় করল। 'চাইলে বাংলায়ও বলতে পারিস, তাও এত কঠিন লাগবে না।'

'সিম্পল, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ডস্!' অয়ন বলল। 'রেকর্ডটার কোনও দরকারই নেই আমাদের, শুধু গানটা হলেই চলে।'

'রেকর্ডটাই যখন নেই, তখন গান কোনটা ছিল, কীভাবে জানব?' ভুরু কোঁচকাল ম্যাট।

'খুব সহজ,' জুকবক্সটার দিকে এগিয়ে গেল অয়ন, পকেট থেকে রুমাল বের করে ডালাটা মুছল। 'প্রতিটা জুকবক্সের ওপর প্লে-লিস্ট লাগানো থাকে। এই তো, এটাতেও আছে।'

'তা-ই তো!' মনে পড়ল সবার। নাম্বার অনুসারে তালিকা তো থাকবেই, নইলে শ্রোতারা পয়সা ফেলার পর কোন্ গান শুনবে, তা সিলেক্ট করবে কীভাবে?

'আমাদের চোর মহাশয়ের বুদ্ধিতে ঘাটতি আছে,' জানাল অয়ন। 'নইলে যাবার আগে এটা নষ্ট করে দিয়ে যেত।'

'পঞ্চান্ন নম্বর গানটার নাম আছে ওখানে?' উত্তেজিত গলায় জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'হ্যাঁ, এই তো!' আঙুল দিয়ে দেখাল অয়ন। সেখানে লেখা:

৫৫. হিডেন ট্রেজারস্—বব লী অ্যাণ্ড গেইল ফোর্ট উইণ্ডস্।

'অপরিচিত শিল্পী,' নামটা দেখে মন্তব্য করল জিমি। 'নামও শুনিনি কখনও।'

'তাতে কিছু যায় আসে না,' বলল অয়ন। 'গানটার একটা কপি লাগবে আমাদের, দ্রুত! ম্যাট, আশপাশে কোনও মিউজিক শপ আছে?'

'এদিকে নেই,' ম্যাট মাথা নাড়ল। 'যে রকম মান্ধাতা আমলের মনে হচ্ছে, এই গ্রুপের অ্যালবাম খুঁজতে হলে পিকাডিলিতে যেতে হবে।'

'তাও পাবেন কি না সন্দেহ,' রিয়া বলল, খুব একটা আশা দেখতে পাচ্ছে না সে। 'আজকাল রেকর্ড শোনে না কেউ। গ্রুপটাও বিখ্যাত নয়, সিডি বা ক্যাসেটে এদের পুরনো গান কেউ বাজারে ছেড়েছে বলে মনে হয় না।'

'ভুল বললে,' অয়ন শুধরে দিল। 'আজকাল এমপিথ্রি ফরম্যাটে সমস্ত গান পাওয়া যায়। দোকানে না পেলে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করব। ম্যাট, চলুন যাই। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে তো?'

'ট্যাক্সি লাগবে না,' বলল ম্যাট। 'গ্যারাজে বেশ কয়েকটা গাড়ি আছে। একটা নিয়ে যাব।'

'চালাবে কে, ড্রাইভার আছে?'

'আমি নিজেই পারি।'

'...বে!' বলে উঠল জিমি।

'সবাই চলে গেলে জ্যাকারি আর ...রিয়া এখানেই থাকছিস।'

... অয়ন। 'আমাদের প্রতিপক্ষ দারুণ ...যাবে না তাকে।'

...এক কাজ করতে পারি, চারজনই ... আর রিয়া চুপি চুপি ফিরে আসব ...তর্ক হয়ে যাবে, ধরে ফেলতে পারব

...। 'চল যাই, বাড়ির সবাইকে ...যাচ্ছি।'

...নীচতলায় গেল চার বন্ধু। হলওয়েতে ...।

...?' জিজ্ঞেস ... ভদ্রমহিলা। 'আমি খুঁজে খুঁজে

...করছিলাম।' ...ই জোরে জোরে কথা বলছে অয়ন, ...শুনতে পায়। ...জায়গায় গিয়ে আটকে গেছি, ছাড়াতে ... লাভ নেই। অন্তত শহরের ট্যুরিস্ট স্পটগুলো দেখে আসি।' চোখ টিপ...।

ইশারাটা ধরতে পারলেন প্যাট্রিশি...। ...লেন, 'ভাল আইডিয়া। ঘুরে এসো তা হলে। মন ফুরফুরে থাকলে বুদ্ধিও ...।'

মেঝেতে শব্দ তুলে চলে গেল ওরা, জা... পাল্টে বাড়ি থেকে বেরুল।

'ডিনারের আগে ফিরব,' উঁচুগলায় বলল ম্যাট।

'সাবধানে যেয়ো,' প্যাট্রিশিয়াও একইভাবে গলা চড়িয়ে বললেন। 'হ্যাভ আ নাইস টাইম!'

গ্যারাজে গিয়ে একটা ক্লাসিক... উড কনভার্টিবল স্পোর্টস কারে চড়ল গোয়েন্দারা। স্টার্ট দিল ম্যাট।

'ওয়াও!' গাড়িটার গায়ে হাত দিয়ে বিস্ময়বোধক শব্দ করল রিয়া। 'কী সুন্দর গাড়ি! ইচ্ছে করছে এটায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে।'

'ইচ্ছেটা মাটিচাপা দাও,' অয়ন বলল। 'কী কাজ দিয়েছি, মনে আছে তো?'

'আছে। কিন্তু আমাদের আনন্দটা মাঠে মারা যাচ্ছে, এটা কি ঠিক?'

'মাঠে মারা যাবে কেন?' সকৌতুকে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'তোমাদের ভাগের আনন্দটা নাহয় আমি আর ম্যাট মিলে করে আসব।'

'কত্তো শখ রে!' জিভ বের করে ভেঙচি কাটল রিয়া।

এস্টেট থেকে মাইলখানেক দূরে গিয়ে রাস্তার পাশে গাড়িটা থামাল ম্যাট। আঙুল তুলে একদিক দেখিয়ে জিমি আর রিয়াকে নির্দেশনা দিল সে, 'শিকারের মৌসুমে ব্যবহারের জন্য ওখানে একটা হর্সট্রেইল আছে। পথটা ধরে বামে এগোতে থাকবে, তা হলেই ম্যানরের পিছনে পৌঁছে যাবে। বাড়ির পিছনদিকে সার্ভেন্টস্ এন্ট্র্যান্স আছে, লুকিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারবে ওখান দিয়ে।'

'আলাদাভাবে নজর রাখিস,' জিমিকে বলল অয়ন। 'একজন জ্যাকারি, অন্যজন বয়েডদের ওপর। সাবধানে থাকবি, কিচ্ছু যেন টের না পায় ওরা।'

'ঠিক আছে,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে মাথা ঝাঁকাল জিমি। 'তোরা তাড়াতাড়ি ফিরিস।'

ওদের দুজনকে রেখে চলে গেল সিলভার ক্লাউড।

'নেতা হতে পারলে আসলেই লাভ আছে,' অপসৃয়মাণ গাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল জিমি। 'কী সুন্দর আমাদের রেখে চলে গেল, দেখলে?'

'ওকথা ভেবে আর লাভ কী?' বলল রিয়া। 'চলো যাই।'

বাক্যব্যয় না করে পা চালাল জিমি আর রিয়া, পথটা নিঃশব্দেই কাটল। পনেরো মিনিটের মত লাগল ম্যানরের কাছাকাছি পৌঁছুতে। গাছপালার আড়াল থেকে বেরুনোর আগে সন্তর্পণে উঁকি দিল ওরা।

'ওই দ্যাখো!' ফিসফিসিয়ে বলল রিয়া।

জ্যাকারি হকিন্সকে দেখা গেল ম্যানরের পিছনের মাঠে, এখনও গতকালকের সেই পুরনো ধাঁচের পোশাক আর তোবড়ানো টুইড ক্যাপটা পরে আছে। সারা বাগান জুড়ে ঘুরঘুর করছে সে, এক পর্যায়ে কালের প্রবাহে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া একটা সানডায়ালের ওপর ভর রেখে দাঁড়াল, তারপর গোড়ায় বিছানো পাথরগুলো হাতের বাঁকানো ছড়িটা দিয়ে উল্টে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

'কী খুঁজছে লোকটা?' রিয়ার ভ্রূ কুঁচকে গেছে।

'তুমি ওর ওপর নজর রাখো,' জিমি বলল। 'আমি বয়েডদের খোঁজে যাচ্ছি। জামাই-বউ কোথায় আছে কে জানে!'

'খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না,' মুখ টিপে হাসল রিয়া। 'যেখানে হৈচৈ শুনবে, সেখানেই পাবে ওদের। যা ঝগড়া করে না ওরা!'

'আমাদের দু'জনের মত?' দুষ্টুমি করে প্রশ্ন করল জিমি।

'হয়েছে! আর ঢং দেখাতে হবে না,' মুখ ঝামটা দিল রিয়া, লজ্জা পেয়েছে। 'কাজে যাও।'

জ্যাকারি ওদের দিকে পিঠ ফেরানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল জিমি, তারপর একছুট লাগাল। ওকে সার্ভেন্টস্ এন্ট্র্যান্স ধরে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখল রিয়া, তারপর নিজেও একটা পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকাল। চোখ রাখল খোঁড়া কেয়ারটেকারের ওপর।

বাড়ির ভিতর পা টিপে টিপে হাঁটছে জিমি, নিঃশব্দে একটার পর একটা রুমে উঁকি দিল ও, মাঝে মাঝে থেমে কান পাতছে।

বাড়িটা বড্ড নীরব।

বয়েডরা বাইরে কোথাও চলে যায়নি তো? কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন?

হঠাৎ কোথায় যেন ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হলো, যেন দরজা খোলা হয়েছে, জং ধরা কবজা প্রতিবাদ জানাচ্ছে তার। নির্জন প্রাচীন বাড়িতে শব্দটা ভুতুড়ে শোনাল, ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে গেল জিমির—ভয় ভয় করছে।

পরমুহূর্তে নিজেকে শাসন করল ও—ভয় পেলে গোয়েন্দাগিরি করা যায়? বরং শব্দটা কোথায় হলো দেখা দরকার। সাহস সঞ্চয় করে কিচেনের দিকে এগোল জিমি, আওয়াজটা ওদিক থেকেই এসেছে।

সাবধানে রান্নাঘরে ঢুকল ও। একপাশের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করে উঠল—সেলারে যাবার দরজাটা খোলা!

দরজার পরেই সিঁড়ি, সেটা চলে গেছে ভূ-গর্ভস্থ একটা গুদামঘরের মত জায়গায়, ওখানে সাধারণত মদ আর অন্যান্য খাবারদাবার সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু কে খুলল দরজাটা? কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না!

দরজাটার কাছে গিয়ে কান পাতল জিমি। নীচে কেউ নড়াচড়া করছে বলে মনে হলো, কিন্তু শিয়োর হবার উপায় নেই। নেমেই দেখতে হবে। বড় বড় করে ঢোঁক গিলল ও, একা একা মাটির নীচের বদ্ধ কামরায় যাবার সাহস পাচ্ছে না। রিয়াকে ডেকে আনবে নাকি? পরমুহূর্তেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা, ওটা খাল কেটে কুমির ডেকে আনা হবে। এখন হয়তো আসবে দস্যি মেয়েটা, কিন্তু বাকি জীবন খেপাতে খেপাতে জান খারাপ করে ফেলবে।

বড় করে শ্বাস নিল জিমি। যা থাকে কপালে, ভেবে পাথুরে সিঁড়ি ভেঙে নিঃশব্দে সেলারে নামতে শুরু করল ও। যতই নীচে নামল, ভ্যাপসা আর পুরনো একটা গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে।

সিঁড়ির গোড়ার সিলিঙে একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে, গুহার মত সেলারটার বাকি অংশ বিকট বিকট আকারের অনেকগুলো ছায়ায় ঢাকা। মাথার উপর সিলিং জুড়ে নানা আকারের অসংখ্য পাইপের গোলকধাঁধা দেখা গেল, পুরো বাড়ির স্যানিটারি সিস্টেম আর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই এগুলোর মাধ্যমেই করা হয়েছে। ভিতরে কোথাও একটা লিক হওয়া পাইপ থেকে টপ টপ করে পানি পড়ছে, আধো-অন্ধকারে অপার্থিব শোনাচ্ছে শব্দটা। দেয়ালের যতখানি দেখা যাচ্ছে, তার পুরোটাই প্রাচীন, রং-ওঠা, পলেস্তারাও খসে খসে পড়ছে। পরিবেশটাই কেমন জানি ভয়-ধরানো, দেখে বুকে কাঁপন ধরে—যেন অশুভ কিছু লুকিয়ে আছে সেলারটার ভিতর। ফিরে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় ক্যাঁচকোঁচ করে দরজা খোলার শব্দটা আরেক দফা শুনে থমকে গেল জিমি। এবার শব্দটা আরও

পরিষ্কারভাবে শুনতে পেয়েছে।

সত্যি সত্যি কেউ আছে নীচে!

ঢোক গিলে সাহস সঞ্চয় করল ও, সারি বেঁধে দাঁড় করানো শেলফগুলোর মাঝ দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে সাবধানে শব্দের উৎসের দিকে এগোতে শুরু করল। সঙ্গে পকেট-টর্চ থাকলেও আলো জ্বালতে পারছে না প্রতিপক্ষ টের পেয়ে যাবে বলে। সিঁড়ির গোড়া থেকে আবছাভাবে আসা আলোটুকুই ভরসা। চারপাশে তাকিয়ে শেলফভর্তি টিনজাত খাবার আর অসংখ্য মদের বোতল দেখতে পেল ও।

বিশাল সেলারের শেষ প্রান্তে একটা কাঠের দরজা হাট হয়ে খুলে রয়েছে। সময়ের ভারে আসল রং হারাতে বসেছে পাল্লাটা, কেমন সাদাটে হয়ে গেছে। ওটারই শব্দ শুনেছে, বুঝতে পারল জিমি। এগোতে গিয়ে মুখে একটা মাকড়সার জাল জড়াতেই আঁতকে উঠল ও, পরমুহূর্তে নিজেকে সামলাল। এভাবে ভয় পেলে চলবে না। অয়ন এ পরিস্থিতিতে কী করত, ভাবার চেষ্টা করল।

দরজার ওপাশে কী আছে, জানতে হবে—বুঝতে পারছে জিমি, অয়নও সে চেষ্টাই করত। চোখ পিট পিট করে অন্ধকারটা সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করল ও, তারপর চৌকাঠ পেরুল। পায়ের কাছে মাত্র তিন ধাপের একটা সিঁড়ি আবিষ্কার করল জিমি, সেলারের মেঝে থেকে নিচুতে একটা ছোট্ট রুমে নেমে গেছে ওটা।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের চেষ্টা করছিল, হঠাৎ পিছন থেকে কেউ পিঠে ধাক্কা মারল ওকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ও, রুমের অন্ধকার মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে শুরু করেছে।

অ্যাথলেটের দক্ষতায় পড়তে পড়তেই শরীর ঘোরাতে শুরু করল জিমি, পতনটা ঠেকাবে, একই সঙ্গে দেখে নেবে আক্রমণকারীর চেহারা। প্রয়াসটায় সফল হলো ও, মেঝেতে পাছা দিয়ে পড়ল, হাতে ভর রেখে শরীরের উর্ধ্বাংশ সোজা রাখল—ভঙ্গিটা হলো পা সোজা করে বসার।

কিন্তু দৃশ্যটা ওকে বজ্রাহতের মত স্থবির করে দিল। সারা শরীরে একটা আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল, মনে হলো একটা হার্টবিট মিস করেছে।

আঁধারের ভিতরেও এক পলকের জন্য জ্বলজ্বল করতে থাকা ভিক্টোরিয়ান পোশাক পরা একটা নারীমূর্তি দেখতে পেল জিমি—সারা শরীর থেকে আলো ছড়াচ্ছে, মহিলার হাতে একটা দড়ির তৈরি ফাঁস!

পরমুহূর্তেই প্রাচীন দরজাটা বন্ধ হয়ে ওকে নিকষ কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

নয়

জ্যাকেটের হুডটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে বিড়বিড় করে ক্ষোভ প্রকাশ করল রিয়া। ঘণ্টাখানেক আগে যেটা হালকা কুয়াশা হিসেবে শুরু হয়েছিল, তা বাড়তে বাড়তে টিপটিপে বৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে কোনও মুহূর্তে তুমুল বর্ষণ নামবে।

জ্যাকারি হকিন্স্ এখনও বাগানে ঘুরঘুর করছে, বৃষ্টিতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না তার, কোত্থেকে যেন একটা ছাতা নিয়ে এসেছে। নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সে, এখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে মাটি পরীক্ষা করছে, পাথর বা ঝোপঝাড় থাকলে ছড়ি দিয়ে সরিয়ে দেখছে।

করছে কী লোকটা?

জিমির কথা ভাবল রিয়া, সে নিশ্চয়ই ওর চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে। অন্তত বৃষ্টিতে ভিজে তো ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে না! আগে জানলে বয়েডদের খোঁজে নিজেই যেত।

ঘড়ির দিকে তাকাল রিয়া। লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই, খিদেয় পেট মোচড় দিচ্ছে। একবার মনে হলো, গোল্লায় যাক পাগলা জ্যাকারি! ভিতরে গিয়ে গা মুছে কিছু পেটে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই নাকচ করে দিল ভাবনাটা। অয়ন রেগে যাবে, জিমি তো খেপিয়ে ছাল-চামড়া কিছুই রাখবে না। তারচেয়ে বৃষ্টিতে ভেজা অনেক ভাল, অন্তত কষ্ট করার ক্রেডিট নেয়া যাবে।

ঠাণ্ডায় দাঁত ঠক ঠক করে বাড়ি খাচ্ছে, দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করল বেচারি। কিচ্ছু করার নেই, অয়ন আর ম্যাট লণ্ডন থেকে না ফেরা পর্যন্ত এভাবেই ঠাণ্ডা আর খিদেয় কষ্ট পেতে হবে।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটল। অবস্থাটা অসহনীয় হয়ে উঠছিল, এই সময় ফিরল ওরা। গাছের আড়াল থেকে গাড়িটাকে দেখতে পেল রিয়া। বৃষ্টির কারণে হুড তুলে দেয়া হয়েছে সিলভার ক্লাউডের, অর্ধবৃত্তাকার ড্রাইভওয়েটা ধরে ম্যানরের সামনে এসে থামল ওটা।

সাবধানে জ্যাকারির দৃষ্টি এড়িয়ে গাড়িটার কাছে চলে গেল ও।

'এ কী অবস্থা তোমার!' রিয়ার কাকভেজা অবস্থা দেখে চোখ কপালে তুলল অয়ন।

'হবে না?' রিয়ার কণ্ঠে খেদ। 'জ্যাকারির মাথায় আসলেই ছিট আছে। এই বৃষ্টির মধ্যেও বসে আছে বাগানে।'

'সেজন্য তুমিও ভিজলে?' অয়ন বিরক্ত হলো। 'বাড়ির ভিতর থেকে জানালা দিয়েও তো নজর রাখতে পারতে।'

জিভে কামড় দিল রিয়া—বুদ্ধিটা ওর মাথাতেই আসেনি। আচ্ছা বোকামি হয়েছে তো!

'মেয়েমানুষ নিয়ে আর পারি না!' হতোস্মি করল অয়ন। 'এখন অসুখ বাধে যদি!'

'খবরদার, জেণ্ডার নিয়ে খোঁটা দেবে না!' ধমকের সুরে বলল রিয়া।

'আচ্ছা, আচ্ছা! এখন জলদি ঘরে গিয়ে কাপড় পাল্টাও।'

'কাজ হয়েছে?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'তা হয়েছে। তবে তোমার কথাই ঠিক, দোকানে পাইনি অ্যালবামটা। শেষে একটা সাইবার ক্যাফেতে গিয়ে ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছি।' হাতে ধরা প্যাকেটটা দেখাল অয়ন। 'শুনে দেখলাম, তাও সিডিতে রাইট করে এনেছি।'

ঘরে গিয়ে কাপড় পাল্টাল তিনজনে। তারপর বেরিয়ে আসতেই করিডরে প্যাট্রিশিয়ার দেখা পেল, তাঁর চেহারায় উদ্বেগ।

'ফিরেছ তোমরা?' ওদের দেখে বললেন তিনি।

'কী হয়েছে, খালা?' ভদ্রমহিলার অবস্থা দেখে প্রশ্ন করল ম্যাট। 'তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'না... তেমন কিছু না,' বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'আসলে বাড়িটাই জানি কেমন! তোমরা যাবার পর থেকেই উল্টোপাল্টা শব্দ শুনছি।'

'ভূতের কথা বলছেন?' জানতে চাইল রিয়া।

'না, না,' জোর করে হাসলেন ভদ্রমহিলা। ওরকম কিছু না। আসলে একা একা ছিলাম তো! সেজন্যই হয়তো...

'একা মানে?' অয়ন জানতে চাইল। 'বাকিরা কোথায়?'

'মেরিলিন আর লিয়াম তাদের কোয়ার্টারে, বয়েডরা কোথায় গেছে বলতে পারি না। জ্যাকারিকেও দেখছি না অনেকক্ষণ থেকে। ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু অদ্ভুত শব্দটার কারণে পারলামই না।'

'জ্যাকারি অনেকক্ষণ থেকেই বাগানে,' জানাল রিয়া।

অয়ন থুতনিতে হাত রেখে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'শব্দটা কোথায় হচ্ছিল, দেখাতে পারেন?'

'কিচেনে,' বললেন প্যাট্রিশিয়া।

ভদ্রমহিলার পিছু পিছু রান্নাঘরে হাজির হলো সবাই। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে শোনার চেষ্টা করল রহস্যময় শব্দটা। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না।

বিব্রত ভঙ্গিতে প্যাট্রিশিয়া বললেন, 'আমারই শোনার ভুল। বেশি বেশি চিন্তা করছিলাম তো!'

'শব্দটা কেমন ছিল, বলতে পারেন?' অয়ন হাল ছাড়ছে না।

'ইয়ে... বুঝিয়ে বলা মুশকিল। ফাঁপা আওয়াজ, পাইপে টোকা দেয়ার মত। একবার মনে হলো মানুষের আবছা কণ্ঠও শুনলাম।'

'যা-ই হোক, আর শোনা যাচ্ছে না ওটা,' বলল অয়ন। 'আমরা মিটিঙে বসব ভাবছিলাম, আপনিও আসুন না!'

'ঠিক আছে।'

'নিভৃতে কথা বলার মত কোনও জায়গা আছে?'

'লাইব্রেরিতে চলো।'

নীচতলাতেই লাইব্রেরিটা। ম্যানরের অন্য সব রুমের মত এটাও বিশাল, ছাদটা খাঁজকাটা, আলোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। একপাশের মেঝেতে স্ট্যাণ্ডে বসানো বিশাল একটা গ্লোব দেখা গেল। কামরাটার তিনদিকের দেয়াল বুকশেলফে ঢাকা পড়েছে, তাতে হাজার হাজার বই। দেখে শিস দিয়ে উঠল অয়ন। শেষ দেয়ালটার গায়ে বিরাট বড় একটা স্টেইনড্ গ্লাসের জানালা, তাতে নীল রঙের বর্মপরা এক যোদ্ধার ছবি—ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। নীচে বাঁকানো কাগজের ডিজাইনে প্রাচীন ইংরেজি হরফে লেখা—নাইটস্ টেম্পলার।

'ওরেব্বাপরে!' বলে উঠল রিয়া। 'জানালাটা দেখলেই ভয় করে!'

'বাবার কাণ্ড,' হেসে বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'সবকিছুতে একটা ভয়-ভয় ভাব রাখা চাই।'

চেয়ারে বসতে বসতে অয়ন বলল, 'কাজের কথায় আসা যাক। ধাঁধাটার অনেকখানিই সমাধান করে ফেলেছি আমরা, ম্যা'ম। তবে কাজটা আরও দ্রুত করতে হবে। এবাড়িতে আমাদের একজন অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, যে কোনও মূল্যে গুপ্তধন হাতে পেতে উঠেপড়ে লেগে গেছে সে।'

'সেজন্যই বুঝি তখন চোখ টিপছিলে?' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'আমার তখনই সন্দেহ হচ্ছিল। আচ্ছা, লোকটা কে, বুঝতে পেরেছ?'

সরাসরি জবাব দিল না অয়ন। জানালার পরিষ্কার একটা অংশ দিয়ে বাইরে তাকাল ও। ঘনিয়ে আসা কালো মেঘ, বাগানের সানডায়াল আর পায়চারি করতে থাকা জ্যাকারিকে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সেদিকে তাকিয়ে ও বলল, 'বয়েড দম্পতি সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি, প্যাট্রিশিয়া? কিংবা মিস্টার হকিন্সের ব্যাপারে?'

চামড়ায় মোড়া একটা বড় আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে প্যাট্রিশিয়া বললেন, 'উইল পড়ার দিন বয়েডদের প্রথম দেখেছি আমি, আগে চিনতাম না। আমাদের নাকি দূর সম্পর্কের আত্মীয়, কোথাকার এক উকিলসহ প্রমাণের কাগজপত্র নিয়ে এসেছিল। ওদের মত ছিল অনেকেই, এত লোকের দলিল-দস্তাবেজ দেখার সময় ছিল না, দেখিওনি। অবশ্য সম্পত্তির লোভে যে এসব লোকেরা হাজির হবে, তা আগেই জানতাম। আমার শ্বশুর মারা যাবার পর দেখেছি, শকুনের মত কিছুদিন আশপাশে ঘুরঘুর করে এরা, আধার না পেয়ে কয়েকদিন পর এমনিতেই চলে যায়।

বয়েডদেরও সেরকমই লেগেছে। গুপ্তধন নিয়ে হৈচৈ করছে দেখে ম্যানরে থাকার অনুমতি দিয়েছি, কিছু না পেলে চলে যাবে ভেবে।'

'আর জ্যাকারি?'

'ওর কথা আর কী বলব? আধ-পাগল, দেখেছই তো! সারাজীবন ভবঘুরের মত কাটিয়েছে, কোথাও স্থির হয়নি। বিয়ে-শাদীর তো প্রশ্নই ওঠে না। রোড অ্যাকসিডেন্টের পর পা খোঁড়া হয়ে গেল, আগের মত টো টো করে ঘুরেও বেড়াতে পারে না। শেষে বাবা ম্যানর দেখাশোনার চাকরি দিয়ে রেখে দিয়েছেন। তারপরও শোধরায়নি ও। মাঝে মাঝেই কোথায় যেন গায়েব হয়ে যায়। ফেরে কয়েকদিন পরে। কী যে করে আর কোথায় যায়, আল্লাহই মালুম।'

দরজায় টোকা পড়ল, একটা ট্রে নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকল বাটলার লিয়াম। বলল, 'আপনাদের জন্য চা নিয়ে এসেছি, ম্যাডাম।'

'খুব ভাল করেছ,' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'দাও সবাইকে।'

'আপনারা কেন এসেছেন, ম্যাডামের কাছে শুনলাম,' চা দিতে দিতে বলল লিয়াম। 'খুবই মহৎ উদ্দেশ্য। আমাদের স্বর্গীয় মালিকের শেষ ইচ্ছে পূরণ করার চেষ্টা করছেন শুনে খুবই ভাল লাগল। অ্যামেরিকান ছেলেমেয়েদের ওপর আমার ধারণাই পাল্টে গেছে আপনাদের দেখে।'

'থ্যাঙ্কস্,' বলল অয়ন।

সবাইকে পরিবেশন করা হলে সোজা হলো লিয়াম। চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের আরেক বন্ধু কোথায়? তাকে দেখছি না যে?'

'তা-ই তো!' সচকিত হলো অয়ন, এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিল বন্ধুর কথা। রিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'জিমি কোথায়?'

'জানি না তো!' রিয়া ঠোঁট উল্টাল। 'আলাদা হয়ে যাবার পর থেকেই দেখিনি ওকে।'

'সে তো কয়েক ঘণ্টা আগের কথা! গেল কোথায়?'

'নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে না তো?'

'না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'রুমে কাপড় বদলালাম না! ও নেই ওখানে।'

'তা হলে যাবে কোথায়?'

'জঙ্গলে পথ হারাননি তো?' জানতে চাইল লিয়াম। 'ম্যানরের চারপাশের জঙ্গল খুব ঘন। পথ হারালে সহজে ফেরা যায় না।'

'বয়েডরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল অয়ন, ওদের ওপর নজর রাখার কথা জিমির, হয়তো পিছু নিয়ে চলে গেছে দম্পতির সাথে।

'বলতে পারি না,' লিয়াম বলল। 'বাইরে গেছে বোধহয়। আমাদের কিছু বলে যায়নি।'

কী করবে ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়তে যাচ্ছিল অয়ন, হঠাৎ চমকে উঠল। 'শুনতে পাচ্ছেন?' ফিসফিস করে বলল ও।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য লাইব্রেরির সবাই চুপ হয়ে গেল।

'কিছুই তো শোনা যাচ্ছে না, মাস্টার অয়ন!' বলল লিয়াম। 'আঁধার হয়ে আসছে, মাস্টার জিমি যদি জঙ্গলে হারিয়ে থাকেন...'

'শ্‌শ্‌শ্‌... চুপ!' অয়ন চাপা গলায় বলল। 'মন দিয়ে শুনুন।'

আবার কান পাতল সবাই। খুব চেষ্টা করার পর চাপা একটা ঠং ঠং শব্দ শোনা গেল।

'হায় খোদা! শব্দই তো!' বলে উঠল ম্যাট। 'যেন পাইপের গায়ে বাড়ি দিচ্ছে কেউ।'

'এটাই শুনেছিলাম আমি তখন,' বললেন প্যাট্রিশিয়া।

ভুরু কুঁচকে শব্দটা শুনছিল অয়ন, তড়াক করে সোজা হলো ও। উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওটা একটা মোর্স কোড! এস.ও.এস. সিগনাল দিচ্ছে জিমি! নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে!'

'বল কী?' রিয়া অবাক! 'ও মোর্স কোড জানবে কীভাবে?'

'আমরা দু'জনেই শিখেছি, ইমার্জেন্সির জন্য,' জানাল অয়ন, বাটলারের দিকে ফিরল। 'লিয়াম, কোথায় গেলে এভাবে পানির পাইপের গায়ে বাড়ি দেয়া সম্ভব, বলতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই সেলারে,' লিয়াম বলল।

'জলদি চলুন!'

বাটলারের পিছু পিছু কিচেনে ছুটল সবাই। সেখানে পৌঁছে সেলারে নামার দরজাটা খুলল লিয়াম, বাকিদের নিয়ে পাথুরে সিঁড়ি ধরে নামল নীচে। অন্ধকারে হাতড়ে একটা চিকন সুতো ধরে টানল সে, সিঁড়ির গোড়ার লাইটবালবটা জ্বলে উঠল তাতে। মাথার ওপর সিলিঙে পাইপের গোলকধাঁধা দেখতে পেল সবাই, কোন্‌টার গায়ে যে জিমি বাড়ি মারছে বোঝার উপায় নেই।

'আওয়াজটা তো বেশ জোরেই শুনতে পাচ্ছি,' বলল রিয়া। 'কিন্তু আসছে কোত্থেকে?'

'আমার সঙ্গে আসুন,' বলল লিয়াম। 'এইদিকে।

মালামাল আর মদের বোতলের শেলফগুলোর মাঝ দিয়ে দক্ষভাবে পথ বেছে ছুটতে থাকল সে। বোঝা যাচ্ছে, বাড়িটার প্রতিটা ইঞ্চি তার নখদর্পণে—যে-কোনও ভাল বাটলারেরই গুণ এটা।

কাঠের ভারি দরজাটার সামনে কয়েক সেকেণ্ড পরই পৌঁছে গেল ওরা। লোহার তৈরি মোটা ছিটকিনিটা খুলল লিয়াম, তারপর কবজাগুলোর ক্যাঁচকোঁচানির পরোয়া না করে এক ঝটকায় মেলে ধরল পাল্লাটা।

জিমিকে দেখা গেল একটা সীসার তৈরি পাইপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা দিয়েই সম্ভবত সিলিঙের পাইপে বাড়ি দিচ্ছিল। দরজা খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে পাইপটা ঘোরাতে থাকল ও, মুখে চিৎকার করছে।

'খবরদার! আমার কাছে আসার চেষ্টা করিস না, পেত্নী!'

'করিস কী...করিস কী?' চেঁচিয়ে উঠল অয়ন। 'থাম বলছি।'

চোখ খুলে উদ্ধারকর্তাদের দিকে তাকাল জিমি, কয়েকবার চোখ পিটপিট করল। তারপর হাঁপ ছেড়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক গড, তোরা এসেছিস! আমি তো হাল ছেড়েই দিচ্ছিলাম!'

ওর হাত থেকে পাইপটা নিয়ে রুমের পিছনদিকে ছুঁড়ে ফেলল রিয়া। জিজ্ঞেস করল, 'ঘটেছিল কী? আটকা পড়লে কীভাবে?'

'আগে আমাকে পৃথিবীর আলোতে নিয়ে যাও,' নাটুকে ভঙ্গিতে বলল জিমি। 'তারপর সব বলছি।'

হেসে ফেলল সবাই। রিয়া বলল, 'পৃথিবীর আলো নেই তোমার কপালে। বাইরে মেঘ করেছে।'

'অন্তত এই কবর থেকে তো বের করো!'

জিমিকে নিজের কাঁধে ভর দেয়ালো লিয়াম, ধরাধরি করে নিয়ে চলল সিঁড়ির দিকে। গোড়ায় পৌঁছে থমকে গেল অয়ন, চিন্তিত ভঙ্গিতে সিঁড়ি আর প্রায়ান্ধকার সেলারের দিকে পালা করে তাকাল।

'কী হয়েছে, অয়ন?' ওকে পিছিয়ে পড়তে দেখে ঘুরে জিজ্ঞেস করল ম্যাট।

'একটা জিনিস ভাবছি...'

কথাটা শেষ করতে পারল না ও, জিমি কাতর কণ্ঠে বলল, 'ভাই রে, তোর ভাবাভাবিটা কিছুক্ষণ স্থগিত রাখা যায় না? আমি খিদেয় মরছি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলে ছোট্ট দলটার পিছু পিছু সেলার থেকে বেরিয়ে এল অয়ন।

সবাই আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসল। মেরিলিন উদয় হয়েছে ইতোমধ্যে, সে আর লিয়াম কিচেনে ছুটে গিয়ে জিমি আর রিয়ার জন্য খাবার নিয়ে এল, দু'জনের কেউই লাঞ্চ করেনি।

'জিমি আর রিয়া যতক্ষণ খাচ্ছে, সেই ফাঁকে আমি তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রিফ করছি,' অয়ন বলল। 'তারপরে শুনব, জিমি কীভাবে সেলারে আটকা পড়ল।'

প্যাট্রিশিয়াকে শুরু থেকে সব খুলে বলল ও—ধাঁধার অর্থ আর কীভাবে ওদের ঠেকানোর চেষ্টা করছে কেউ।

লিয়াম বলল, 'ওরা ঠিকই বলেছে, ম্যাডাম। প্রজেকশন রুমের দরজাটা ভাঙা পেয়েছি আমি। ভিতরে অবশ্য খোয়া যায়নি কিছু, আমি ইনভেন্টরি মিলিয়ে দেখেছি। তবে রেকর্ডের কথাটা জানতাম না।' গলা খাঁকারি দিল সে। 'ইয়ে... কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না, তবে মিস্টার বয়েডকে ওপরতলায় ঘুরঘুর করতে দেখেছি আমি।'

'তা-ই?' প্যাট্রিশিয়ার চোখ রাগে জ্বলছে। 'দেখাচ্ছি মজা! চুপচাপ গুপ্তধন খোঁজা এক কথা; কিন্তু ভাঙচুর, বাচ্চাদের আটকে রাখা... এসব আমি বরদাস্ত

করতে পারি না। এ-বাড়িতে ওদের দিন শেষ হয়েছে। আমার বাবার টাকার এক কানাকড়িও পাবে না ওরা!'

'ন্যায্য পাওনা থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না আমাদের!' দরজার কাছ থেকে হুঙ্কার দিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ।

দশ

'কোথাও যাব না আমরা,' ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল অ্যালান বয়েড। 'গুপ্তধনের ভাগ নিয়ে তবেই ছাড়ব।'

'অ্যালান! ফেলিসিটি!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্যাট্রিশিয়া। 'তোমাদের এই বাড়িতে জায়গা দেব না আমি।'

'জায়গা আমরা করে নিতে জানি,' উদ্ধত গলায় বলল ফেলিসিটি। 'বিশেষ করে এখন তো আর বাড়ি ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আড়াল থেকে সবই শুনেছি আমরা। এই ছেলেমেয়েগুলো ধাঁধাটার সমাধান প্রায় করে ফেলেছে, তাই না? গুপ্তধন পাওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

'অ্যাই ছোকরা,' অভদ্রের মত অয়নকে ডাকল অ্যালান। 'বলো, গান থেকে কী সূত্র পেয়েছ?'

রাগে পিত্তি জ্বলে গেল সবার, রিয়ার তো ইচ্ছে করছে ছোটলোকটাকে ধরে চাবকাতে।

জিমি বলল, 'কিচ্ছু বলিস না ওদের, অয়ন! এরা চোর। প্রজেকশন রুম থেকে রেকর্ডটা চুরি করেছে। নিজের বুদ্ধিতে ধাঁধার উত্তর বের করতে পারছে না বলে এখন এসেছে আমাদের কাছে। নইলে পগার পার হয়ে যেত।'

'ওসব কিচ্ছু করিনি আমরা!' নাকি সুরে প্রতিবাদ করল ফেলিসিটি। 'প্যাট্রিশিয়া, এই ছেলেটা খামোকা অপবাদ দিচ্ছে আমাদের নামে!' রুমাল বের করে নাকের নীচের অংশ মুছল সে।

'বেয়াদব ছেলে-পিলের কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?' বউকে ধমকাল অ্যালান, তারপর তাকাল অয়নের দিকে। 'অ্যাই ছেলে, বলবে না সূত্রটা?'

'মাস্টার জিমির কথার সঙ্গে আমি ঐক্যমত্য পোষণ করছি, মাস্টার অয়ন,' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল লিয়াম। 'এই ভদ্রলোকের সততা প্রশ্নবিদ্ধ। গুপ্তধন পেলে তিনি সম্পূর্ণটাই নিজে দখল করবেন বলে ভয় করছি।'

'অ্যাই ব্যাটা বাটলার!' মেজাজ খারাপ করে গালি দেয়ার ভঙ্গিতে বলল অ্যালান। 'মালিকদের কথাবার্তায় চাকর হয়ে তুই নাক গলাচ্ছিস কেন?'

'যথেষ্ট হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠে বললেন প্যাট্রিশিয়া 'অ্যালান, অনবরত

সবাইকে অপমান করছ তুমি। আমি এটা সহ্য করব না।'

'ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি,' তাড়াতাড়ি বলল ফেলিসিটি। 'আসলে টেনশনে মাথা গরম হয়ে আছে বেচারার। এই ছেলে, কী নাম তোমার... অয়ন? সূত্রটা আমাদের খুলেই বলো না! আমরাও সাহায্য করলে নিশ্চয়ই খোঁজার কাজটা সহজ হবে।'

'কথাটা অবশ্য মন্দ বলেননি,' অয়ন একমত হলো। 'দুটো বাড়তি মস্তিষ্কের সাহায্য পেলে ভালই হয়।'

'চেঁচামেচি কীসের?' দরজায় আরেকটা কণ্ঠ শোনা গেল। জ্যাকারি হকিন্স এসে ঢুকেছে ঘরে। সবাইকে এক জায়গায় দেখে বলল, 'ওরে বাবা! আমাকে ফেলে পার্টি করছ নাকি তোমরা?'

'আপনি আসায় ভালই হলো,' বলল অয়ন। 'আমরা মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের ধাঁধাটা নিয়ে বসেছি। আসুন, যোগ দিন।'

'ওটা একটা ননসেন্স ছাড়া কিছুই না,' বিরক্ত গলায় বলল জ্যাকারি। 'আমার কোনও গুপ্তধনের দরকার নেই। যদি পাও, তা হলে আমার ভাগটা নিয়ে যেতে পারো। তবে আঙ্কেল রবার্টকে যদ্দূর জানি, পুরোটা একটা তামাশা হবার সম্ভাবনাই বেশি।'

'সবাই শুনলে তো, কী বলল লোকটা?' অ্যালানের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'গুপ্তধনের ভাগ ছেড়ে দিল ও। আমরা সবাই সাক্ষী।'

'চুপ করো তো!' বিরক্ত গলায় বলল ফেলিসিটি। 'হ্যাঁ অয়ন, গানের সূত্রটা বলো আমাদের।'

'অয়ন, কাজটা ঠিক হচ্ছে তো?' জিমির গলায় সন্দেহ।

'আমারও পছন্দ হচ্ছে না ব্যাপারটা,' ম্যাট বলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অয়ন বলল, 'লুকোচুরি করে লাভ নেই। গুপ্তধনে সবার অধিকার আছে। একসঙ্গে কাজ করলে বরং ভাল। কেউ কাউকে খামোকা সন্দেহ করতে পারবে না। তাছাড়া বাড়িটা বড়। সবাই মিলে তল্লাশি করলে কাজটাও সহজ হবে।'

'এতক্ষণে একটা জুতসই কথা বলেছে ছেলেটা,' অ্যালানের মুখে হাসি ফুটল। 'বলো, বলো! গানের সূত্রটা বলো!'

সোফা থেকে উঠে জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অয়ন। সবার দিকে ফিরে কোমরে হাত রাখল, নাটকীয়তা ভালই জানে ও। বলল, 'বব লী অ্যাণ্ড দ্য গেইল ফোর্স উইণ্ডস্ ব্যাণ্ডের হিডেন ট্রেজারস্ গানের দ্বিতীয় পংক্তি হচ্ছে:

টাইম হ্যাজ স্টুড স্টিল উইদাউট ইউ,
আই অ্যাম লাইক অ্যাডাম উইদাউট অ্যান ইভ,
আই উইল গো অন সার্চিং দ্য ইউনিভার্স,
আনটিল আই হ্যাভ বারিড হোয়াট আই গ্রীভ।'

'হুঁ, বিরহের গান,' মন্তব্য করল রিয়া।

মনে মনে পংক্তিটা অনুবাদ করল অয়ন, 'তোমায় ছাড়া সময় থমকে গেছে, আমি যেন ইভ ছাড়া আদম, সারা পৃথিবী আমি খুঁজে বেড়াব, যতক্ষণ না আমার শোক আমি মাটিচাপা দিচ্ছি।'

'উচ্চমার্গের কথাবার্তা দেখছি,' জিমি বলল। 'আমাদের কী কাজে লাগছে এটা?'

'সময় কখন থমকে যায়?' আনমনে বলল অয়ন, ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

'যায় না,' রিয়া বলল। 'সময় কখনও থামে না।'

চারপাশে তাকিয়ে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অয়নের। 'কিন্তু ঘড়ি থামে,' বলল ও। 'আরও স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে—নষ্ট হয়। ঘড়ি যখন নষ্ট হয়, সময়ের কাঁটা থেমে যায়।'

'ও মাই গড!' ব্যাপারটা অনুধাবন করে বলে উঠল ম্যাট। 'থেমে যাওয়া সময় আর খোঁজাখুঁজির কথা বলা হয়েছে গানে। একটা নষ্ট ঘড়ি খুঁজতে হবে আমাদের!'

'এই ছোকরা একটা জিনিয়াস!' অ্যালান দাঁত কেলাচ্ছে।

'ম্যা'ম, এ বাড়িতে কোনও নষ্ট ঘড়ি আছে?' জানতে চাইল জিমি।

'কয়েক ডজন ঘড়ি আছে বাড়িতে,' জানালেন প্যাট্রিশিয়া। 'তার মধ্যে কিছু তো নষ্ট থাকবেই। তবে কোথায় কোথায় আছে, বলতে পারব না।'

'সবাই মিলে খুঁজতে যাব আমরা,' ঘোষণার সুরে বলল অয়ন। 'এখান থেকেই শুরু করি।'

লাইব্রেরির একপাশের দেয়াল ঘেঁষে প্রাচীন একটা গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক, সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সবাই। হাতঘড়ির সঙ্গে সময় মেলাল লিয়াম আর জিমি।

'ঠিকই আছে এটা,' জানাল বাটলার।

'পরের রুমে!' উত্তেজিত গলায় বলল অ্যালান।

একটার পর একটা কামরা ধরে তল্লাশি চালিয়ে গেল দলটা, গুপ্তধনে আগ্রহ নেই বললেও জ্যাকারিকে দেখা গেল ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। খাওয়ার কথা ভুলেই গেছে সবাই, সময় কেটে যেতে থাকল। ধীরে ধীরে হতাশ হতে শুরু করেছে ওরা, কয়েকটা বন্ধ ঘড়ি পাওয়া গেলেও তাতে কিচ্ছু পাওয়া যায়নি। হাল ছাড়ল না তাও, তল্লাশি জারি রাখল ওরা।

শেষ পর্যন্ত তিনতলার বিলিয়ার্ড রুমের সামনে পৌঁছাল অনুসন্ধানকারীরা, রাত প্রায় বারোটা বাজে তখন। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সবাই। রুমটাতে দুটো ঘড়ি আছে, একটা দেয়ালে ঝোলানো, অন্যটা গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। ওরা ঢুকতেই মধ্যরাতের ঘণ্টাধ্বনি দিতে শুরু করল দ্বিতীয়টা।

'ওটা তো চলছে দেখছি,' বিরক্ত স্বরে বলল ম্যাট। 'দেয়ালঘড়িটাই দেখি তা হলে।' এগিয়ে গেল সে।

অয়নকে দেখে মনে হলো চিন্তায় ডুবে গেছে। গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের ঘণ্টাধ্বনি

শেষ হতেই ঝট করে সোজা হলো ও, চেহারা আমূল পাল্টে গেছে। ঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।

'কী ব্যাপার... পেয়েছিস কিছু?' জানতে চাইল জিমি।

জবাব না দিয়ে ঘড়িটার চারপাশ পরীক্ষা করে দেখল অয়ন। তারপর ডাকল বন্ধুকে, 'এদিকে আয় তো, সাহায্য কর আমাকে।'

ওর কার্যকলাপ দেখে দেয়ালঘড়ির প্রতি আগ্রহ হারাল সবাই, দুই বন্ধুকে ঘিরে দাঁড়াল।

'ওটা নিয়ে মেতেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল ম্যাট। 'ঠিকমতই তো চলছে, সময়মত ঘণ্টাও দিল।'

'বারোর জায়গায় তেরোবার ঘণ্টা বাজলে কি তাকে ঠিক বলা যায়?' বলল অয়ন।

'ওটা তেরোবার বেজেছে?'

'হ্যাঁ। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে গুপ্তধন এটার মধ্যেই আছে।'

কাঁচের তৈরি ঢাকনাটা খুলে ফেলেছে জিমি, পেণ্ডুলামের পিছনে তাকিয়ে শিস দিয়ে উঠল। 'এখানে একটা বোতাম আছে!'

'চাপ দাও! চাপ দাও!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যালান। 'সাবধান, গুপ্তধন নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে না কেউ! কড়ায়-গণ্ডায় ভাগযোগ হবে!'

সবাই তার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে দেখে চুপসে গেল সে।

বোতামটায় চাপ দিল জিমি।

'খুট' করে একটা শব্দ হলো, সেইসঙ্গে গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের পিছনে একটা ফাঁকা সৃষ্টি হলো।

'হুঁ,' বলল অয়ন, 'দেয়ালের সঙ্গে আটকে দেয়া হয়েছে ঘড়িটা। পুরোটাই একটা দরজা!'

'খুলে ধরো ওটা!' আগ্রহ নিয়ে বললেন প্যাট্রিশিয়া।

কিনারায় হাত ঢুকিয়ে একসঙ্গে টান দিল অয়ন আর জিমি, সংকীর্ণ একটা প্রবেশপথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। পিছনে ছোট্ট একটা কুঠুরি চোখে পড়ল সবার, ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

কুঠুরির একপাশের দেয়াল ঘেঁষে মার্বেল পাথরের তৈরি একটা কোমরসমান স্তম্ভ দেখা গেল, তাতে রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের একটা আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। মূর্তির তলা থেকে বেরিয়ে আছে একটা সীলগালা করা সাদা খাম।

সাগ্রহে খামটা বের করল অয়ন, জটিল রহস্য সমাধানের পুরস্কার আশা করছে। সীলগালাটায় হাত দিয়েই থমকে গেল ও।

'কী হয়েছে, অয়ন?' জিজ্ঞেস করল জিমি। 'থেমে গেলি কেন?'

'হ্যাঁ, থামলে কেন? খোলোই না ওটা!' রিয়া সুর মেলাল।

'ছেলেটা বড্ড যন্ত্রণা করছে,' ত্যক্ত দেখাল অ্যালানকে। 'অ্যাই! খুলছ না

কেন?'

'সমস্যাটা ওখানেই,' সবার দিকে ফিরে খামটা তুলে ধরল, অয়ন। 'এটা অলরেডি খোলা হয়ে গেছে!'

এগারো

'কী বলছ যা-তা?' হুঙ্কার দিল অ্যালান বয়েড। 'কোথায় খোলা ওটা?'

'আপনি ভুল করছেন না তো, মাস্টার অয়ন?' নরম স্বরে বলল লিয়াম। 'আমি তো ওটা সীলগালা করা দেখছি।'

'আমিও,' সায় দিল মেরিলিন আর জ্যাকারি।

'যা বলার পরিষ্কার করে বলো,' অ্যালান হুমকির সুরে বলল। 'তোমার এই শার্লক হোমস্গিরি পছন্দ হচ্ছে না আমার!'

'কী করে বুঝলে ওটা খোলা হয়েছে?' জানতে চাইলেন প্যাট্রিশিয়া।

'এই দেখুন,' কাছে এসে আঙুল দিয়ে দেখাল অয়ন। 'দ্বিতীয়বার সীলগালা করা হয়েছে এটা। প্রথমটা গাঢ় লাল রঙের ছিল, পরেরটা হালকা। তাড়াহুড়োয় করা হয়েছে কাজটা, এজন্য প্রথমটা পুরোপুরি ঢাকা পড়েনি।'

ঠিকই বলেছে ও, কাছ থেকে দেখে ব্যাপারটা উপলব্ধি করল সবাই।

পার্স থেকে সাদা রুমালটা বের করে নাক ঝাড়ল ফেলিসিটি। বলল, 'এর মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে?'

গম্ভীর গলায় অয়ন বলল, 'মানে হচ্ছে এই বাড়ির কেউ একজন আগেই গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে গেছে।'

আঁতকে উঠল ফেলিসিটি। বলল, 'হায়! হায়! বলে কী এই ছেলে? আমাদের ভাগের কী হবে তা হলে?'

প্যাট্রিশিয়ার কাছে গিয়ে লিয়াম গলা খাঁকারি দিল। বলল, 'এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম। অন্তত খামটা খুলে তো দেখা হোক, কী আছে এতে!'

ইতস্তত করলেন প্যাট্রিশিয়া, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বয়েডদের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন শত্রুপক্ষ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'খোলো ওটা, অয়ন। দেখি আমার বাবার কী বলার আছে। এসব গুপ্তধন আর ধাঁধার টেনশন ভাল লাগছে না আমার। শেষ করো ঝামেলাটা।'

মাথা ঝোঁকাল গোয়েন্দাপ্রধান। তারপর দু'আঙুলে চাপ দিয়ে সীলটা ভাঙল, সাবধানে খাম থেকে বের করে আনল একটা পার্চমেন্টের কাগজ—তিন ভাঁজ করা ওটা। কুঠুরি থেকে বেরিয়ে বিলিয়ার্ড টেবিলের ওপর ভাঁজ খুলে রাখল, হাত দিয়ে

চেপে সমান করল খানিকটা।

টেবিল ঘিরে দাঁড়াল সবাই, ঝুঁকে পড়ার চেষ্টা করল লেখাটা। সেটা এরকম:

"প্রিয় গুপ্তধনসন্ধানী,

এই চিঠি যখন পড়ছ, তখন আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। তবে মৃত্যুর ওপার থেকে এটা জেনে খুশি হব যে, কেউ না কেউ গ্রহণ করেছে চ্যালেঞ্জটা, সঠিক পথেও এগোচ্ছে। নইলে এই চিঠি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারতে না।

তবে যে-ই এই চিঠি পড়ছ, তার জন্য দুঃসংবাদ। সামান্য ভুল হয়েছে তোমার। এত সহজে গুপ্তধন পেয়ে যাবে, আশা করেছিলে বুঝি? কার সঙ্গে বুদ্ধির খেলায় নেমেছ, সেটা তো ভাববে!

তবে হাল ছেড়ো না। রেকর্ড থেকে পাওয়া সূত্রটা আবার পরীক্ষা করো। ওখানেই রয়েছে সঠিক পথের সন্ধান। একটা পরামর্শ আমার—মাথা খাটাও!

একান্ত বিশ্বস্ত

আর.এম."

'সর্বনাশ!' গুঙিয়ে উঠল জিমি। 'এ তো গুপ্তধন নয়!'

'এজন্যই আমাদের প্রতিপক্ষ চিঠিটা আবার সীলগালা করে রেখে দিয়েছে,' বলল অয়ন। 'আমিই গাধা একটা। ব্যাপারটা আগেই বোঝা উচিত ছিল। গুপ্তধন পেয়ে গেলে কেউ কি আর এটা এভাবে ফেলে রেখে যায়?'

'আমার তো মনে হয় ব্যাটা নিজেও অর্থটা বের করতে পারেনি,' বলল রিয়া। 'তাই চাইছে, আমরা যেন ওর হয়ে কাজটা করে দিই।'

'ঠিকই বলেছ,' অয়ন একমত। 'সূত্রটার আসল অর্থ বুঝতে পারলে এটা সরিয়ে ফেলত।'

'এখন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, সকালে দেখা যাবে,' প্যাট্রিশিয়া বললেন। 'রাত কত হয়েছে, সে খেয়াল আছে? খাওয়াদাওয়া করতে হবে না?'

'তাই তো বলি, পেটের ভিতর ছুঁচো নাচে কেন?' বলে উঠল জিমি।

শুনে হেসে উঠল সবাই।

'আমি এখুনি খাবারের ব্যবস্থা করছি,' বলে ছুটে গেল মেরিলিন।

'খেয়েদেয়ে সোজা বিছানায়!' বলে দিলেন প্যাট্রিশিয়া। 'সারাদিনে অনেক ধকল গেছে তোমাদের ওপর দিয়ে।'

'ঠিকই বলেছেন,' জিমি বলল। 'রোজ রোজ তো আর অ্যানা পারিলদের পেত্নী কাউকে সেলারে বন্দি করে না!'

'কী!' সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

'ও... আপনাদের তো বলার সুযোগই পেলাম না! ঘড়ি খোঁজার উত্তেজনায় ভুলেও গিয়েছিলাম।'

'তোকে ভূতে আটকেছিল?' অয়ন ভুরু কোঁচকাল।

'জানি... জানি কী বলবি,' জিমি বলল। 'উত্তেজনায় মাথা কাজ করছিল না আমার, পুরো ব্যাপারটাই কল্পনাপ্রসূত, ভূত বলে কিছু নেই—এই তো? তার আগে পুরোটা শুনে নে।' নিজের অভিজ্ঞতা খুলে বলল ও। শেষে যোগ করল, 'ভুল দেখিনি আমি। অ্যানা পারিলদই ছিল ওটা। জ্বলজ্বল করা ওই পোশাক আর দড়ির ফাঁস চোখের ভুল হতে পারে না।'

'আশ্চর্য তো!' মন্তব্য করল লিয়াম।

'আশ্চর্য তো বটেই,' বিরক্ত গলায় বলল অ্যালান। 'আশ্চর্য কল্পনাশক্তি এই ছোকরার—দিনেদুপুরে জলজ্যান্ত ভূত দেখতে পেয়েছে! যত্তসব! আমি রুমে যাচ্ছি, খাবার রেডি হলে খবর দিয়ো, লিয়াম।'

'আমিও যাই,' তার পিছু নিল ফেলিসিটি।

'আজব ব্যাপার!' গোমড়ামুখে বলল জিমি। 'কেউ দেখি আমার কথা বিশ্বাস করছে না।'

'আমি করছি,' বলল জ্যাকারি।

'ভূতে বিশ্বাস করি না আমি। তবে অবশ্য এটা স্বীকার করি যে বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে,' প্যাট্রিশিয়া বললেন। 'সাবধানের মার নেই, রাতে বাতি জ্বালিয়ে ঘুমাব।'

'চাইলে আপনার সঙ্গে শুতে পারি আমি,' প্রস্তাব দিল রিয়া।

'তা হলে তো খুবই ভাল হয়।'

'হাহ্!' রিয়ার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল জিমি। 'তা হলে তুমিও ভয় পেলে!'

'মোটেই না,' মুখ ঝামটা দিল রিয়া। 'আমি তো মিসেস প্যাট্রিশিয়াকে সঙ্গ দিতে যাচ্ছি!'

'ওই হলো একই কথা।'

'মানে!'

'শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না। আমরা তো বুঝতেই পারছি, কেন একা একা থাকতে চাইছ না,' জিমি টিটকিরির সুরে বলল।

'দ্যাখো জিমি, বাজে কথা বলবে না,' শাসাল রিয়া। 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

বন্ধুর মাথায় একটা চাঁটি মারল অয়ন। উফ্ করে মাথা ডলতে থাকল জিমি। ব্যথার জায়গাটা ডলতে ডলতে বলল, 'মারলি কেন?'

'ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করছিস বলে,' বলল অয়ন। 'এখন তো সামান্য চাঁটি মেরেছি, এরপর উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখব, ফাজিল কোথাকার! তখন নিজেই ভূত হয়ে ম্যানরের অলিতে-গলিতে ঘুরবি।'

'তুই আমার কথা বিশ্বাস করিসনি, না? সত্যি সত্যি ভূত দেখেছি আমি!'

যুক্তি দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল অয়ন। বলল, 'ওরকম পরিস্থিতিতে অবচেতন মন খেলা করে মানুষের সঙ্গে। যা দেখতে চায়, তা-ই দেখায়। হতে পারে তুই ভূতের ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলি, তাই ভূতই দেখেছিস।'

'অথবা এ-বাড়িতে সত্যিই একটা ভূত আছে,' যোগ করল জিমি। 'অন্তত সম্ভাবনাটা মাথায় রাখতে দোষ কী?'

সবাই যার যার কামরার দিকে চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে অয়ন বলল, 'ভূত থাকুক আর না-ই থাকুক, আজ রাতে আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। অচেনা প্রতিপক্ষ গোপনে গুপ্তধন খোঁজার চেষ্টা করতে পারে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। পালা করে পাহারা দেব আমরা।'

'প্রথম পালাটা আমাকে দাও,' বলল রিয়া। 'জিমিকে দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি ভীতু কি না। বিগ বেন দেখার আর আগ্রহ নেই আমার, ওর ওই ভূতটাকে দেখতে চাই আগে!'

বারো

রাত তখন তিনটার বেশি, বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল জিমি, আচমকা অয়নের ধাক্কাধাক্কিতে ঘুমটা চটে গেল।

'উম্‌ম্‌... ডাকাডাকি কোরো না তো, আম্মু,' ঘুমের ঘোরে বলল ও। 'আমি আরেকটু ঘুমাব।'

'অ্যাই জিমি, ওঠ্! ওঠ্ বলছি!'

ঠেলাঠেলিতে আর শুয়ে থাকতে পারল না বেচারা। চোখ খুলে পিটপিট করে তাকাল অয়নের দিকে, হাই তুলে বলল, 'হয়েছেটা কী? এখনও তো আলোও ফোটেনি। ডাকাডাকি কেন?'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো ব্যাপার ঘটেছে,' জানাল অয়ন।

'কী... এটা আবিষ্কার করেছিস, যে তোর ইনসমনিয়া আছে?'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না অয়ন। বলল, 'গানের রহস্যটা ধরে ফেলেছি।'

ধড়মড় করে উঠে বসল জিমি। 'বলিস কী! কী বোঝানো হয়েছে?'

'পরে বুঝিয়ে দেব,' অয়ন বলল। 'এখন জলদি কাপড় পর। নীচতলায় কে যেন ঘুরঘুর করছে। হাতেনাতে ধরতে হবে ব্যাটাকে!'

'ভূতটা না তো!' বিছানা থেকে নামতে নামতে বলল জিমি। 'হায় খোদা, ভূত শিকারে নামার আগে সূর্যটা উঠলে কী এমন ক্ষতি হত!'

রিয়াকে আগেই জাগিয়েছে অয়ন, করিডরে অপেক্ষা করছে সে। জিমিসহ বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ওরা. শব্দ যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখছে।

নীচতলার শেষ ধাপটায় পৌঁছে সাবধানে উঁকি দিল অয়ন। দূরে বিশাল

হলঘরটায় একটা ছায়াকে নড়তে দেখল।

'একজন মানুষ দেখতে পাচ্ছি,' ফিসফিস করে জানাল ও। 'কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'কে ওটা?' জানতে চাইল রিয়া।

'এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না,' অয়ন বলল। 'কাছে যেতে হবে।'

'জানতাম, এ কথাই বলবি,' জিমি বলল।

'ম্যাটকে ডেকে আনব?' জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'দরকার নেই, ঘুমাক ও,' বলল অয়ন। 'আমরাই কাফি।'

সাবধানে মেঝেতে নামল তিন বন্ধু, পা টিপে টিপে এগোতে শুরু করল হলঘরের দিকে। কিন্তু বিধি বাম, হঠাৎ একটা নড়বড়ে ফ্লোরবোর্ডে পা পড়ল রিয়ার, ক্যাঁচকোঁচ করে শব্দ করে উঠল ওটা।

আওয়াজটা শুনে ঝট করে উৎসের দিকে তাকাল রহস্যময় ছায়ামূর্তি, তারপর দুদ্দাড় করে হলওয়ে ধরে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল, একটা বাঁক পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে, লুকিয়ে থেকে লাভ নেই, পিছু পিছু গোয়েন্দারাও ছুটল।

বাঁক পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা। চারদিক শূন্য; কোথাও ঢুকে পড়েছে লোকটা। হাত তুলে সঙ্গীদের আওয়াজ না করার ইশারা করল অয়ন, প্রতিপক্ষের নড়াচড়ার শব্দ শোনার জন্য কান পাতল।

কাজ হলো কৌশলটাতে। আবছাভাবে একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনল ওরা।

'সেলারের দরজা খোলার আওয়াজ ওটা,' ফিসফিস করে বলল জিমি।

'তুমি শিয়োর?' জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, জিন্দেগিতে ভুলব না আর ওটার আওয়াজ!'

'কিচেনে! জলদি!' আদেশ দিল অয়ন।

ছুটতে ছুটতে রান্নাঘরে পৌঁছুল তিন বন্ধু। প্রথমেই চোখ চলে গেল সেলারের দরজায়—ওটা সামান্য ফাঁকা হয়ে আছে।

'গুড!' অয়নের মুখে হাসি ফুটল। 'এইবার ফাঁদে পড়েছে ঘুঘু। বেরুনোর পথ নেই ওখান থেকে। রিয়া, কাবার্ড থেকে মোমবাতি আর ফ্ল্যাশলাইট আনো তো।'

কিচেন সিঙ্কের নীচের তাক থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট পেল রিয়া, সঙ্গে দুটো মোমবাতিও জোগাড় করল। আগুন জ্বেলে একটা নিজে নিল, অন্যটা জিমিকে। ফ্ল্যাশলাইটটা অয়নকে দিল।

আলো নিয়ে সেলারের সিঁড়িতে পা রাখল তিন বন্ধু।

'কাছাকাছি থেকো সবাই,' বলল অয়ন।

'একেবারে আমার মনের কথাটা বলেছিস,' জিমি একমত হলো। 'পিছনেও চোখ রাখতে হবে। গতকালের মত আটকা পড়া যাবে না কিছুতেই।'

নীচে পৌঁছে ছন্দোবদ্ধভাবে তল্লাশি শুরু করল গোয়েন্দারা। একটা একটা করে

শেলফের সারি ধরে এগোল। শেষ সারিটা দেখা হলে আঙুল তুলে কাঠের ভারি দরজাটার দিকে ইশারা করল জিমি, গতকাল ওটারই অন্যপাশে আটকা পড়েছিল।

'ওখানেই লুকিয়েছে ব্যাটা,' ফিসফিস করে বন্ধুদের বলল ও।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল অয়ন আর রিয়া। খালি হাতে এগোনো উচিত হবে না, পাশের একটা র‍্যাক থেকে পুরনো তিনটা মদের বোতল নিয়ে সবার হাতে দিল গোয়েন্দাপ্রধান, অস্ত্রটা মুগুরের মত ধরল ওরা।

সন্তর্পণে দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তিন বন্ধু। ছিটকিনিটা খোলা, হাতলটা আঁকড়ে ধরে অয়ন বলল, 'তিন পর্যন্ত গুনব।'

করণীয় বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল অন্য দুজন।

'এক, দুই· · · তিন!'

এক ঝটকায় দরজাটা খুলে ধরল অয়ন। হুঙ্কার দিয়ে ভিতরে ঢুকল জিমি আর রিয়া, পিছু পিছু ও-ও· · · মাথার ওপর বোতলগুলো অস্ত্রের মত বাগিয়ে ধরেছে সবাই।

রুমটা খালি!

ফ্ল্যাশলাইটের আলো চারদিকে ফেলল অয়ন, চোখে অবিশ্বাস। ধুলোপরা শেলফ আর বাতিল হয়ে যাওয়া ছোট-বড় বাক্স ছড়িয়ে আছে ভিতরে। কিন্তু লোকটা উধাও!

'গেল কোথায়!' রিয়া অবাক!

'এখানেই এসেছে ব্যাটা,' গোঁয়ারের মত বলল অয়ন। 'আমি শিয়োর!'

'তা হলে ভ্যানিশ হলো কীভাবে?'

ঠোঁট কামড়াচ্ছে অয়ন। তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই কোনও গোপন পথ আছে এখানে!'

'ইমপসিবল,' মাথা নাড়ল জিমি। 'কাল আমি অনেক খুঁজেছি। থাকলে নিশ্চয়ই পেতাম।'

'ভূত দেখে উত্তেজিত হয়ে ছিলি,' অয়ন যুক্তি দেখাল। 'ওই অবস্থায় অনেককিছুই চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। সিস্টেমেটিক্যালি খুঁজলে পাওয়া যেতে বাধ্য।'

'দ্যাখা তোর সিস্টেম!'

মেঝে থেকে গতকাল জিমির ব্যবহার করা সীসার পাইপটা তুলে নিল অয়ন। একপাশ থেকে দেয়ালে বাড়ি দিতে শুরু করল। পিছনের দেয়ালের এক জায়গায় এসে বাড়ি দিতেই ফাঁপা একটা আওয়াজ হলো।

'ইয়াল্লা!' বলে উঠল জিমি। 'ঠিকই তো বলেছিস!'

'খুলবে কীভাবে ওটা?' জানতে চাইল রিয়া।

'লিভারটা নিশ্চয়ই ছবির হুকের মত অন্য কিছুর ছদ্মবেশে লুকোনো আছে,' আন্দাজ করল অয়ন। 'শেলফগুলোয় যা যা আছে, টেনে দ্যাখো।'

একটা একটা করে সব শেলফের জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল ওরা। এককোণের ছোট্ট একটা তাকের কাছে যেতেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। তাকে রাখা একটা বয়াম টান দিয়ে ভুরু কুঁচকে ফেলল রিয়া, পাশাপাশি রাখা অন্য জিনিসগুলোও টেনে দেখল।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল জিমি।

'এগুলো সব কাঠের সঙ্গে আঠা দিয়ে লাগানো,' জানাল রিয়া। 'নড়ানো যাচ্ছে না।'

'কনগ্রাচুলেশন্স, রিয়া!' অয়ন সোৎসাহে বলল। 'ওটাই আমাদের লিভার। চাপ দাও পুরো তাকটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দুহাতে চাপ দিল রিয়া, তাকটা নীচের দিকে ঢালু হয়ে গেল, যেন কবজা লাগানো আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভোঁতা একটা শব্দ করে দেয়ালের ফাঁপা অংশটা সরে গেল।

সরু প্যাসেজটা থেকে এক ঝলক বাতাস বেরিয়ে এসে ওদের ওপর দিয়ে বয়ে গেল, কেমন একটা সোঁদা গন্ধ ওটায়। ফ্ল্যাশলাইট ঘুরিয়ে ভিতরে আলো ফেলল অয়ন। শ্যাওলায় ঢাকা একটা পাথুরে সংকীর্ণ করিডর দেখা গেল, ধাপে ধাপে ওপরদিকে চলে গেছে সেটা।

'দেয়ালটা মনে হচ্ছে ম্যানরের ফাউণ্ডেশনের অংশ,' মন্তব্য করল অয়ন। 'ধাপগুলো দেখছিস? যেভাবে গেছে, মনে হয় বাড়ির বাইরের কোথাও বেরিয়েছে এটা। মাকড়সার জাল ছেঁড়া দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ভূত মহোদয় এই পথেই যাওয়া-আসা করে।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে পিছনে তাকাল রিয়া, জিমির কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে এখন। আজও সেলারের কোথাও ঘাপটি মেরে নেই তো পেত্নীটা?

'রিয়া, তুমি আর জিমি এখানেই অপেক্ষা করো,' বলল অয়ন। 'গতকালের মত প্যাসেজে আটকা পড়তে চাই না। আমি আগে গিয়ে অন্যপ্রান্তের দরজাটা খুলছি।'

প্যাসেজে ঢুকে পড়ল গোয়েন্দাপ্রধান। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর শেষপ্রান্তে পৌছুল ও, শেষ ধাপটায় এসে কুঁজো হতে হয়েছে, সিলিংটা এত নিচু। দরজা নেই ওখানে, নিরেট দেয়াল। ভুরু কুঁচকে ওপরদিকে আলো ফেলতেই একটা ট্র্যাপডোর চোখে পড়ল। কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিতেই খুলে গেল ওটা। ফোকরের কিনারায় হাত বাধিয়ে উপরে উঠে গেল অয়ন, তারপর হাত ঢুকিয়ে আলো নেড়ে বন্ধুদের সঙ্কেত দিল আসার জন্য।

একে একে ফোকর থেকে বেরুল রিয়া আর জিমি।

'বাইরেই তো এসেছি,' চারপাশে তাকিয়ে বলল জিমি।

'হুঁ, ম্যানরের পিছনদিক এটা,' বলল অয়ন।

ওদের গায়ের ওপর যেন হুমড়ি খেতে যাচ্ছে প্রাচীন প্রাসাদবাড়ি। সুউচ্চ দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে গা শিরশির করে উঠল তিনবন্ধুর, কেমন জানি অশুভ

একটা প্রতিকৃতি বাড়িটার। পুবাকাশে আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে, সূর্য উঠবে খুব শীঘ্রি। আবছা আলোয় গাছপালার ফাঁক দিয়ে দিগন্তবিস্তৃত মূর দেখতে পেল ওরা, সেখান থেকে কুয়াশা পাক খেয়ে উঠছে। কাল বৃষ্টি হয়েছিল বলে কি না কে জানে, ক্ষণে ক্ষণে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ওদের।

তিন ফুট বাই তিন ফুট ট্র্যাপডোরটা পরীক্ষা করল অয়ন, ডালার ওপর কৃত্রিম ঘাস বসানো হয়েছে। রঙটা চমৎকারভাবে মিলে গেছে বাগানের বাকি ঘাসের সঙ্গে, কাছ থেকে দেখলেও বোঝা যাবে না।

'এই দেখো,' আঙুল তুলে বন্ধুদের ট্র্যাপডোরের পাশের ভেজা মাটিতে একটা জুতোপরা পায়ের ছাপ দেখাল অয়ন।

'একটা কেন?' জিমি বলল। 'বাকিগুলো কোথায়?'

আলো ফেলে আশপাশটা ভাল করে দেখল অয়ন। কয়েক ফুট দূরেই বাগানের নুড়ি বিছানো ওয়াকওয়েটা চলে গেছে।

'এই তা হলে ব্যাপার!' বলল ও।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল রিয়া। 'ল্যাংড়া নাকি লোকটা? এক পা নেই?'

'মোটেই না,' অয়ন বলল। 'আমাদের ভূত বা পেত্নী ট্র্যাপডোর দিয়ে বেরিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে পাল্লাটা বন্ধ করেছে। তারপর লাফ দিয়ে চলে গেছে ওয়াকওয়েতে। যাতে পায়ের ছাপ আর না পড়ে।'

'আমাদের অনুসরণ করতে দিতে চায় না, তাই না?' বলল জিমি। 'ভীষণ চালু দেখছি লোকটা।'

পায়ের ছাপটার ওপর নিজের পা রাখল অয়ন, তুলনা করল। ছাপটা বেশ বড়। বলল, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া গেল। আমাদের ভূত অশরীরী আত্মা নয়, রক্তমাংসের মানুষ—তার পায়ের ছাপ পড়ে।'

'ওয়াকওয়েটা গেছে কোথায়?' জানতে চাইল জিমি।

'কাল সারাদিন এদিকে নজর রেখেছি,' বলল রিয়া। 'এই পথ দিয়ে শুধু একটা জায়গাতেই যাওয়া যায়· · · ক্রম্পটনদের কটেজে!'

'হুঁ,' গম্ভীর গলায় বলল অয়ন। 'এসো, লিয়াম আর মেরিলিনের ঘুম ভাঙানোর সময় হয়েছে। ওদের কিছু জিজ্ঞাসা আছে আমার!'

তেরো

নুড়ি বিছানো পথটা ধরে মেরিলিন আর লিয়ামের কটেজের দিকে হাঁটা ধরল তিন বন্ধু, কিন্তু সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছার আগেই থমকে দাঁড়াল অয়ন।

'আরে!' বলে উঠল ও। 'এটা কী?'

ঝুঁকে পথের পাশে পড়ে থাকা এক টুকরো সাদা রঙের কাপড় তুলে নিল জিমি।

'এ তো দেখছি একটা রুমাল!' বলল রিয়া।

জিনিসটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল অয়ন। 'সুতোর কাজ করা আছে এটাতে,' বলল ও, দু'আঙুলে ঝুলিয়ে সঙ্গীদের দেখাল কাজটা—বৃত্তাকার একটা নকশার ভিতর "এফ.বি." লেখা।

'নামের আদ্যক্ষর মনে হচ্ছে,' রিয়া বলল। 'কার হতে পারে?'

'ফেলিসিটি বয়েড!' উত্তেজিত গলায় বলল জিমি।

মাথা নাড়ল অয়ন। 'পায়ের ছাপটা মিসেস বয়েডের হতে পারে না,' বলল ও। 'ভদ্রমহিলা ছোটখাট গড়নের, পায়ের পাতা আমাদের চেয়ে বড় হবে না। কিন্তু ঘাসের ওপরের ছাপটা অনেক বড় ছিল।'

'তা হলে কে হতে পারে? মহিলার স্বামী?'

'সে সম্ভাবনাই বেশি,' স্বীকার করল অয়ন, চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে।

কয়েক মুহূর্ত পর কোনও কথা না বলে উল্টো ঘুরে ম্যানরের দিকে ফিরতি পথ ধরল গোয়েন্দাপ্রধান। মুখ চাওয়াচাওয়ি করে ঠোঁট উল্টাল জিমি আর রিয়া, কিছু বুঝতে পারছে না।

দোতলায় নিজের কামরায় চলে এল অয়ন, ওকে অনুসরণ করল জিমি আর রিয়া। ব্যাগ থেকে একটা ক্যামেরা বের করে ফিল্ম ভরতে শুরু করল ও।

'করছিসটা কী?' জানতে চাইল জিমি।

'সকাল হলে ম্যাটকে নিয়ে লণ্ডনে আরেকবার যেতে হবে আমাকে,' জানাল অয়ন। 'সেজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

'কোনও প্ল্যান এঁটেছ মনে হচ্ছে?' রিয়া অনুমান করল।

'হ্যাঁ, তবে ব্যাখ্যা করার সময় নেই। তোমরা শুধু তাল দিয়ে যাও। ব্রেকফাস্টের পর রওনা হব আমি আর ম্যাট। আশা করি সন্ধ্যার আগেই ফিরতে পারব।'

বন্ধুর আচরণে বিশেষ অবাক হলো না জিমি বা রিয়া। নিজের কাজে মাঝে মাঝে গোপনীয়তা রাখে অয়ন—সেটা কখনও কেসের স্বার্থে, কখনও বা নিছক নাটকীয়তার জন্য। ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওরা, কিছু মনে করল না।

জিমি বলল, 'যাবি ভাল কথা, কিন্তু ততক্ষণ আমি আর রিয়া কী করব? আগেই বলে দিচ্ছি, সেলারে যেতে পারব না। গোটা ইংল্যাণ্ডে সবচেয়ে বড় ভূতের আড্ডা ওটা!'

ওর কথা শুনে হেসে ফেলল অয়ন। বলল, 'যাস নে। বাগানের ওপর ভাল করে নজর রাখিস। জ্যাকারি আর বয়েডরা ওদিকে যায় কি না খেয়াল রাখিস। তাছাড়া লিয়াম আর মেরিলিনও এখন আমাদের সাসপেক্ট, ওদেরকেও চোখে রাখতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

'ব্রেকফাস্টের দেরি আছে,' জানাল রিয়া। 'এখন কী করব?'

'একটা ঘুম দাও গিয়ে,' বলল অয়ন। 'শক্তি সঞ্চয় করো। সকালে অনেক কাজ।'

আজও গরম গরম নাস্তার গন্ধে ঘুম থেকে উঠল অয়ন আর জিমির। মুখ-হাত ধুয়ে নীচে নামল ওরা। পথে রিয়ার সঙ্গে দেখা হলো, সে-ও কেবল উঠেছে।

সূর্যের আলোয় আলোকিত কিচেনে ব্যস্ততা দেখা গেল। জ্যাকারিকে কফি ঢেলে দিচ্ছেন প্যাট্রিশিয়া, রোব আর স্লিপার পরে আছেন। ফেলিসিটি তার স্বামীর প্লেটে অমলেট করা ডিম পরিবেশন করছে। ওভেনে রান্নায় ব্যস্ত মেরিলিন, ওদের দেখে সুপ্রভাত জানিয়ে নাস্তা পরিবেশন করল।

চেয়ার টেনে বসছে, এমন সময় খবরের কাগজ নিয়ে কিচেনে ঢুকল লিয়াম। ভাঁজ খুলে অ্যালানের সামনে পেপারটা রাখল সে, অয়নদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'গুড মর্নিং, মাস্টারস্! কিছু মনে করবেন না, ভোরে কটেজের বাইরে মনে হলো আপনাদের গলা শুনলাম...'

'ও কিছু না,' চেহারায় একটা বোকা বোকা ভাব ফোটাল অয়ন। 'জিমি ঘুমের ঘোরে হাঁটতে শুরু করেছিল। ওকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম। আপনাদের ঘুম ভাঙিয়ে থাকলে দুঃখিত।'

'কী? আমি আবার কখন...আঁউ!!!' প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল জিমি, টেবিলের তলা দিয়ে অয়নের এক লাথি খেয়ে গুঙিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে হাঁটার অভ্যাস আছে আমার।'

'বলে কী এই ছেলে?' চওড়া গোঁফ থেকে পাউরুটির কণা মুছতে মুছতে বলল জ্যাকারি। 'অন্তত যে ক'দিন এখানে আছ, নিজেকে সামলাও, বাছা। রাতে-বিরাতে একা একা বেরিয়ো না। অ্যানা পারিলদের খপ্পরে পড়লে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

ঝট করে কেয়ারটেকারের দিকে তাকাল অয়ন, এই লোক মানুষের মনে ভয় ঢোকাতে ওস্তাদ।

'আমার কিন্তু কাল রাতে বেশ ভাল ঘুম হয়েছে,' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'কোনখান দিয়ে রাত পেরুল, টেরই পাইনি।'

'পোস্ট-স্ট্রেস সিনড্রোম বলে একে,' সুযোগ পেয়ে লেকচার ঝাড়ল অয়ন। 'উত্তেজনা প্রশমিত হলেই শরীরের নার্ভে ঢিল পড়ে, অবসাদে আক্রান্ত হয় দেহ। সেজন্য ঘুমটাও হয় গাঢ়।'

'আমার দেহ লেকচার-সিনড্রোমে আক্রান্ত হচ্ছে,' বলল জিমি, 'তোর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনতে শুনতে।'

আরেকবার পা চালাল অয়ন।

'উঃ মাগো!' কাতরে উঠল জিমি।

'কী হলো?' জানতে চাইল ম্যাট।

'কিছু না,' আহত জায়গাটা হাত দিয়ে ডলতে ডলতে বলল জিমি। 'লেকচার-সিনড্রোমের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া।'

'কাল রাতে ঘুমানোর আগে ধাঁধাটা নিয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়েছি,' গোবেচারার ভঙ্গিতে বলল অয়ন। 'কিন্তু গানের কথাটার মানে খুঁজে বের করতে পারিনি। কিচ্ছু আসেনি মাথায়। ওটা নিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করতে রাজি নই আমি। এখানে যখন এসেছিই, বেড়ানোর জায়গাগুলোয় যেতে চাই। ম্যাট, নিয়ে যাবেন আমাদের?'

'নিশ্চয়ই যাব,' জানাল ম্যাট। 'কখন বেরুতে চাও?'

'এখনই। বেচারি রিয়ার জন্য খারাপ লাগছে, শরীর খারাপ ওর। যেতে পারবে না বলেছে।'

যেতে পারবে না, আগে থেকেই জানে, তাই বলে অজুহাতটা পছন্দ হলো না রিয়ার, ভুরু কুঁচকে বলার চেষ্টা করল, 'না, না, আসলে...'

এবার ওর লাথি খাওয়ার পালা।

'আউচ!'

'তোমার আবার কী হলো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্যাট্রিশিয়া জানতে চাইলেন।

হাত দিয়ে পা ডলতে ডলতে রিয়া বলল, 'ইয়ে...শরীর খারাপই আমার। ঠাণ্ডা লেগেছে বোধহয়, মাথা ধরেছে খুব।'

'রুমে গিয়ে বিশ্রাম নাও তা হলে,' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'বাইরে গিয়ে কাজ নেই।'

টেবিলের ওপাশে হঠাৎ মুখভর্তি খাবারসহ কেশে উঠল অ্যালান বয়েড, নাকে-মুখে উঠে গেছে বোধহয়। শ্বাস নেয়ার জন্য খাবি খেল সে, হাত-পা ছুঁড়ল। ধাক্কা খেয়ে কফিভর্তি কাপ উল্টে পড়ল খবরের কাগজের ওপর।

ধাতস্থ হয়ে অপ্রস্তুত হাসি দিল সে। বলল, 'সরি, কী বিচ্ছিরি একটা কাজ হলো, তাই না?' কফিতে সয়লাব হয়ে যাওয়া টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল। 'লিয়াম, এসব পরিষ্কার করে ফেলো দেখি!'

'নিশ্চয়ই, সার!' খাঁটি ভৃত্যের বিনয় বাটলারের কণ্ঠে।

ন্যাকড়া নিয়ে এগিয়ে এল সে, টেবিল মুছতে তাকে সাহায্য করল অ্যালান।

অয়নের ভুরু কুঁচকে গেছে, গম্ভীর ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল সামনে। জিমি ওর দিকে ফিরতেই নষ্ট হয়ে যাওয়া খবরের কাগজটার দিকে চোখের ইশারা করল। ব্যাপারটা বুঝতে পারল জিমি। উঠে দাঁড়িয়ে রিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপ দিয়ে বলল, 'তোমাকে একা ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না। অয়ন, আমি না গেলে অসুবিধে আছে? ওকে সঙ্গ দিই?'

'না, না, অসুবিধে কীসের?' বলল অয়ন।

'থ্যাঙ্কস্, জিমি,' রিয়া বলল। 'তুমি থাকবে শুনে খুব খুশি হয়েছি। সবাই চলে গেলে খারাপ লাগত।'

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওপরতলায় চলে গেল দুই বন্ধু। এই ফাঁকে পকেট থেকে ক্যামেরাটা বের করল অয়ন। চট করে লিয়াম আর অ্যালান বয়েডের দুটো ছবি তুলে ফেলল। দুজনই টেবিল সাফ করায় ব্যস্ত, টের পেল না ব্যাপারটা। এরপর প্যাট্রিশিয়ার একটা ছবি তুলল ও।

'আরে, আরে, করছ কী?' হেসে বললেন ভদ্রমহিলা। 'এই চেহারায় ছবি ভাল হয়?'

'সরি,' হাসল অয়ন। 'ফিল্মটা শেষ করতে হবে। বেড়াতে গিয়ে নতুন একটা ভরব কি না!'

ম্যাটের দিকে ফিরে আরেকটা স্ন্যাপ নিল ও।

'চমৎকার!' ম্যাট হাস্যকর একটা ভঙ্গি করে পোজ দেয়ায় বলল ও। এরপর জ্যাকারি আর ফেলিসিটির একটা করে ছবি তুলল। দুজনই বিরক্ত হলো।

'না বলে ছবি তোলা একদম পছন্দ করি না আমি,' জানাল কেয়ারটেকার।

'ইংল্যাণ্ড সফরের স্যুভেনির রাখছি,' হাসল অয়ন, তারপর চেয়ার ছাড়ল। 'ম্যাট, দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলুন বেরোই। লিস্ট করে রেখেছি। প্রথমে বিগ বেন দেখব, তারপর টাওয়ার অভ লণ্ডন। সময় কুলালে সার আর্থার কোনান ডয়েলের বাড়িটাও দেখতে যাব।'

'হ্যাঁ, চলো,' ম্যাটও উঠে দাঁড়াল।

ম্যাটকে নিয়ে অয়ন এমনভাবে ছুটল, যেন সাইটসিয়িঙের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।

'সাবধানে যেয়ো কিন্তু!' পিছন থেকে বললেন প্যাট্রিশিয়া।

'নিশ্চয়ই!'

দৌড়ে সিলভার ক্লাউডে উঠল অয়ন।

'এত তাড়া কীসের?' জানতে চাইল ম্যাট। 'কোনও কিছু তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। যথেষ্ট সময় আছে আমাদের হাতে।'

'আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না,' জানাল অয়ন। 'ওটা স্রেফ বাড়ি থেকে বেরুনোর বাহানা ছিল।'

'তা হলে?'

ক্যামেরাটা দেখাল গোয়েন্দাপ্রধান। বলল, 'আসল কারণ এটা। ছবিগুলো ওয়াশ করাতে হবে। তাড়াতাড়ি চলুন!'

চোদ্দো

রুমের দরজা বন্ধ করে রিয়ার দিকে ফিরল জিমি। বলল, 'খবরের কাগজটার একটা কপি জোগাড় করতে হবে আমাদের। জলদি!'

'আজ হঠাৎ খবরের কাগজ দরকার পড়ল কেন তোমার?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল রিয়া। 'কখনও তো পড়তে দেখি না।'

'পড়া-টড়ার ব্যাপার না,' জিমি ব্যাখ্যা করল। 'সামনের পাতায় কিছু একটা ছিল। ওটা দেখে ঘাবড়ে গেছে মোটকু বয়েড, ইচ্ছে করেই কফি ফেলে নষ্ট করেছে, যাতে আমরা বাকিরা দেখতে না পাই।'

'সর্বনাশ...সামান্য কফি উল্টে পড়া দেখেই এতকিছু ধরে ফেললে?' রিয়ার গলায় বিস্ময়। 'তুমি দেখি আরেক অয়ন হোসেন হয়ে যাচ্ছ!'

'তাতে অসুবিধে আছে?'

'জী হ্যাঁ, জনাব,' পায়ের লাথি খাওয়া জায়গায় হাত বোলাল রিয়া। 'ওই একজনই কাফি, পৃথিবীতে দ্বিতীয়জনের দরকার নেই।'

'ভয়ের কিছু নেই,' জিমি হাসল। 'ব্যাপারটা অয়নই খেয়াল করেছে।'

'তা-ই বলো।'

'আমি কিন্তু ভারি অবাক হয়েছি—আমার কথা বাদ দিলাম, কিন্তু অয়ন তোমাকে লাথি মারল, আর তুমি কি না চুপ করে রইলে? আমি তো ভাবলাম যুদ্ধ বেধে যাবে।'

'অন্যেরা ছিল বলে কিছু বলিনি। কেসটা শেষ হোক, কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেব লাথিটা।'

'এই একটা কাজে আমি তোমার দলে আছি,' জিমি বলল। 'উফফ্, বদমাশটা এত জোরে মারতে পারে! আমার তো চামড়া তুলে ফেলেছে।'

'আপাতত বাদ দাও প্রসঙ্গটা, সময় হলে শোধ নেব। এখন কী করতে হবে, তা-ই বলো।'

'পেপারটা জোগাড় করতে হবে আমাদের। দেখতে হবে, কী ছিল প্রথম পাতায়।'

'চলো, বাইরে গিয়ে নিয়ে আসি।'

'কীভাবে?' জিমি ভুরু নাচাল। 'তুমি কিন্তু "অসুস্থ", বিছানায় থাকার কথা।'

'অসুস্থ আমি, তুমি নও,' বলল রিয়া। 'রাস্তা আছে... চুপি চুপি বেরিয়ে যেতে পারবে, কেউ টেরও পাবে না। এদিকে এসো।'

জানালার কাছে গিয়ে লক খুলে শার্সিটা তুলল ও। পাশে গিয়ে নীচে তাকিয়ে ঢোক গিলল জিমি, মাটি অন্তত পঁচিশ ফুট নীচে। দেয়ালটা আইভি লতায় ছাওয়া হলেও তেমন শক্ত নয় ওগুলো, ওর ভার নিতে পারবে না।

'ভালই রাস্তা বের করেছেন, ম্যাডাম!' কটাক্ষের সুরে বলল জিমি। 'পারলে নিজে নামুন এখান দিয়ে!'

'খোঁচা মারবে না তো!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রিয়া। 'আমি ভেবেছি লতাঝাড় বেয়ে নামা যাবে, নইলে অন্তত পানির পাইপ-টাইপ থাকবে।'

'নেই তো দেখতেই পাচ্ছ,' বলল জিমি। 'আর কোনও ব্রাইট আইডিয়া আছে?'

চারদিকে তাকিয়ে তুড়ি বাজাল রিয়া। 'বিছানার চাদর! পাকিয়ে দড়ি বানানো যাবে!'

'আমি ভাবছিলাম আরও শক্ত কোনও কিছুর কথা।'

'এরচেয়ে ভাল কিছু নেই এই মুহূর্তে। চাদর-বেয়েই নামতে হবে তোমাকে।'

'নামা নিয়ে ভাবছি না। ফিরে এসে আবার ওঠার কথা বলছি। চাদর বেয়ে উঠেছ কখনও? কাজটা সহজ হবে না।'

'একটা লিফট লাগিয়ে দিই?' রিয়া ঠাট্টা করল। 'তা হলে একদম কষ্ট হবে না।'

কড়া চোখে ওর দিকে তাকাল জিমি। বলল, 'লাগবে না কিছু। চাদর বেয়েই ওঠা-নামা করতে পারি আমি।'

'গুড! তা হলে হাত লাগাও।'

তিনটে চাদর পাকাল ওরা, গিঁট দিয়ে লম্বা করল, তারপর খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল জানালা দিয়ে।

'যাচ্ছি আমি,' বলল জিমি। 'কিন্তু পেপার কোথায় পাব, বুঝতে পারছি না। আশপাশে তো কোনও দোকান নেই।'

'প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ নিয়ো,' বলল রিয়া। 'কাল যে হর্সট্রেইলটা ধরে এসেছিলাম, ওটার কাছাকাছি একটা কটেজ দেখেছি। ওখানে যেয়ো।'

'খুব তো অর্ডার দিচ্ছ! বলি, আমি যতক্ষণ খাটাখাটনি করব, ততক্ষণ তুমি করবেটা কী?'

ধপ করে বিছানায় শুয়ে রিয়া বলল, 'ওমা! অসুখ হলে মানুষ কী করে, জানো না? ঘুম আর বিশ্রাম, বুঝলে? সুস্থ হবার জন্য দুটোই অতীব প্রয়োজন।'

'তুমি দেখছি অসুখটা খুব উপভোগ করছ।'

'আমার কী দোষ? অয়নই তো আমাকে অসুখে ফেলল।'

বিড়বিড় করে ভাগ্যকে দোষারোপ করল জিমি, তারপর চাদর বেয়ে নামতে শুরু করল।

কিছুদূর নামতেই লাইব্রেরির সেই নকশাদার জানালাটা বরাবর পৌঁছে গেল ও। কী জানি মনে হতেই থেমে ঘষা কাঁচে চোখ রাখল, চমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কে

যেন আছে ভিতরে, বইয়ের শেলফের পাশের ছায়ার আড়াল নিয়ে নিচু হয়ে কী যেন খুঁজছে। কাঁচটা পুরোপুরি স্বচ্ছ না হওয়ায় রাগ লাগল ওর, চেনা যাচ্ছে না মানুষটাকে। তারপরও জানালায় চোখ ঠেকিয়ে চেষ্টা করল, হয়তো হাঁটাচলার ধরন দেখে বোঝা যাবে লোকটার পরিচয়।

হঠাৎ চাদরে একটা ঝাঁকি লাগতেই চোখ তুলে ওপরদিকে তাকাল ও, আঁতকে উঠল বাস্তবতা বুঝতে পেরে। ওর ওজনে খুলে যাচ্ছে দুই চাদরের মাঝখানের বাঁধন। প্রতিকারের সময় পাওয়া গেল না, দশ ফুট ওপর থেকে ভারি বস্তার মত খসে পড়ল জিমি, অস্ফুট চিৎকার করে উঠল।

মাটিতে পিঠ দিয়ে আছড়ে পড়ল বেচারা, পতনের ধাক্কায় 'হুঁক' করে বুক থেকে বেরিয়ে গেল সব বাতাস। কিছুক্ষণ আকুলি-বিকুলি করল ও, তারপর স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাস-প্রশ্বাস। ভাগ্য ভাল, গতকালের বৃষ্টির কারণে মাটি ভিজে নরম হয়ে আছে, তাই বেশি ব্যথা পায়নি। তাড়াতাড়ি খোলা চাদরটা শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, জিনিসটা চালান করে দিল একটা ঝোপের আড়ালে। চারপাশে তাকাল—না, কেউ দেখতে পায়নি ওকে। সাবধানে একছুট দিয়ে গাছপালার আড়ালে চলে এল জিমি।

দূরে জ্যাকারিকে দেখা যাচ্ছে। আবারও বাগানে ঘুরঘুর করছে লোকটা, অদ্ভুতদর্শন ছড়িটা দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছে। করছেটা কী লোকটা? গুপ্তধন খুঁজছে? অন্তত এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে লাইব্রেরিতে সে ছিল না।

যা করে করুক লোকটা, সময় নষ্ট না করে হর্সট্রেইলটা ধরে চলতে শুরু করল জিমি। হাঁটতে হাঁটতে পুরো কেসটা নিয়ে চিন্তা করল ও। এখন পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সেগুলোর মধ্য থেকে রহস্য সমাধানের মত কোনও সূত্র দেখতে পাচ্ছে না। অয়ন কী প্ল্যান এঁটেছে কে জানে! একটা ব্যাপার পরিষ্কার—একা ও বা রিয়া কিচ্ছু করতে পারবে না, শুধু অয়ন হোসেনই পারে এই কেস সলভ করতে।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় ম্যাকডোনাল্ড এস্টেটের সীমানা পেরুল জিমি; রিয়া যেটার কথা বলেছিল, সেই কটেজটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

চিকন একটা কাঁচাপাকা রাস্তা চলে গেছে কটেজ বরাবর। সেটা ধরে বাড়ির সামনের বারান্দায় উঠে এল জিমি, সদর দরজায় নক করল।

কয়েক মিনিট কেটে গেল, কেউ জবাব দিচ্ছে না। ব্যাপারটা কী? বাড়িতে কেউ নেই নাকি? আবার নক করল জিমি, এবার আগের চেয়ে জোরে। আরও কিছুক্ষণ কাটল। শেষে ফিরে যাবার জন্য যেই উল্টো ঘুরতে গেছে, তখুনি ছিটকিনি খোলার শব্দ হলো। দরজা ফাঁকা করে এক অশীতিপর বৃদ্ধা উঁকি দিলেন।

'কী চাই, বাছা?'

'সুপ্রভাত, ম্যা'ম,' বলল জিমি। 'আমার নাম জিমি পারকার, আপনার প্রতিবেশী মিসেস প্যাট্রিশিয়ার মেহমান। আমি...'

'কে...ম্যাকডোনাল্ডের মেয়ে?' কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলেন বৃদ্ধা।

'চিনি ওদের সবাইকে। আহা, বড় ভাল মানুষ ম্যাকডোনাল্ডরা। আজ ত্রিশ বছর ধরে প্রতিবেশী আমরা। রবার্ট আর তার বউ ছুটি কাটাতে এলেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। দুষ্টুমিও করত। বলত কি না তার ম্যানরে ভূত আছে! চিন্তা করো ব্যাপারটা!' হাসলেন বৃদ্ধা। 'রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড তার পড়শিদের ভয় দেখাচ্ছে! কতদিন হলো ওদের দেখি না...'

গলা খাঁকারি দিল জিমি। বোঝাই যাচ্ছে, ভদ্রমহিলা নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন, কথা বলার মানুষ পেয়ে তাই থামতে চাচ্ছেন না। মায়া লাগছে ওর, পারলে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েই যেত। কিন্তু ম্যানরে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

'ইয়ে...কিছু মনে করবেন না। আসলে আমার একটু তাড়া আছে...'

'তা তো বটেই... তা তো বটেই! বাচ্চা মানুষ... এখন তো ছোটাছুটি করারই বয়স তোমাদের। বুড়ো তো হয়ে গেছি আমি! যাক গে, কীসের জন্য এসেছ, বলো?'

'আমাদের পত্রিকাটা কফি পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ভাবছিলাম, যদি আপনার কাছে *"লণ্ডন টাইমস্"* পেপারটা থাকে আর পড়া হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কি একটু...'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' বললেন বৃদ্ধা। 'দাঁড়াও একটু, আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।'

ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বৃদ্ধা। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন পেপারসহ।

'এই নাও, বাছা।'

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ম্যা'ম,' বিনয়ের সঙ্গে বলল জিমি। 'পড়া শেষ হলে আবার দিয়ে যাচ্ছি এটা।'

'কোনও দরকার নেই,' হাসলেন বৃদ্ধা। 'আমার নাম মিসেস ব্র্যাডলি, প্যাট্রিশিয়াকে আমার শুভকামনা জানিয়ো।'

'নিশ্চয়ই জানাব,' বলে বিদায় নিল জিমি। কাগজটা বগলে গুঁজে ম্যানরের পথে ছুটল।

জ্যাকারি এখনও বাগানে ঘোরাফেরা করছে, তার চোখ এড়িয়ে জানালার নীচে পৌঁছে গেল ও, রিয়াকে ডাকল। শার্সি খুলে উঁকি দিল রিয়া, খুলে যাওয়া চাদরটা ঝোপের আড়াল থেকে বের করে বলের মত গোল করল জিমি, ছুঁড়ে দিল ওর কাছে।

ইশারাটা বুঝতে পারল রিয়া। পাকানো দড়িটা তুলে ফেলে চাদরটা আবার গিঁট দিয়ে জোড়া দিল ও, তারপর নামিয়ে দিল। পেপারটা প্যান্টের কোমরে গুঁজে তরতর করে ওপরে উঠে এল জিমি। মাঝে একবার থেমে লাইব্রেরির ভিতর উঁকি দিল, কিন্তু কামরাটা শূন্য।

'ব্যাপার কী?' জিজ্ঞেস করল রিয়া। 'চাদরটা খুলে গেছে... একেবারে *পপাত ধরণীতল* হয়ে গিয়েছিলে নাকি?'

'হাসছ?' জিমি ফুঁসে উঠল। 'হাড্ডিগুড্ডি যদি ভাঙত?'

'কী আর হত—তোমাকে সবাই কোমরভাঙা জিমি বলে ডাকত আর কী!' হেসে উঠল রিয়া।

'দ্যাখো, এসব নিয়ে মশকরা করবে না,' বলে দিল জিমি। 'এরকম রিস্কি একটা কাজ করলাম, তোমার তো উচিত আমার সাহসের প্রশংসা করা।'

'না ভাই, অনেক সাহস দেখিয়েছ তুমি! ধপাস করে মাটিতে পড়তে বুকের পাটা লাগে!'

'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' হাসি থামাল রিয়া। 'পেপারটা পেয়েছ?'

'তা পেয়েছি,' কোমর থেকে ভাঁজ করা পত্রিকাটা বের করল জিমি। 'সেই সঙ্গে আরও দুটো ব্যাপার খেয়াল করেছি যাবার পথে।'

'কী?'

'জ্যাকারি আবারও বাগানে ঘুরঘুর করছে,' জানাল জিমি। 'তাছাড়া লাইব্রেরিতেও কে যেন ঢুকেছিল। হতচ্ছাড়া চাদরটা খুলে যাওয়ায় চেহারাটা বুঝতে পারলাম না।'

'কী আর করবে... এখন পেপারটা খোলো।'

ভাঁজ খুলে পেপারটা বিছানার ওপর বিছালো জিমি, দুই বন্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়ল প্রথম পৃষ্ঠার ওপর। যা খুঁজছিল, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পেয়ে যেতেই চোখ কপালে উঠল ওদের।

'প্রতারক চক্রের সন্ধানে পুলিশ' শিরোনামে একটা প্রতিবেদনের সঙ্গে সার্ভেইলান্স ক্যামেরায় তোলা একটা ঝাপসা ছবি ছাপা হয়েছে। দুজন মানুষকে একটা ব্যাংক থেকে বেরুতে দেখা যাচ্ছে ছবিতে, প্রথমজন মোটাসোটা আকারের এক পুরুষ, তার সঙ্গে ছোটখাট গড়নের হাড় জিরজিরে এক মহিলা আছে। ছবিটার কোয়ালিটি খারাপ হলেও সাদৃশ্যটা সন্দেহাতীত।

'এ তো বয়েডদের ছবি!' সমস্বরে বলে উঠল দুই বন্ধু।

একটা ক্যাপশন আছে ছবির নীচে। তাতে লেখা:

"পলাতক প্রতারকজুটি: ছবিতে দু'জন কুখ্যাত প্রতারককে লিভারপুলের একটি ব্যাংক ত্যাগ করতে দেখা যাচ্ছে। অ্যাবনার ও ফ্রিডা বণ্ড ছদ্মনামধারী এই দুই প্রতারককে ঠগবাজি এবং অর্থ আত্মসাতের একাধিক অপরাধে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৬-এ।'

'মাই গড!' বলল জিমি। 'এ-ই তা হলে বদমাশদুটোর আসল পরিচয়? বেচারা অয়ন! খামোকাই লণ্ডনে ছোটাছুটি করতে গেছে। আমরা তো ওকে ছাড়াই রহস্যটা সমাধান করে ফেললাম।'

'ঠিক বলেছ,' রিয়ার মুখে হাসি। 'যখন জানতে পারবে যে বয়েডরা সমস্ত

কুকর্মের হোতা আর ব্যাপারটা ওর আগে আমরা দুজন বের করে ফেলেছি... অয়নের চেহারাটা যা হবে না!'

'কিন্তু...,' জিমির কণ্ঠে দ্বিধা। 'ওরাই যদি সবকিছুর পিছনে থাকে, তা হলে ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে কে? ভূতটার তুলনায় অ্যালান খুব বেশি মোটা, আবার ফেলিসিটি বেশি শুকনো।'

'কী বলছ যা-তা!'

'না, না, ব্যাপারটা সিরিয়াস,' জিমি বলল। 'ওরা দুজন যদি ভূত না সেজে থাকে, তা হলে...' ঢোক গিলল ও, 'অ্যানা পারিলদের ভূত সত্যি সত্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে ম্যানরে।'

যথাসময়ে লাঞ্চ সারল ওরা, বিকাল পাঁচটায় ডিনারের ডাক পড়ল, কিন্তু অয়ন আর ম্যাট তখনও ফেরেনি। অসুস্থতার অজুহাতে রুমে খাবার নিয়ে গেল রিয়া, আসল উদ্দেশ্য জানালা দিয়ে বাগানে জ্যাকারির ওপর নজর রাখা। খাবারের সময়টুকু ছাড়া বেশিরভাগ সময় ওখানেই কাটাচ্ছে লোকটা, কারণটা কী আল্লাহই জানে!

জিমি নজর রাখল বয়েডদের ওপর, কিছুক্ষণ পর পরই রুম থেকে বেরিয়ে সারা বাড়িতে চক্কর দিল, যদিও জামাই-বউকে খাবারের সময় ছাড়া একবারও চোখে পড়ল না। নিশ্চয়ই গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছে ঠগবাজদুটো, আন্দাজ করল ও।

ডিনারশেষে প্যাট্রিশিয়াকে সঙ্গ দিতে মনস্থির করল জিমি। অ্যালান আর ফেলিসিটিকে বিশ্বাস নেই, খোঁজাখুঁজি করেও গুপ্তধন পাচ্ছে না দেখে যদি মরিয়া হয়ে বাড়ির মালিককে আটক করে টাকা-পয়সা হাতানোর চেষ্টা করে?

রিয়া এখনও তার রুমে। প্যাট্রিশিয়ার সঙ্গে হলঘরে টিভি দেখতে বসল জিমি। বাইরে মেঘের গর্জন শোনা গেল। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে, ঘরের বাতির আলো কেঁপে উঠল কয়েকবার। খানিক পরেই অঝোর ধারায় বর্ষণ শুরু হলো।

'অয়ন আর ম্যাট এখনও তো ফিরল না,' উদ্বিগ্ন গলায় বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছে... অ্যাকসিডেন্ট করে যদি!'

'চিন্তা করবেন না,' জিমি অভয় দিল। 'সঙ্গে যখন অয়ন আছে, কিচ্ছু হবে না ওদের।'

মনে হলো চিন্তামুক্ত হয়েছেন, জিমির দিকে তাকিয়ে হাসলেন প্যাট্রিশিয়া। জানালার কাছে বৃষ্টির ঝাপটার আওয়াজ হচ্ছে, সেটা শুনতে শুনতে আগুনটা উস্কে দেয়ার জন্য পোকার নিয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোল জিমি, কিন্তু হাত বাড়ানোর আগেই থমকে গেল ও—ঘাড়ের লোম সর সর করে দাঁড়িয়ে গেছে।

বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আর্তনাদ বাড়ির ভিতরের নীরবতা খানখান করে দিল।

পনেরো

ম্যাকডোনাল্ড এস্টেট থেকে বেরিয়ে ঝড়ের বেগে লণ্ডনের দিকে ছুটছে সিলভার ক্লাউড।

'হঠাৎ ছবি ওয়াশ করাটা এত জরুরি হয়ে পড়ল কেন?' পাশে তাকিয়ে প্রশ্ন করল ম্যাট।

'ওয়াশ করাটা প্রথম ধাপ,' জানাল অয়ন, সময় সময় জটিল আর রাশভারি কথা বলাটা ওর অভ্যাস। 'তারপর আরও কাজ আছে আমাদের।'

'প্রথম স্টপেজটা কোথায় হবে?'

'ভাল দেখে একটা ছবির দোকানে থামুন,' বলল অয়ন। 'এমন কোথাও, যেখানে খুব কম সময়ে ফিল্ম ডেভেলপ আর প্রিন্ট করা যায়।'

ম্যানর ছেড়ে বেরুনোর একঘণ্টা পর ক্যামডেনে পৌঁছুল ওরা, রাস্তার পাশে একটা ফটোশপের সামনে গাড়ি থামাল ম্যাট। সাইনবোর্ডে লেখা:

"ওয়ান-আওয়ার ফটো"

'এক ঘণ্টা লাগবে ছবি ওয়াশ করতে,' বলল ম্যাট। 'ততক্ষণ এভাবে রাস্তার ওপর রাখা যাবে না গাড়িটা।'

'আপনি পার্কিঙের ব্যবস্থা করুন,' দরজা খুলে নামতে নামতে বলল অয়ন। 'আমি ফিল্মটা ডেভেলপের জন্য দিচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি নিয়ে কার পার্কের খোঁজে চলে গেল ম্যাট। অয়ন ঢুকল দোকানে।

সাইনবোর্ডে এক ঘণ্টার কথা বলা হলেও পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই ডেভেলপ করা ছবিগুলো ডেলিভারি দিল দোকানি। একটা বড় খামে ভরে আট বাই দশ ইঞ্চি ছবিগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল অয়ন আর ম্যাট।

'এবার কী?' জানতে চাইল ম্যাট।

'টেলিফোন করব,' বলল অয়ন। 'লং ডিসটেন্স কল। চলুন।'

একটা ফোন বুদে এসে ঢুকল ওরা। পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে স্লটে ঢোকাল অয়ন, রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

'কোথায় ফোন করছ?' জানতে চাইল ম্যাট।

'লস অ্যাঞ্জেলেসে,' জানাল অয়ন।

অ্যামেরিকায় এখনও ভোরের আলো ফোটেনি ঠিকমত, নিশ্চয়ই কাঙ্ক্ষিত ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন। রিসিভার তোলার আগে বেশ কিছুক্ষণ রিং হলো ওপাশে।

'হ্যালো!' ঘুমজড়িত কণ্ঠ শোনা গেল অপর প্রান্তে।

'করবিন আঙ্কেল, আমি অয়ন বলছি।'

'অয়ন! কোত্থেকে বলছ?'

'লণ্ডন থেকে, আঙ্কেল।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনার কাছে একটা সাহায্যের জন্য ফোন করেছি, আঙ্কেল।'

'তা তো বুঝতেই পারছি। নইলে কি আর সাত-সকালে সুদূর ইংল্যাণ্ড থেকে অয়ন হোসেন আমাকে ফোন করে?' হাসলেন করবিন।

'আপনার ওখানে সাত-সকাল হতে পারে, আমাদের এখানে কিন্তু বেলা চড়ে গেছে। টাইম-জোনের পার্থক্যের কথা নিশ্চয়ই জানেন...'

'বুঝেছি, বুঝেছি,' তাড়াতাড়ি বললেন করবিন। 'কী করতে পারি, তা-ই বলো।'

'একটা কেস নিয়ে কাজ করছি, জানেনই তো! কয়েকজন সাসপেক্ট আছে আমাদের হাতে, ওদের ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করতে চাই।'

'ছবি আছে?'

'আছে।'

'হুঁ, এখানে থাকলে তো কোনও সমস্যাই ছিল না, আমি নিজে করে দিতাম। কিন্তু তোমরা বসে আছ সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে...'

'ছবিগুলো স্ক্যান করে আপনার ঠিকানায় ই-মেইল করে দিতে পারি,' জানাল অয়ন।

'তার কোনও দরকার নেই,' বললেন করবিন। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যেতে পারবে?'

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হচ্ছে লণ্ডনের মেট্রোপলিটান পুলিশের হেডকোয়ার্টার, জানা আছে অয়নের। ম্যাটের সঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা করে করবিনকে জানাল, যেতে পারবে।

'ভেরি গুড,' বললেন করবিন। 'ওখানে আমার এক বন্ধু আছে, ডিটেকটিভ গ্যারেথ শেলডন। হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। আমি এখুনি ফোন করে দিচ্ছি, তোমরা গিয়ে দেখা করো। আশা করি সবরকম সাহায্য পাবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, আঙ্কেল।'

'ইউ আর ওয়েলকাম। রিয়া আছে তোমার পাশে?'

'না, ওকে আর জিমিকে রেখে আসতে হয়েছে।'

'ঠিক আছে, দুজনকেই আমার আদর দিয়ো।'

'নিশ্চয়ই।'

বিদায় নিয়ে রিসিভার রেখে দিল অয়ন।

'কার সঙ্গে কথা বললে?' জানতে চাইল ম্যাট।

'রিয়ার মামা—লেফটেন্যান্ট জন করবিন। লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ডিটেকটিভ উনি।'

'এতক্ষণে বুঝলাম তোমার মতলব,' বলল ম্যাট। 'ম্যানরের সবার ব্যাপারে খোঁজ নিতে চাচ্ছ তুমি!'

'ঠিক ধরেছেন,' অয়ন হাসল। 'বিশেষ করে অ্যালান আর ফেলিসিটির ব্যাপারে আমার মনে ঘোরতর সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।'

'এখন তা হলে কোথায় যাব আমরা?'

'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। ডিটেকটিভ শেলডনের সঙ্গে দেখা করতে।'

টেমস্ নদীর পারে, হাউস অভ পার্লামেন্টের উল্টোদিকে অবস্থিত লণ্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশ হেডকোয়ার্টার বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড। আদতে স্কটল্যাণ্ডে নয় ওটা; তারপরও কেন এই নাম, তার পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

আগের আমলে স্কটিশ রাজপরিবারের সদস্যরা লণ্ডনে এলে অস্থায়ী নিবাস হিসেবে যে প্রাসাদে উঠতেন, তার ঠিক পাশেই ১৮২৯ সালে লণ্ডন পুলিশ গঠিত হবার পর তাদের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। প্রাসাদের কারণে জায়গাটাকে লোকে এমনিতেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ডাকত, কালের প্রবাহে নামটা হয়ে গেল হেডকোয়ার্টার এবং লণ্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশের। এখন অবশ্য হেডকোয়ার্টারটা আগের জায়গায় নেই, ১৮৯০ সালে স্থানান্তর করা হয়েছে। দ্বিতীয় দফা জায়গা বদল করা হয়েছে ১৯৬৭ সালে, তখন থেকে বর্তমান জায়গায় আছে এটা। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড নামটা পরিবর্তন হয়নি তাও, আজও রয়ে গেছে সেই আগের মত।

গাড়ি পার্ক করে ইয়ার্ডের বিশতলা উঁচু দালানে ঢুকল অয়ন আর ম্যাট। রিসেপশনে ওদের পরিচয় আর উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলো। পাসপোর্টটা সঙ্গেই ছিল, দেখিয়ে ডিটেকটিভ শেলডনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা জানাল অয়ন। অপেক্ষা কক্ষে মিনিট পনেরো বসতে হলো ওদের, তারপর একজন কনস্টেবল এসে আটতলায় হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গেল দুজনকে।

কাঁচঘেরা একটা অফিসে ঢুকল ওরা, ডেস্ক টেবিলে এক সুদর্শন ডিটেকটিভ বসে আছেন। চোখদুটো ভারি মায়াভরা, নাকের নীচে মানানসই গোঁফ, মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করে রেখেছেন। হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, 'বোসো তোমরা। অয়ন কে?'

'আমি,' বলল অয়ন। 'করবিন আঙ্কেল ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, এই তো... কিছুক্ষণ আগেই। তোমার সঙ্গে কে?'

'ম্যাথিউ হকিন্স, সার,' বিনয় দেখাল ম্যাট।

'সার-টার বলতে হবে না,' বললেন শেলডন। 'জন আমার বন্ধু, ওকে যদি আঙ্কেল ডাকো, আমাকেও ডাকবে।'

'ঠিক আছে, আঙ্কেল,' হেসে সম্মতি দিল অয়ন।

'জন তোমাদের খুব প্রশংসা করল, তুখোড় গোয়েন্দা বলল। হঠাৎ ইংল্যাণ্ডে কী করছ?'

'একটা কেসের ব্যাপারে এসেছি, আঙ্কেল। রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের লুকানো গুপ্তধন খুঁজছি।'

'রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের লুকানো গুপ্তধন... কার কথা বলছ? আমাদের বিখ্যাত পরিচালকের কথা?'

'জী।'

'মাই গড! গুপ্তধন মানে?'

'ওয়াটফোর্ডে ওঁর ম্যানরে লুকানো আছে অমূল্য কিছু একটা। লম্বা গল্প, আপনাকে শোনাব খানিক পরে। তার আগে কয়েকজন সাসপেক্টের ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করে দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই। নাম-ঠিকানা আর ছবি আছে?'

'এই নিন,' টেবিলের ওপর ছবির খামটা ঠেলে দিল অয়ন।

ইন্টারকমের রিসিভার তুলে নিলেন শেলডন। বললেন, 'সার্চ শুরু করিয়ে দিচ্ছি এখনই। তারপর শুনব তোমাদের গল্প। রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড আর গুপ্তধন—আমার তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা দারুণ ইন্টারেস্টিং হবে!'

ষোলো

রোমহর্ষক চিৎকারটা শুনে হাত থেকে পোকার খসে পড়ল জিমির।

'মেরিলিনের গলা না?' আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন প্যাট্রিশিয়া।

'আসুন দেখি!' বলে ছুট লাগাল জিমি।

এক দৌড়ে হলওয়ে পার হয়ে কিচেনে ঢুকল ও, হাপরের মত বুক ওঠানামা করছে। ভূতটাকে দেখার আশায় চারপাশে তাকাল, কিন্তু নেই ওটা। মেরিলিন ক্রম্পটনকে দেখতে পেল এবার—অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে বেচারি। ডাক্তার বাবা-মায়ের সুবাদে ছোটখাট ডাক্তারি জানা আছে ওর, তাড়াতাড়ি পাশে বসে মেইডকে পরীক্ষা করল, তারপর পালস দেখল।

প্যাট্রিশিয়া পৌঁছেছেন রান্নাঘরে, ভিতরে পা রেখে আঁতকে উঠলেন।

'হা ঈশ্বর! কী হয়েছে ওর?'

'তেমন মারাত্মক কিছু নয়,' বলল জিমি। 'শুধু বেহুঁশ হয়ে গেছে।'

অজ্ঞান মেইডের হাত দুটো মালিশ করতে শুরু করল ও। একটা গোঙানি বেরুল মেরিলিনের গলা দিয়ে, তবে জ্ঞান ফিরল না।

এই সময় সময় কিচেনে ঢুকল রিয়া। জানতে চাইল, 'চিৎকার করল কে?' পরমুহূর্তেই ফ্লোরে পড়ে থাকা মেইডকে দেখতে পেল। 'এ কী! কী হয়েছে মেরিলিনের?'

'কী জানি!' ক্লান্ত গলায় বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'ভয় পেয়েছে বোধহয়। অজ্ঞান হয়ে গেছে।' ভদ্রমহিলার শরীর কাঁপছে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো দারুণভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে তাঁর নার্ভের ওপর।

রিয়া বলল, 'ম্যা'ম, আপনার নিজের অবস্থাও তো ভাল দেখছি না। বসুন এখানে,' একটা চেয়ার টেনে দিল ও। 'আমি আপনাকে কফি বানিয়ে দিচ্ছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, রিয়া,' চেয়ারে বসে কৃতজ্ঞতা জানালেন প্যাট্রিশিয়া।

কাবার্ড থেকে কফির বয়াম বের করল রিয়া। ঠিক তখুনি কিচেনে ঢুকল বয়েড দম্পতি, সঙ্গে জ্যাকারি—বৃষ্টিতে ভিজে সারা শরীর চুপচুপে হয়ে গেছে তার।

'হচ্ছেটা কী এখানে!' খেঁকিয়ে উঠল অ্যালান। 'চিৎকার দিচ্ছে কোন্ গাধা?'

'ভদ্রভাবে কথা বলুন, মি. বয়েড!' কড়া গলায় বলল রিয়া। 'খামোকা কেউ চিৎকার দেয় না। মেরিলিন অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

'হায়! হায়! বলে কী?' উদ্বিগ্ন গলায় বলল জ্যাকারি। তাড়াতাড়ি গিয়ে বসল মেইডের পাশে। 'তুমি ঠিক আছ তো, মেরিলিন? কোথাও ব্যথা লাগেনি তো?' তার গলায় নির্ভেজাল আবেগ।

জিমির শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে আসছে মেরিলিনের, ধরাধরি করে তাকে উঠে বসতে সাহায্য করল জ্যাকারি। চোখ পিটপিট করল বেচারি, যেন কিছু বুঝতে পারছে না।

'মাই গুডনেস!' বলল মেরিলিন। 'আমি মেঝেতে কেন?'

'তুমি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে, মেরিলিন,' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'এখন কেমন বোধ করছ? কোথাও লেগেছে?'

মাথার পিছনদিকে হাত দিল মেইড, বলল, 'কীসের সঙ্গে যেন বাড়ি খেয়েছি, তবে সিরিয়াস কিছু না...' বলতে বলতে থমকে গেল সে, চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটল। ঝট করে উঠে দাঁড়াল সে। 'আমার...আমার সব মনে পড়েছে!'

'কী মনে পড়েছে?' জানতে চাইল জিমি।

কাঁপা কাঁপা হাতে সেলারের দরজা দেখাল মেরিলিন। বলল, 'ওখানে... ওই দরজাটার ওপাশে অ্যানা পারিলদকে দেখতে পেয়েছি আমি! আচারের নতুন একটা বয়াম আনতে নীচে যাচ্ছিলাম, দরজা খুলতেই সিঁড়ির গোড়ায় দেখতে পেলাম ওকে। সারা শরীর জ্বলজ্বল করছিল... হাতে একটা ফাঁসও ছিল!'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল জিমি আর রিয়া, তারপর তাকাল প্যাট্রিশিয়ার দিকে. ভদ্রমহিলা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছেন ঘটনাটা শুনে।

'আমি সবাইকে আগেই সাবধান করেছিলাম!' খ্যাপাটে গলায় বলল জ্যাকারি। 'কেউ আমার কথা বিশ্বাস করোনি! সব নাকি আমার চোখের ভুল, সব নাকি আমার

পাগলামি... এবার হলো তো শিক্ষা? বেচারি মেরিলিন মাঝখান থেকে কী ভয়টাই না পেল!'

পরক্ষণেই বয়েডদের দিকে ফিরল সে। সন্দিহান কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এসব তোমাদের কীর্তি না তো? যদি সেরকম কোনও প্রমাণ পাই, তা হলে এই ছড়ি দিয়ে পিটিয়ে আলুর দম বানাব বলে দিচ্ছি!' ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ছড়িটা নাড়াল সে।

'জ্যাকারি!' শাসনের ভঙ্গিতে ডাকলেন প্যাট্রিশিয়া।

'এই লোক সত্যি পাগল!' বলে উঠল ফেলিসিটি। 'কী সব আবোল-তাবোল বকছে!'

'আমি কোনও আবোল-তাবোল বকছি না,' বলল জ্যাকারি। 'অ্যানা পারিলদ এ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায় ঠিকই, কিন্তু তোমরা আসার আগে তো কখনও ওর চেহারা দেখিনি! কাউকে ভয় দেখায় বলেও শুনিনি। এখন হঠাৎ শুরু করল কেন?'

'মুখ সামলে কথা বলো!' রাগে গরগর করে উঠল অ্যালান। 'আমাদের নামে উল্টোপাল্টা কথা বললে আমি কিন্তু সহ্য করব না!'

'আমারও সহ্যের সীমা আছে,' বলল জ্যাকারি, শার্টের হাতা গুটাতে শুরু করেছে। 'এসো, পুরুষমানুষের মতই মীমাংসা করি ব্যাপারটার!'

সকৌতুকে বিবাদমান দুই পক্ষের দিকে তাকাল জিমি আর রিয়া। দেখা যাক লড়াইটা হয় কি না!

রুমাল বের করে কপাল মুছল অ্যালান। বলল, 'তুমি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ? আমি খাঁটি স্কটিশ বংশের মানুষ, আমাকে ভয় দেখানো অত সোজা না।'

'ভয় না পেলে লড়ো আমার সঙ্গে!' হুঙ্কার ছাড়ল জ্যাকারি।

ঠিক তক্ষুণি দরজার কাছ থেকে একটা ধমক ভেসে এল।

'খবরদার! মারামারি করে এ বাড়ির মান-মর্যাদার অবমাননা করবেন না!'

'লিয়াম!' ফুঁপিয়ে উঠে স্বামীর কাছে ছুটে গেল মেরিলিন। 'ভূতটা... এসেছিল এখানে! আমি নিজে চোখে দেখেছি ওটাকে।'

স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল বাটলার। লোকটার সারা শরীর ভেজা, দেখতে পেল রিয়া, সম্ভবত বৃষ্টির মধ্যে কটেজ থেকে ম্যানরে এসেছে বলেই।

বাইরে বজ্রপাতের পিলে চমকানো আওয়াজ হলো, তাতে ভয় পেয়ে স্বামীকে জোরে আঁকড়ে ধরল মেরিলিন। তার পিঠে হাত রেখে লিয়াম বলল, 'শান্ত হও, আমি এসে গেছি! কোনও ভয় নেই তোমার। মাথায় খুব লেগেছে, তাই না? চলো, ঘরে গিয়ে শোবে। আমি বরফপট্টি লাগিয়ে দেব, ব্যথাটা একদম থাকবে না।'

'আমি যেতে পারি, ম্যাডাম?' অনুমতি চাইল মেরিলিন। 'শরীর আর মনের যে অবস্থা... আজ আর কোনও কাজ করতে পারব না।'

'যাও তুমি,' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'একটা রাতই তো! আমরা সামলে নিতে পারব।'

স্বামীর কাঁধে ভর দিয়ে চলে গেল মেরিলিন। বয়েডদের দিকে শেষ একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে জ্যাকারিও বেরিয়ে গেল।

'ওই পাগলটাকে কিন্তু আমি ছাড়ব না,' প্যাট্রিশিয়াকে বলল অ্যালান, তারপর স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে।

'মনে হচ্ছে পাগলই হয়ে যাব,' জিমি আর রিয়ার দিকে তাকিয়ে করুণ গলায় বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'কাঁহাতক আর এসব সহ্য হয়, বলো?'

সদ্য বানানো কফি কাপে ঢেলে তাঁর সামনে রাখল রিয়া। বলল, 'আমাদের ওপর আস্থা রাখুন, ম্যা'ম। রহস্যটা সমাধান হয়ে এসেছে প্রায়। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য এসেছে আমাদের হাতে।'

'কীসের কথা বলছ?'

পকেট থেকে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাটা বের করে দেখাল রিয়া। চোখ কপালে তুললেন প্যাট্রিশিয়া।

'কী সর্বনাশ! এরা... এরা জোচ্চোর? এক্ষুণি পুলিশে খবর দিয়ে এদের ধরিয়ে দেব আমি!'

ঠিক তখনই দরজায় আওয়াজ হলো। চোখ তুলে একটা বড় খামহাতে অয়ন আর ম্যাটকে কিচেনে ঢুকতে দেখল ওরা—দু'জনেই ভিজে চুপসে গেছে, পায়ে কোনও জুতো-মোজা নেই।

'একি অবস্থা তোমাদের!' প্যাট্রিশিয়া বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলেন। 'হয়েছেটা কী?'

'কিচ্ছু না, প্যাটিখালা,' তাঁকে আশ্বস্ত করল ম্যাট। 'আমরা ভালই আছি। সত্যি বলতে কী, ভালর চেয়েও বেশি। রহস্যটা সমাধান করে ফেলেছে অয়ন। আমরা জানি, কে এই বাড়িতে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছে। এটাও জানি, ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে কে।'

লাফ দিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল জিমি। বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান। রহস্যটা অয়নের আগে আমি আর রিয়াই সমাধান করেছি। এমন জিনিস জেনেছি, যেটা কেউ কল্পনাই করেনি!'

'কী জেনেছিস?' মুচকি হাসল অয়ন। 'অ্যালান আর ফেলিসিটি ঠগবাজ, ওদের পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই তো?'

মুখ কালো করে ফেলল জিমি। বলল, 'তুই জানলি কীভাবে? নিশ্চয়ই পত্রিকাটা দেখে এসেছিস।'

'পত্রিকা দেখার সময়ই পাইনি,' জানাল অয়ন। 'আমি আর ম্যাট আরও জরুরি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

'খামের মধ্যে কী?' জানতে চাইল রিয়া।

'মাই ডিয়ার ভিক্টোরিয়া,' নাটুকে ভঙ্গিতে জিনিসটা নাড়াল অয়ন। 'এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমাদের রহস্যের চাবিকাঠি!'

সতেরো

'কী বলছ তুমি, অয়ন?' প্রশ্ন করলেন প্যাট্রিশিয়া। 'বয়েডরাই তো সবকিছুর মূলে, তা-ই না? নাকি অন্য কিছু ভাবছ?'

'এখুনি কোনও মন্তব্য করা উচিত হবে না,' অয়ন বলল। 'আমার হাতে কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। তবে তা জোগাড় করা যাবে।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল জিমি।

ফলের ঝুড়ি থেকে একটা আপেল তুলে ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে কামড় বসাল অয়ন। চাবাতে চাবাতে বলল, 'বাড়ির সবাইকে একত্র করতে হবে। তা হলেই আমাদের নকল ভূতের মুখোশ উন্মোচন করা সম্ভব। জিমি, পিয়া, সবাইকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে লাইব্রেরিতে আসতে খবর দাও।'

'অন্তত তোমাদের জুতো-মোজার কী হয়েছে, সেটা তো বলবে!' প্যাট্রিশিয়া জানতে চাইলেন।

'কিছুই হয়নি,' ম্যাট বলল। 'কাদা লেগে ময়লা হয়ে গেছে বলে খুলে রেখে এসেছি।'

'কাদা লাগল কীভাবে?'

'সবাই আসুক, তারপর খুলে বলব,' রহস্য করল অয়ন। 'আমি আর ম্যাট এই ফাঁকে জামা বদলে আসি।'

মিনিট দশেক পর শুকনো কাপড় পরে হাজির হলো ওরা, অয়নের এক হাতে আধখাওয়া আপেলটা, অন্য হাতে লণ্ডন থেকে আনা খামটা রয়েছে। লাইব্রেরিতে ইতোমধ্যে জমায়েত হয়েছে সবাই—মেরিলিন বাদে। সে শুয়ে পড়েছে, শরীর ভাল না।

'অসুবিধে নেই,' অয়ন বলল। 'ওঁকে লাগবে না।'

'হঠাৎ এত জরুরি মিটিং ডাকা হয়েছে কেন, জানতে পারি?' অ্যালান বয়েড বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করল।

'একটু ধৈর্য ধরুন,' বলল অয়ন। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই সব জানতে পারবেন।'

'বেচারি মেরিলিনকে একা রেখে আসা বোধহয় উচিত হয়নি,' বলল জ্যাকারি। 'আবার যদি ভয় পায়!'

'ভয় পাবার কোনও কারণ দেখছি না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'উনি বেশ নিরাপদেই আছেন।'

অলসভাবে হাত দিয়ে গ্লোবটা ঘোরাচ্ছিল লিয়াম। ওর কথা শুনে বলল, 'কী

বলছেন, মাস্টার অয়ন! ওকে তো নিয়ে আসাই উচিত!'

'দরকার নেই,' অয়ন হাসল। 'ওঁকে ভয় দেখাবে কে? ভূতটা যে এ-কামরাতেই আছে!'

কথাটা শুনে চমকে উঠল সবাই। এমনভাবে চারপাশে তাকাতে থাকল, যেন অ্যানা পারিলদের আত্মাটাকে দেখতে পাবে। পরিবেশটার সঙ্গে মানানসই হবার জন্যই যেন বিকট শব্দে বাইরে একটা বজ্রপাত হলো, সেই আওয়াজে কেঁপে উঠল মানুষগুলো। লাইব্রেরির বাতি নিভু নিভু হতে গিয়ে আবার জ্বলে উঠল।

অয়নকে দেখে মনে হলো, সবচেয়ে বেশি ভয় ও-ই পেয়েছে। হাত থেকে আপেলটা পড়ে গেছে ওর, গড়িয়ে গিয়ে লিয়ামের পায়ের কাছে থেমেছে।

'সরি!' বিব্রত ভঙ্গিতে ফলটা তুলে নিয়ে বলল ও। 'আমি আসলে অল্পতেই চমকে উঠি।'

'এই ছোকরা!' অ্যালান মনে হলো বিরক্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। 'কেন ডেকেছ, বলছ না কেন? আমি কিন্তু এসব নাটক পছন্দ করি না। জলদি কথা বলো, নইলে চলে যাচ্ছি কিন্তু!'

'বলছি,' বলল অয়ন। 'ব্যাপারটা আসলে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের ধাঁধার শেষ সূত্র প্রসঙ্গে। *হিডেন ট্রেজারস্* গানটার কথা বলছি। কথাগুলো আশা করি মনে আছে সবার—*টাইম হ্যাজ স্টুড স্টিল উইদাউট ইউ, আই অ্যাম লাইক অ্যাডাম উইদাউট অ্যান ইভ, আই উইল গো অন সার্চিং দ্য ইউনিভার্স, আনটিল আই হ্যাভ বারিড হোয়াট আই গ্রীভ।*'

'ওটা কি ভোলা যায়?' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'কিন্তু বাবার চিঠি বলছে, কথাগুলোর সঠিক অর্থ বের করতে পারিনি আমরা।'

'তখন অবশ্য ভুল করেছিলাম,' অয়ন স্বীকার করল। 'তবে এখন ওটার অর্থ ধরে ফেলেছি আমি।'

'অর্থটা কী?' সাগ্রহে জানতে চাইল রিয়া।

'প্রথমটুকু ঠিকই আছে। নষ্ট একটা ঘড়িই খুঁজতে হবে আমাদের। পরের লাইনে ঘড়িটা কোথায় পাওয়া যাবে—সেটা বলা হয়েছে।'

'কোথায়?'

'আদম আর ইভ কোথায় বাস করত?' মুচকি হেসে প্রশ্ন করল অয়ন।

'আমি জানি!' হাত তুলল জিমি। 'ইডেনের বাগানে।'

'ঠিক বলেছিস,' অয়ন বলল। 'প্রথম লাইনে নষ্ট ঘড়ির কথা বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় লাইন অনুসারে সেটা খুঁজতে হবে বাগানে।'

'বাগানে আবার ঘড়ি থাকে নাকি?' প্যাট্রিশিয়া অবাক। 'যদি লাগানোও হয়, তা হলে তো ঝড়-বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের বাগানে অন্তত তেমন কোনও ঘড়ি নেই।'

'আছে, ম্যা'ম,' অয়ন হাসছে। 'এমন একটা ঘড়ি, যেটা ঝড়-বৃষ্টিতে নষ্ট হয়

না। কারণ ওটা লোহা বা অন্য কোনও ধাতুর তৈরি না, মার্বেল পাথরের তৈরি!'

'ও মাই গড!' মুখে হাত দিল জ্যাকারি। 'আমি বুঝতে পেরেছি... রবার্টচাচা বাগানের সানডায়ালটার কথা বলছে। ওটা একটা ঘড়িই তো বটে—সূর্যঘড়ি!'

'জিনিসটা অচলও,' যোগ করল লিয়াম। 'ডায়ালের ওপর ছায়া পড়ার জন্য যে লোহার ত্রিভূজটা থাকার কথা, সেটা ভেঙে গেছে বহুদিন আগে।'

জানালার কাছে ছুটে গেল জ্যাকারি আর বয়েডরা, পিছু পিছু অন্যেরা ভিড় করল। ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে বাগানটার দিকে তাকাল সবাই, যেন এক্ষুণি গুপ্তধন দেখতে পাবে।

'নাহ্, অন্ধকারের জন্য কিছু বোঝা যাচ্ছে না,' বলল জ্যাকারি। 'বাইরে গিয়েই দেখতে হবে।'

'তাড়াহুড়োর দরকার নেই,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'আগে এটা তো বের করি—ওখানে কে মাটি খুঁড়েছে?'

যেন বোমা ফাটিয়েছে, এমনভাবে চমকে উঠল সবাই।

'তার মানে?' চোখ বড় বড় করে জানতে চাইলেন প্যাট্রিশিয়া।

'মানে হচ্ছে, শুধু আমরা না, ঘড়িটার খোঁজ আমাদের অচেনা প্রতিপক্ষও পেয়ে গেছে। গুপ্তধনটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছে সে।'

'তা কী করে সম্ভব?' জিমি চোখ কপালে তুলল।

'কঠিন কিছু তো নয়,' অয়ন বলল। 'প্যাটার্নটা ধরতে পারলে গানের কথার অর্থ বের করা পানির মত সহজ একটা কাজ। প্রথম লাইনে সূর্যঘড়ি, দ্বিতীয় লাইনে বাগান আর শেষ দুই লাইনে গুপ্তধনটা যে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে—সেটা বলা হয়েছে।'

'মাটি খোঁড়া হয়েছে বলছ?' রিয়া বলল। 'অসম্ভব! এ হতেই পারে না। আজ সারাদিন বাগানের ওপর নজর রেখেছি আমি। সানডায়ালের আশপাশে কাউকে মাটি খুঁড়তে দেখিনি।'

'তুমি যখন নজর রাখছিলে না, তখন খোঁড়া হয়েছে। সত্যি বলতে কী... কেউই যখন নজর রাখছিল না, তখন খোঁড়া হয়েছে!'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?'

'খুব সহজ। ডাইভারশন সৃষ্টি করে সবার নজর ফেরানো হয়েছে। তারপর সারা হয়েছে কাজটা।'

'মেরিলিন!' চেঁচিয়ে উঠল রিয়া। 'ও সবার নজর ফিরিয়েছে! অজ্ঞান হবার ভান করেছে!'

'অযথা আমার স্ত্রীকে দোষারোপ করা হচ্ছে, ম্যাডাম!' লিয়াম প্রতিবাদ করল। 'ও এসবের কিচ্ছু জানে না।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল অয়ন। 'ভান করেননি, সত্যিই ভয় পেয়েছেন তিনি। তবে তাঁকে ভয় দেখানো হয়েছে।'

'কে দেখিয়েছে ভয়?' জানতে চাইলেন প্যাট্রিশিয়া।

'এমন কেউ, যে ভূত দেখা যাওয়ার সময়ে একবারও আশপাশে ছিল না। এমন একজন, যে এ বাড়ির প্রতিটা ইঞ্চি হাতের তালুর মত চেনে।'

'বয়েডরা!' রাগী গলায় বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'ওরাই ঘটাচ্ছে এসব। ওরাই সবাইকে ভূতের ভয় দেখিয়ে বাড়িছাড়া করার চেষ্টা করছে, যাতে নিজেরা গুপ্তধন খুঁজে বের করতে পারে।'

'কী বলছ এসব?' রাগে ফেটে পড়তে যাচ্ছে অ্যালান। 'আমরা...আমরা ভূত সেজে তোমাদের ভয় দেখিয়ে বেড়াচ্ছি? ভেবেছ কী... আমাদের মাথায় ছিট আছে?'

ফেলিসিটির মুখও লাল হয়ে গেছে। বলল, 'বাইরের লোকের কথায় আমাদের খামোকাই সন্দেহ করছ তুমি, প্যাট্রিশিয়া। হাজার হোক, আমরা তোমার আত্মীয়—তা যত দূর সম্পর্কেরই হোক না কেন!'

'কীসের আত্মীয়?' বলে উঠল রিয়া। 'আমরা সব জানি। পেপারটা দেখেছি আমরা।'

বাকরুদ্ধ হয়ে গেল অ্যালান, নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথার চুল ঠিক করল সে। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'ক্...কীসের প্...পেপার? আ...আমি বুঝতে প্...পারছি না।'

কফি টেবিলের ওপর *লণ্ডন টাইমসের* প্রথম পাতাটা ছুঁড়ে দিল রিয়া, যাতে সবাই দেখতে পায়। বলল, 'এটার কথা বলছি, মি. অ্যাবনার বণ্ড! সকালে কফি ঢেলে নষ্ট করে দিয়েছিলেন, কেউ টের না পায় যাতে! কিন্তু পেপারে একটা জিনিস এসে যাবার সমস্যা হলো, সেটার কয়েক লাখ কপি ছাপা হয়ে যায়। ক'টা আর নষ্ট করবেন, বলুন?'

'এ...এসব ষড়যন্ত্র!' ফেলিসিটি চেঁচিয়ে উঠল। 'ওটা মোটেই আমাদের ছবি নয়! যেরকম ঝাপসা... যে কেউ হতে পারে!'

'আসুন, তা হলে পুলিশ ডেকে ফয়সালা করি সন্দেহটা,' বলল রিয়া।

'থামো তুমি!' বউকে ধমক দিল অ্যালান, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে। টেনে নিজের কোটটা ঠিকঠাক করল সে, মাথার চুলে হাত বোলাল বার দুয়েক, তারপর রিয়াকে বলল, 'এই ছবি দিয়ে কিচ্ছু প্রমাণ হয় না, মেয়ে! আমরাই যে এ দুজন—তার কোনও প্রমাণ নেই তোমাদের কাছে। তা ছাড়া আমরা এ-বাড়িতে কোনও অপরাধও করিনি। ভূত সাজার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কি ছোট বাচ্চা নাকি যে, ভূত সেজে মানুষকে ভয় দেখাব? কী অদ্ভুত কথাবার্তা!'

বাইরে মেঘ গুড়গুড় করে উঠল, তারপর আরেকবার বজ্রপাত হলো। ভোল্টেজ ওঠানামা করল আরেক দফা।

শব্দটা মিলিয়ে যেতেই সরব হলো অয়ন। শান্ত গলায় ও বলল, 'মিস্টার বয়েডের কথার সঙ্গে আমি একমত। আমিও মনে করি না ওঁদের দু'জনের কেউ ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছেন।'

'কী!' বিস্মিত হলেন প্যাট্রিশিয়া। 'ওরা ভয় দেখাচ্ছে না? তা হলে... তা হলে কে এসবের পিছনে?'

অয়ন জবাবটা দেয়ার আগেই মুখ খুলল জিমি। বলল, 'আমি বোধহয় ধারণা করতে পারি।'

'ব্যাপারটা কী?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল রিয়া। 'একসঙ্গে তদন্ত করলাম, অথচ আমিই দেখি অন্ধকারে!'

'বল জিমি,' হাসল অয়ন। 'বলে দে, ভূতটা কে?'

আঙুল তুলল জিমি। 'আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে নাটের গুরু হচ্ছে আমাদের বাটলার—লিয়াম!'

আঠারো

যেন বোম ফেটেছে ঘরের ভিতর, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সবাই। বোলতার কামড় খাওয়ার মত লাফ দিয়ে উঠল লিয়াম। চিৎকার করে বলল, 'এসবের মানে কী? আমাকে কেন দোষারোপ করা হচ্ছে? যার নুন খেয়েছি, তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব—এত বড় নিমকহারাম নই আমি!'

'অয়ন? জিমি?' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'তোমাদের কোনও ভুল হচ্ছে না তো?'

'কোনও ভুল নেই,' বলল অয়ন। 'যতটা বলল, তার চেয়ে অনেক বেশি নিমকহারামি শুরু থেকেই করছে লিয়াম।'

'আমি জানতাম, এমন কিছুই হবে,' বলে উঠল জ্যাকারি। 'যেদিন প্রথম দেখেছি, তখন থেকেই ওকে আমার সুবিধের লোক মনে হয়নি। শুরু থেকে নিজের স্বার্থে বেচারি মেরিলিনকে ব্যবহার করছে ও।'

'এত বড় অপমান সহ্য করব না,' রাগী গলায় বলল লিয়াম। 'ম্যাডাম, এক্ষুণি আমি ইস্তফা দিচ্ছি!'

'ইস্তফা দেবার আগে এটা দেখে যান,' বলল অয়ন। খাম থেকে আট বাই দশ ইঞ্চি ছবিগুলো বের করল। সবাইকে দেখানোর জন্য সেগুলো টেবিলের ওপর রাখল।

'এগুলো সব আমি আজ সকালে তুলেছি,' বলল ও। 'লণ্ডনে গিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম ছবিগুলো। রিয়ার মামার এক বন্ধু আছেন সেখানে, তাঁর সাহায্য নিয়ে ইন্টারপোলের ডাটাবেজ থেকে আপনাদের সবার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। স্বীকার করতে দোষ নেই, বয়েড দম্পতি আর মি. জ্যাকারির প্রতিই আমার বেশি আগ্রহ ছিল। কিন্তু লিয়ামের ছবিটাই যে শেষ পর্যন্ত জ্যাকপটে পরিণত

হবে, তা আমি কল্পনাও করিনি।'

'মানে!' প্যাট্রিশিয়া কিছু বুঝতে পারছেন না।

'মানে হচ্ছে আপনার বিশ্বস্ত বাটলার মহোদয়ও একজন জোচ্চোর... ঠগ! তাঁর স্টাইলই হচ্ছে ধনী পরিবারের কোনও মেইড সার্ভেন্টকে বিয়ে করে বাড়িতে ঢুকে পড়া, আর তার কিছুদিন পর সবার মন জয় করে বিশ্বস্ততা অর্জনের পর বড় একটা দাঁও মেরে কেটে পড়া! অতীতে অসংখ্যবার এ কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি; নেদারল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড আর ফ্রান্সসহ বেশ কয়েকটা দেশে তাঁর নামে হুলিয়াও আছে।'

'লিয়াম, এসব কী শুনছি?' বললেন প্যাট্রিশিয়া, তাঁর মুখ ছাইবর্ণ ধারণ করেছে। 'তুমি... তুমি চুরি-ডাকাতির জন্য আমার বাড়িতে ঢুকেছ?'

'কক্ষনো না!' রাগী গলায় বলল লিয়াম। 'যদি ঢুকেই থাকি, তা হলে দিক না প্রমাণ!'

'এক্ষুণি দিচ্ছি,' বলল অয়ন। 'আপনার জুতোর দিকে তাকালেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

সবাই চোখ ফেরাল বাটলারের পায়ের দিকে। জুতোজোড়া কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে!

'এই ছেলের মাথাই খারাপ হয়ে গেছে,' বলল অ্যালান। 'একজোড়া ময়লা জুতোর সঙ্গে ভূতের কী সম্পর্ক?'

'কাদাটা লাগল কীভাবে, সেটাই জিজ্ঞেস করুন না ওনাকে,' বলল অয়ন।

'এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি!' বলল লিয়াম। 'মেরিলিনের চিৎকার শুনে কটেজ থেকে দৌড়ে এসেছিলাম আমি। বাইরে কীভাবে বৃষ্টি পড়ছে, দেখতেই তো পাচ্ছেন! জুতোয় কাদা লাগাটাই তো স্বাভাবিক।'

'মোটেই না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'কটেজ থেকে ম্যানর পর্যন্ত নুড়ি বিছানো একটা পথ আছে। সেখানে কাদা আসবে কোত্থেকে? আপনার জুতোয় কাদা লেগেছে বাগান থেকে।'

'নাহয় গেছিই বাগানে,' গোঁয়ারের মত বলল লিয়াম। 'তাতে দোষটা কোথায়? জ্যাকারিও তো সারাদিন বাগানে ছিল।'

'কিন্তু ওঁর পায়ে কাদা লাগেনি,' আঙুল তুলে দেখাল অয়ন। 'কারণ ঘাসে ঢাকা জমিনে হেঁটেছেন তিনি।'

'পুরো বাগানই তো ঘাসে ঢাকা,' বলল রিয়া। 'তা হলে লিয়ামের পায়ে কাদা এল কোত্থেকে?'

'সানডায়ালের চারপাশের মাটি খুঁড়েছে ও,' জানাল অয়ন। 'ঘাস উপড়ে মাটি বের করে ফেলেছে। বৃষ্টির কারণে ওই মাটিই কাদা হয়ে লেগে গেছে জুতোয়। বাগানে গিয়ে সানডায়ালটা দেখলেই প্রমাণ হয়ে যাবে সব।'

'এসব মিথ্যে কথা!' প্রতিবাদ করল লিয়াম। 'কাদা তো অন্য কোথাও থেকেও লাগতে পারে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে এই ছেলে!'

'এটা কোনও ষড়যন্ত্র না,' কড়া গলায় বলল অয়ন। 'ম্যাট সাক্ষী আছে। আমরা যখন লণ্ডন থেকে ফিরলাম, গাড়ির হেডলাইটের আলোয় সানডায়ালের পাশে একজন লোককে মাটি কোপাতে দেখেছি। গাড়ি থেকে নেমে তাকে ধাওয়া করেছিলাম আমরা, কিন্তু ধরতে পারিনি।'

'ঠিকই বলছে অয়ন,' ম্যাট সায় দিল।

'তা হলে সেজন্যই তোমাদের জুতোয় কাদা লেগেছে?' এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন প্যাট্রিশিয়া।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' বলল অয়ন। 'মাটিখোঁড়া জায়গাটার ওপর দিয়ে দৌড়ে গেছি আমরা, তাই আমাদের জুতোও নষ্ট হয়েছে। অন্ধকারে লোকটা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল বলে হাতেনাতে ধরতে পারিনি। কাদাটাই একমাত্র সূত্র ছিল তাকে খুঁজে বের করার জন্য। লিয়ামকে আগে থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, সেজন্য তখন আপেলটা হাত থেকে ফেলে দিয়েছিলাম, তোলার ফাঁকে দেখে নিয়েছি ওঁর জুতো। যতই অস্বীকার করুক, আমাদের জুতোর কাদার সঙ্গে ওঁরটা মেলালেই নিশ্চিত হওয়া যাবে, সানডায়ালের কাছে উনি খোঁড়াখুঁড়ি করেছেন কি না।'

'মেরিলিনকেও কি ও-ই ভয় দেখিয়েছে?' জানতে চাইল জ্যাকারি।

'হ্যাঁ,' বলল অয়ন। 'বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল লিয়াম। গানের কথার অর্থটা বের করে ফেলতে পারব বলে আমাকে ভয় পাচ্ছিল, কীভাবে আগেভাগেই গুপ্তধনটা হাসিল করবে, সেই প্ল্যান আঁটছিল। এই সময় আমি আর ম্যাট লণ্ডনে যাওয়ায় ছোট্ট একটা সুযোগ এসেছিল ওর হাতে, কিন্তু জিমি আর রিয়া সারাদিন বাগানের ওপর নজর রেখেছে, আপনিও বেশিরভাগ সময় ওখানেই কাটিয়েছেন—তাই সানডায়ালের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেনি সে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, আমি ফিরে এলে সব মাঠে মারা যাবে, তাই মরিয়া হয়ে ডাইভারশন তৈরির কাজটা করে—ভূত সেজে মেরিলিনকে ভয় দেখায়। ওঁর চিৎকারে সবাই কিচেনে চলে আসবে, জানত সে। এই সুযোগে খোঁড়াখুঁড়ি করতে শুরু করে। কিন্তু বেচারার ভাগ্য খারাপ, কাজটা শেষ করার আগেই আমি আর ম্যাট এসে পড়ি। আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় সে, কিচেনে গিয়ে ভান ধরে—যেন মেরিলিনের চিৎকার শুনে দেখতে এসেছে।'

'এসবের মিথ্যে অভিযোগ ছাড়া আর কিছু না,' লিয়াম বলল। 'মেরিলিনকে আমি ভয় দেখিয়েছি, তার কোনও প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ লাগবে না, আমি এমনিতেই বুঝতে পেরেছি,' বলল জিমি। 'সেজন্যই তো আপনার দিকে আঙুল তুলেছি। প্যাট্রিশিয়া, মনে আছে, মেরিলিন যখন আমাদের তার মাথায় ব্যথা পাবার কথা বলল, তখন কিন্তু লিয়াম কিচেনে ছিল না। অনেকক্ষণ পরে যখন এল, প্রথমেই বউকে মাথায় ব্যথাটার কথা জিজ্ঞেস করল। অথচ ব্যাপারটা তার জানা থাকার কথা না। জানত, কারণ সে নিজেই ভয় দেখিয়ে অজ্ঞান করেছে মেরিলিনকে। বেচারি যে পড়ে গিয়ে মাথায় বাড়ি খেয়েছে—সেটা দেখেছে।'

'ঠিক বলেছিস,' অয়ন মাথা ঝাঁকাল। 'শুরুতে আমিও ধোঁকা খেয়ে গিয়েছিলাম। সন্দেহ করছিলাম জ্যাকারি আর বয়েডদের, তবে লিয়ামের ব্যাকগ্রাউণ্ড জানার পর পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে সব। তার ওপর এখন তো হাতেনাতে সব প্রমাণ পেয়ে গেছি। একটু কষ্ট করে সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টারে তল্লাশি করলে আমার তো ধারণা ভূতের ছদ্মবেশটাও পাওয়া যাবে।'

'আপনার সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেছে, লিয়াম!' কড়া গলায় বলল জিমি। 'ভালয় ভালয় সব স্বীকার করে নিন।'

লিয়ামের চেহারা থেকে ভালমানুষির মুখোশটা খসে পড়েছে, সেখানে এখন ধরা পড়ে যাবার কারণে ক্রোধ দেখা যাচ্ছে। ঝট করে জামার আড়াল থেকে একটা পিস্তল বের করল সে। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'খেল ভালই দেখিয়েছ, শার্লকের বাচ্চারা! তবে আমার চাল এখনও শেষ হয়নি। হাত তোলো সবাই!'

'লিয়াম... কী করছ তুমি?' হতভম্ব গলায় বললেন প্যাট্রিশিয়া।

'যেটা আরও আগেই করা উচিত ছিল,' ক্রূর হাসি হাসল ভুয়া বাটলার। 'এই বিচ্ছুগুলোকে কোনও সুযোগ দেয়াই উচিত হয়নি। যা হবার হয়েছে, এখন আর ভুল হবে না আমার। গুপ্তধন পাবার জন্য যা যা দরকার সব করব।'

'তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম!'

'ভুল করেছেন, ম্যাডাম! ভেবেছেন কী... সামান্য দু'পয়সার মাইনের জন্য গত একটা বছর ধরে আপনাদের সেবা করছি আমি? মোটেই না। তক্কে তক্কে ছিলাম শুধু মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বিশ্বাস অর্জন করে তাঁর সমস্ত সেফের অবস্থান আর কম্বিনেশন জেনে ডাকাতি করব বলে। কিন্তু কপালটাই খারাপ, আপনার বাবা একবারও এলেন না এবাড়িতে, উল্টো মারা গেলেন। পুরো বছরটাই গচ্চা যেতে বসেছিল, কিন্তু গুপ্তধন লুকিয়ে তিনি আমাকে নতুন সুযোগ করে দিয়েছেন। সেটার আমি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করব।'

'আমাদের নিয়ে কী করবেন?' জানতে চাইল ম্যাট।

'চুপ! আর কোনও কথা শুনতে চাই না। সবাই সেলারে চলো! কেউ চালাকির চেষ্টা কোরো না, তা হলে সোজা গুলি খাবে।'

'অ্যালান, কিছু করো!' হাহাকার করে উঠল ফেলিসিটি। 'লোকটা গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাবে তো!'

'মুখ বন্ধ রাখো!' ধমকে উঠল অ্যালান। 'জানে মরতে চাও নাকি?'

'তোমাকে আমি দেখে নেব!' বাটলারের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল জ্যাকারি।

'প্রাণের মায়া না থাকলে আসতে পারো,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল লিয়াম।

'যা বলছে তা-ই করুন,' জ্যাকারিকে হাত ধরে টান দিয়ে শান্ত গলায় বলল অয়ন। 'শুধু শুধু বিপদ বাড়াবেন না।'

মাথার ওপর হাত তুলে লাইব্রেরির দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল ও। দেখে বিস্মিত হলো জিমি আর রিয়া—গোয়েন্দাপ্রধানকে এত সহজে হার মানতে আগে

দেখেনি ওরা। কিন্তু এ মুহূর্তে করার কিছু নেইও, বন্ধুকে অনুসরণ করল দু'জনে, পিছু পিছু বাকিরা।

একসারিতে সারেণ্ডারের ভঙ্গিতে হেঁটে রান্নাঘরে পৌঁছুল দলটা।

'দরজাটা খোলো, শার্লক!' ব্যঙ্গ করে আদেশ দিল লিয়াম।

মাথা ঝাঁকিয়ে সেলারে যাবার দরজাটা খুলল অয়ন। পিস্তলের ইশারায় সবাইকে সিঁড়ি ধরে নীচে নামতে বাধ্য করা হলো।

'বালব-টা খুলে ওপরে ছুঁড়ে দাও!'

কথা মানা ছাড়া উপায় নেই। সিঁড়ির গোড়ায় লাগানো বালব-টা খুলে লিয়ামের প্রসারিত হাতের দিকে ছুঁড়ে দিল জ্যাকারি, জিনিসটা ধরে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলল বাটলার।

'লুকানো প্যাসেজটা দিয়ে বেরুনোর চেষ্টা করে লাভ নেই,' গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। 'ওটা আমি আগেই বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছি। তা ছাড়া মিটিঙে আসার আগে মেরিলিনকেও কড়া ঘুমের ওষুধ খাইয়ে এসেছি। কাল দুপুরে ঘুম ভাঙলে ও-ই তোমাদের বের করতে পারবে।'

কথা শেষ করে সেলারের দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিল চতুর অপরাধী। নিকষ কালো অন্ধকারে ছেয়ে গেল চারপাশ।

বন্দি হলো ওরা।

উনিশ

দরজাটা বন্ধ হতেই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ফেলিসিটি বয়েড, তারপর শুরু করল ফোঁপানি।

'কী ব্যাপার?' বললেন অয়ন। 'কী হয়েছে ওঁর?'

'ওর ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে,' জানাল অ্যালান। 'অন্ধকার একদম সহ্য করতে পারে না। ভয় পায়।'

'অ্যালান, কিছু করো!' বলে উঠল ফেলিসিটি। 'আমার দম আটকে আসছে।'

'শান্ত হও! শান্ত হও! সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দরজার পাল্লা আর চৌকাঠের মধ্যকার ফাঁকা দিয়ে আসা এক চিলতে আলোয় জ্যাকারিকে সিঁড়ি ধরে উঠতে দেখল গোয়েন্দারা। বন্ধ দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিতে শুরু করল সে। কিন্তু অনড় রইল শক্ত দরজা, কিছুই হলো না। কয়েক দফা চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল কেয়ারটেকার, নীচে নেমে এল।

'থামলে কেন?' বলল অ্যালান। 'আমরা সবাই আসছি, একসঙ্গে ধাক্কা দিলে

নিশ্চয়ই কাজ হবে।'

'হবে না। বাইরে থেকে ছিটকিনি মেরে দিয়েছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জ্যাকারি। 'ভীষণ শক্ত দরজাটা। এপাশ থেকে ঠেলাঠেলি করলে নিজেরাই ব্যথা পাব।'

'আমাদের খুদে এরকুল পোয়ারো কোথায়?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল অ্যালান। 'কী আমার গোয়েন্দা রে! ক্রিমিনালের পরিচয় বের করেছে, অথচ তাকে ধরার ব্যবস্থা রাখেনি! মাঝখান থেকে সবাই আটকা পড়লাম। এবার বেরুব কীভাবে, সেই বুদ্ধি দাও!'

এতবড় অপমানের পরও জিমি আর রিয়াকে বিস্মিত করে জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল অয়ন।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে জিমি বলল, 'আমরা পিছনের ওই প্যাসেজটা বের হওয়ার চেষ্টা করি না কেন? লিয়াম হয়তো ধোঁকা দিচ্ছে, সত্যি সত্যি বন্ধ করেনি ওটা।'

'কীসের প্যাসেজ?' জানতে চাইল ম্যাট।

'আছে একটা,' বলল রিয়া। 'পিছনের রুমটার দেয়ালে।'

'চলো, চলো!' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরুনো যায়, ততই মঙ্গল।'

'দাঁড়ান সবাই!' অন্ধকারে বলে উঠল অয়ন। 'এত অস্থির হবার কোনও দরকার নেই।'

'মানে!' সবাই অবাক।

'ঠিক বলেছে ও,' ম্যাট হাসল অন্ধকারে। 'একটু অপেক্ষা করুন আপনারা।'

'তোমাদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না,' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'কেন অপেক্ষা করব?'

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠল অয়ন, দরজার পাল্লায় কান ঠেকিয়ে বলল, 'শ্‌শ্‌শ্‌...কিছু শুনতে পাচ্ছেন?'

দরজার কাছে সিঁড়িতে জটলা করে সবাই কান পাতল। নীচতলার কোথাও হাঁটাচলার ভারি পদশব্দ শুনতে পেল ওরা।

'নিশ্চয়ই লিয়াম!' বলল রিয়া। 'কিন্তু এখনও বাড়ির ভিতর কী করছে? এতক্ষণে তো গুপ্তধন নিয়ে পগার পার হয়ে যাবার কথা।'

'ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তাড়াহুড়ো করছে না আর কী!' আন্দাজ করল জিমি। 'আমরা সবাই যেখানে আটকা পড়ে আছি, ওর আর বিপদের ভয় কী? বৃষ্টি থামলে আরামসে কাজ করবে।'

অন্ধকারে কান পেতে ছোট্ট দলটা অপেক্ষা করতে থাকল। হঠাৎ দরজার ওপাশের আলোটা নিভে গেল, ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে সম্ভবত। তার ঠিক পরপরই বাড়ির ভিতরে একটা চিৎকারে আঁতকে উঠল ওরা।

'ওরে বাবা রে! ভূ-উ-উ-ত! আ-আ-আ-আঃ!'

'সর্বনাশ!' বলে উঠল জিমি। 'লিয়ামের গলা না?'

'চেঁচাল কেন?' বড় বড় ঢোক গিলল রিয়া।

'ভূত দেখেছে,' থমথমে গলায় বলল জ্যাকারি। 'এতদিন মানুষকে ভয় দেখিয়েছে তো, এবার নিজে সত্যিকার অ্যানা পারিলদের খপ্পরে পড়েছে! উচিত শিক্ষা হয়েছে হারামজাদার! অ্যানা!' অদৃশ্য আত্মাকে ডাকল সে। 'বদমাশটার হাড্ডি চুষে খেয়ো!'

নতুন করে পায়ের শব্দ শোনা গেল দরজার ওপাশে। ভয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল সবাই।

'আরে, আরে! যাচ্ছেন কোথায় আপনারা?' পিছন থেকে বলল অয়ন।

'মিস পারিলদকে একবার দেখেই সাধ মিটে গেছে, ভাই!' বলল জিমি। 'আরেকবার মোলাকাতের কোনও খায়েশ নেই।'

'দাঁড়িয়ে দ্যাখ্ না!' অয়ন হাসল। 'গতবার তোকে বন্দি করেছিল তো কী হয়েছে? এবার উল্টোটাও করতে পারে!'

'কী বলতে চাইছিস?'

'এবার হয়তো দরজাটা খুলে দেবে আমাদের ভূত!'

'ওদের নিয়ে ঠাট্টা কোরো না, অয়ন,' বলল জ্যাকারি। 'খেপে গিয়ে ক্ষতি করতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না,' অয়ন এখনও হাসছে। 'আমাদের এই ভূত দারুণ রসিক।'

অয়নের কথায় হতভম্ব হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। পায়ের শব্দটা থেমে গেছে। ওপাশে ছিটকিনি খোলার আওয়াজ হলো, তারপরই ক্যাচকোঁচ খুলতে শুরু করল পাল্লাটা।

পুরোটা খুলে যেতেই আতঙ্কে স্থবির হয়ে গেল সবাই, ফেলিসিটি বয়েড গুঙিয়ে উঠে স্বামীর বাহুতে এলিয়ে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আছে অপার্থিব নারীমূর্তিটা, ভিক্টোরিয়ান পোশাক পরা দেহটা জ্বলজ্বল করছে, গলায় ঝুলছে একটা ফাঁস!

'ভ্...ভ্... ভূত!' আঁতকে উঠে বলল রিয়া।

অয়নের মধ্যে কোনও ভাবান্তর না দেখে সন্দেহ হলো জিমির, একই সময়ে ইলেকট্রিসিটিও চলে এল। উজ্জ্বল আলোয় ভূতের হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট দেখতে পেল ও। ওমা! নাকের নীচে গোঁফও তো আছে!

'একেবারে ঠিক সময়ে হাজির হয়েছেন, ডিটেকটিভ শেলডন!' হাসিমুখে বলল অয়ন।

'ডিটেকটিভ!' প্যাট্রিশিয়া বিস্মিত গলায় বললেন।

'গ্যারেথ শেলডন, ম্যাডাম,' নিজের পরিচয় দিল ভূত। 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড

থেকে।'

'হচ্ছেটা কী?' বিভ্রান্ত গলায় বলল অ্যালান। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ভাল গোয়েন্দাদের কখনও ভুল হয় না,' শান্ত গলায় বলল অয়ন। 'ক্রিমিনালের পরিচয় বের করব, অথচ তাকে ধরার ব্যবস্থা করব না, তা কি হয়? শেলডন হচ্ছেন আমাদের সেই ব্যবস্থা!'

'কিন্তু উনি ভূত সেজেছেন কেন?' রিয়া জানতে চাইল।

'লিয়ামকে ওর ওষুধেরই একটা ডোজ দেয়ার লোভ সামলাতে পারিনি,' হাসল অয়ন। 'বললাম না, শেলডন আঙ্কেল খুব রসিক? রাজি হয়ে গেছেন আমার প্রস্তাবে।'

'আঙ্কেল? উনিই মামার বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' বললেন শেলডন। 'তোমার মামার সঙ্গে ইন্টারপোলের একটা কোর্স করেছিলাম সুইডেনে। তখন থেকেই আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'বাকি কথা ওপরে গিয়ে শোনা যাবে,' বলল জিমি। 'সবাই চলুন। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

সেলার থেকে কিচেনে বেরিয়ে এল সবাই। শেলডন একটা রুমাল বের করে মুখ আর হাতে মাখা ফ্লুরোসেন্ট রং মুছে ফেললেন।

'লিয়াম কোথায়?' জানতে চাইল অয়ন।

'লিভিংরুমে,' বললেন শেলডন। 'হাতকড়া পরিয়ে রেখে এসেছি। আমার লোকেরা ওকে পাহারা দিচ্ছে। ব্যাটার তো দাঁত কপাটি লেগে গেছে, হার্ট অ্যাটাক করত আরেকটু হলেই। মেইনসুইচ অফ করে ওর সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। জিন্দেগিতে আর কাউকে ভয় দেখানোর সাহস হবে না লোকটার। জেলের ভাত খাবে বহুদিন।'

'ওর মত লোকের জন্য উচিত সাজা হয়েছে।'

'এসব কি অয়নের বুদ্ধি?' জানতে চাইলেন প্যাট্রিশিয়া।

'আর কার?' বলল ম্যাট। 'লণ্ডনে গিয়ে সব ঠিকঠাক করে এসেছি আমরা। জারিজুরি ফাঁস হলে লিয়াম যে সবাইকে বন্দি করবে, এটা আগেই আন্দাজ করেছিল অয়ন। তাই শেলডন আঙ্কেল লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন এস্টেটের বাইরে। কথা ছিল, আমরা ঢোকার আধঘণ্টা পরে ঢুকবেন তিনি।'

'কিন্তু এতকিছুর দরকারটা কী ছিল? সোজা ওকে অ্যারেস্ট করলেই কি চলত না?'

'না,' মাথা নাড়ল অয়ন। 'এখানে লোকটা যা ঘটিয়েছে, তার কোনও নিরেট প্রমাণ ছিল না আমাদের হাতে। সেজন্য নাটক করে ওর মুখ দিয়ে বের করাতে হয়েছে সব, আর এটায় রেকর্ড হয়ে গেছে সেই স্বীকারোক্তি।' পকেট থেকে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার বের করে দেখাল ও। 'আর এতকিছু যখন করছি, লোকটাকে

একটু ভয়ও দেখাতে ইচ্ছে করল। সেজন্যই একটা কস্টিউম শপ থেকে পুরনো আমলের পোশাক ভাড়া করে এনেছেন আঙ্কেল।'

'দারুণ!' হাত তালি দিয়ে উঠল অ্যালান। 'এই বাচ্চারা দারুণ দেখিয়েছে!'

'এত খুশি হবার কিছু নেই,' বললেন শেলডন। 'তোমাদেরও অ্যারেস্ট করছি আমি।'

হ্যাণ্ডকাফ হাতে ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন পুলিশ ঢুকল কিচেনে। তাদের দিকে তাকিয়ে তোতলাতে তোতলাতে অ্যালান বলল, 'ক্...কিন্তু আ...আমরা তো কিছু করিনি!'

'ভুয়া পরিচয় দিয়ে এ-বাড়িতে অনুপ্রবেশ করেছেন,' বলল অয়ন। 'বিনা অনুমতিতে সারা বাড়ির যেখানে-সেখানে ঢুঁ মেরে গুপ্তধন খুঁজেছেন। এসব অপরাধ নয়? তা ছাড়া পুরনো জোচ্চুরির জন্য এমনিতেই আপনারা দুজন ওয়ান্টেড আসামী!'

বয়েড দম্পতির হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গেল পুলিশরা।

'সবই তো হলো,' বলল জ্যাকারি। 'কিন্তু গুপ্তধনটা?'

'চলুন নিয়ে আসা যাক,' কাবার্ড থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করে হাতে নিয়ে বলল জিমি।

বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে পিছনের উঠোনে পৌঁছুল ছোট্ট দলটা। রিয়ার হাতে টর্চটা ধরিয়ে দিয়ে লিয়ামের ফেলে যাওয়া কোদালটা তুলে নিল জিমি, ম্যাটও একটা শাবল নিয়ে এসেছে। দু'জনে মিলে সানডায়ালের পাশে মাটি খোঁড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মিনিট পনেরো পরেই ঠং করে কিছু একটার গায়ে বাড়ি খেল শাবল, নীচে লোহার তৈরি কিছু একটা আছে। তাড়াতাড়ি মাটি সরিয়ে একটা বৃত্তাকার অ্যালুমিনিয়াম কন্টেইনার তুলে আনল জিমি আর ম্যাট, জিনিসটা নিয়ে সবাই ছুটে গেল লাইব্রেরিতে।

কফি টেবিলের ওপর রাখা হলো ওটা।

মাত্র দেড় ফুট লম্বা কন্টেইনারটা, ডায়ামিটারে আড়াই ফুটের মত হবে। ডালায় একটা প্যাডলক লাগানো। কোত্থেকে যেন একটা বোল্ট কাটার নিয়ে এল জ্যাকারি, সেটা দিয়ে কেটে ফেলা হলো তালাটা।

'তুমিই খোলো, অয়ন,' বললেন প্যাট্রিশিয়া। 'সম্মানটা তোমারই প্রাপ্য হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডালাটা ধীরে ধীরে তুলল গোয়েন্দাপ্রধান। গভীর আগ্রহে সবাই ঝুঁকল ভিতরে কী আছে দেখার জন্য। কিন্তু যেটা দেখা গেল সেটা ঠিক আশা করেনি কেউ।

'এ তো দেখছি সিনেমার রিল!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রিয়া।

ঠিকই বলেছে ও। ধনরত্ন বা হীরে-জহরত নয়, কন্টেইনারের ভিতর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো রিল, সিনেমা হলের প্রজেক্টরে যেগুলো

ব্যবহার করা হয়।

প্রথম রিলটার সঙ্গে একটা খাম টেপ দিয়ে লাগানো আছে। সেটা নিয়ে সীলগালা ভেঙে চিঠিটা বের করল অয়ন। সেটা এরকম:

কনগ্রাচুলেশন্‌স!

এই চিঠি যে পড়ছে, তাকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি সাফল্যের জন্য। সবচেয়ে খুশি হব মানুষটা যদি আমার মেয়ে প্যাটি হয়।

এই কন্টেইনারে টাকা-পয়সা বা সোনাদানা নেই বলে হতাশ হবার কিছু নেই, কারণ তার চেয়ে দামি একটা জিনিস আমি রেখে যাচ্ছি এখানে। আমার শেষ মাস্টারপিস— 'দ্য ডায়মণ্ডস্‌ অভ ক্যাপ্রিকর্ন।'

হ্যাঁ, এটাই আমার শেষ ছবি—যেটার কাজ তিন বছর আগে ধরেছিলাম। অসুস্থতার কারণে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল কাজ। কিন্তু যতই দিন গেল, বুঝলাম—সুস্থ হয়ে ছবিটা শেষ করার সুযোগ আমাকে দেবেন না ঈশ্বর, তার আগেই আপন করে নেবেন। জীবনে কোনও কিছু অর্ধসমাপ্ত রাখিনি আমি, তাই এটাও রাখতে মন চাইল না। সেইসঙ্গে আরও একটা কষ্ট তাড়া করল আমাকে—যদি ছবিটা নিজে শেষ না করি, তা হলে অন্য পরিচালক আমার মৃত্যুর পর ওটার দায়িত্ব নেবে। সেক্ষেত্রে আমি যেভাবে ছবিটা উপহার দিতে চেয়েছি, তা আর অক্ষুণ্ন থাকবে না। তাই দিনের পর দিন রাত জেগে গোপনে এডিটিং করলাম. সাহায্য করল আমার দীর্ঘদিনের পুরনো অভিনেতা বন্ধু ক্রেট—ক্রেইটন নাইট। দু'জনে মিলে পরিকল্পনা করলাম, কীভাবে আমার শেষ ছবিটাকে স্মরণীয় করে রাখা যায়। ধাঁধা তৈরি করলাম, তারপর বেড়াতে আসার ছলে ম্যানরে এসে সানডায়ালের পাশে লুকিয়ে রাখলাম। এর ফলে যে রহস্যময়তা আর উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, তা-ই চিরদিন মনে রাখবে সবাই।

আশা করি আমার এই কষ্ট সফল হয়েছে। ধাঁধাটা ভেদ করে ছবিটা উদ্ধার করেছ তুমি। 'দ্য ডায়মণ্ডস্‌ অভ ক্যাপ্রিকর্ন' এখন তোমার। ছবিটা সম্পূর্ণ আমার নিজের টাকায় বানানো, কাজেই এটার মালিকানায় কেউ ভাগ বসাতে পারবে না। একটাই অনুরোধ, সারা পৃথিবীকে দেখতে দিয়ো এটা, আমার শেষ উপহার।

আর বিশেষ কিছু তো বলার নেই। শেষ করার আগে আরেকবার দুর্দান্ত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ছবিটা উদ্ধারের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি, সেই সঙ্গে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা। ভাল থেকো, আমার মেয়ে প্যাটিকে ভালবাসা জানিয়ো।

বিদায়।

একান্ত বিশ্বস্ত,
রবার্ট জে. ম্যাকডোনাল্ড।

পড়া শেষ করে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সবাই। মন খারাপ হয়ে গেছে সবার, প্যাট্রিশিয়া কাঁদছেন।

শেষ পর্যন্ত গলা খাঁকারি দিয়ে অয়ন মুখে হাসি ফোটাল। বলল, 'শুধু শুধু মন খারাপ করছি কেন আমরা? মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের শেষ ইচ্ছে পূরণ করতে পেরেছি—এটা কি বিশাল ব্যাপার নয়?'

'ঠিকই বলেছ,' চোখ মুছলেন প্যাট্রিশিয়া। 'বাবা নিশ্চয়ই অন্যভুবন থেকে আমাদের দেখে হাসছে।'

কন্টেইনারটা দুহাতে তুলে নিল জিমি। বলল, 'একটা সিনেমা দেখলে কেমন হয়?'

'চমৎকার!' সমস্বরে বলে উঠল সবাই।

প্রজেকশন রুমের দিকে রওনা হলো দলটা।

বিশ

এক সপ্তাহ পর। লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে এসেছে অয়ন, জিমি আর রিয়া। এই মুহূর্তে এডওয়ার্ড মেয়ারের মুখোমুখি বসে আছে। ওদের দেয়া কেস রিপোর্ট পড়ছেন তিনি।

'হুঁ, তা হলে বাটলার লিয়ামই ছিল সবকিছুর পিছনে?' পড়া শেষ করে বললেন আইনজ্ঞ। 'শুরুতে তো কিছুই বোঝা যায়নি।'

'লোকটা পাকা অপরাধী, কীভাবে মানুষের মন জয় করতে হয়—তার সব কায়দাই জানে,' বলল অয়ন। 'লিয়াম নামটা ভুয়া। ওর আসল নাম ক্রিস্টোফার পার্সি—কুখ্যাত প্রতারক আর সিঁধেল চোর। অসংখ্য হুলিয়া আছে ওর নামে। মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ধনী বাড়িতে ঢুকে টাকা-পয়সা হাতানোই তার আসল পেশা। ম্যাকডোনাল্ড পরিবারে অনুপ্রবেশ করার জন্য মেরিলিনকে বিয়ে করেছিল।'

'কেস রিপোর্ট দেয়ার প্রয়োজন ছিল না,' বললেন মেয়ার। 'মিসেস প্যাট্রিশিয়ার কাছে আমি সবই শুনেছি। তোমাদের ডেকেছি অভিনন্দন জানাতে।'

'প্রফেশনাল হবার চেষ্টা করছি, সার,' বলল অয়ন। 'তাই ভাবলাম কেস রিপোর্ট জমা দেয়াটাই উচিত হবে।'

'এটা পড়ে অবশ্য আরও কিছু প্রশ্ন জাগল আমার মনে।'

'লেখার অভ্যেস নেই তো! বলুন কী জানতে চান। সাধ্যমত জবাব দেব।'

'লিয়ামকে কি ইন্টারপোলের ফাইল দেখার পর প্রথম সন্দেহ করেছ?'

'না সার,' মাথা নাড়ল অয়ন। 'আগেই করেছি। তবে একদম শুরুতেই করা

উচিত ছিল।'

'কেন?'

'কারণ সে মাত্র এক বছর ধরে ম্যানরে কাজ করছে, তার বউয়ের মত ত্রিশ বছর ধরে নয়। অথচ দেখা গেল, বাড়িটার সমস্ত গোপনপথ আর গলি-ঘুপচি ভাল করেই চেনে সে। সাধারণ একজন মানুষের এসব নিয়ে এত আগ্রহ থাকার কথা নয়। একজন অপরাধীই শুধু এসব চিনতে সময় ব্যয় করবে।'

'কৌতূহলের বশেও তো চিনতে পারে।'

'তা পারে। কিন্তু জিমি আটকা পড়ার পর আমার মাথায় প্রথম সন্দেহটা ঢুকিয়ে দিল সে।'

'কীভাবে?'

'সেলারটা কেমন অন্ধকার, তা তো পড়েছেনই। পাইপের ঠোকাঠুকি শুনে সহজে শব্দটার উৎস খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। অথচ লিয়াম দেখলাম একবারেই ছোট্ট রুমটার কাছে নিয়ে গেল আমাদের। তখনই সন্দেহ হলো—নিজে যদি জিমিকে বন্দি করে না থাকে, তা হলে এত সহজে বুঝল কী করে?'

'সেলারে কী করছিল সে? জিমিকেই বা আটকাল কেন? গোপন পথটা দিয়ে পালিয়ে গেলেই পারত!'

'ঘড়িটা খুঁজছিল,' জানাল জিমি। 'কাজটা শেষ করার আগেই আমি গিয়ে হাজির হলাম। বাড়িতে কেউ নেই, এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছিল না সে। ভূতের পোশাকটা সঙ্গেই ছিল, ওটা পরে আমাকে ভয় দেখিয়েছে, তারপর রুমটাতে বন্দি করে সেলারে তল্লাশির কাজ শেষ করেছে।'

'পরে আবার আমরা আসার পর জিমি জঙ্গলে হারিয়ে গেছে বলে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছে সে,' বলল রিয়া। 'যাতে সবাই ওর খোঁজে বেরিয়ে গেলে বাড়ির অন্যান্য জায়গায় তল্লাশিটা চালিয়ে যেতে পারে। গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকটা পেয়ে গিয়েছিল আগেই, কিন্তু যখন দেখল ওখানে গুপ্তধন নেই, আরেক দফা তল্লাশির জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। জিমির করা শব্দটা অয়ন শুনে ফেলায় ব্যর্থ হয় সে। বাধ্য হয়ে ওকে উদ্ধার করে হিরো সাজার চেষ্টা করে।'

'ভূত সাজত কীভাবে?' জানতে চাইলেন মেয়ার।

'খুব সহজ, ঠিক যেভাবে শেলডন আঙ্কেল সেজেছেন,' অয়ন বলল। 'পুরনো আমলের ড্রেস, পরচুলা আর ফাঁসির দড়ি পরে সারা গায়ে ফ্লুরোসেন্ট পেইন্ট মাখত।'

'প্রথম দিন কি ওকেই চারতলায় দেখতে পেয়েছিল জ্যাকারি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল অয়ন। 'জ্যাকারি খুব ভূত-প্রেতবিশ্বাসী দেখে বুদ্ধিটা মাথায় আসে তার। অ্যানা পারিলদের বেশে ওঁকে ভয় দেখায় সে, তারপর ডাম্বওয়েইটারে চড়ে নীচতলায় চলে যায়। এজন্যই আমরা পরে গিয়ে আর খুঁজে পাইনি।'

'কিন্তু এতকিছু করতে গেল কেন? আর সবার মত স্বাভাবিকভাবেই গুপ্তধন

খুঁজতে পারত না?'

'অপরাধীরা কীভাবে চিন্তা করে, জানেনই তো! ওর ভয় ছিল, গুপ্তধনটা পাওয়া গেলে হয়তো মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের আত্মীয়-স্বজনরা পুরোটা ভাগ-যোগ করে নিয়ে যাবে, ওর কপালে কিছুই জুটবে না। সেজন্যই ভূতের ভয় দেখিয়ে সবাইকে ম্যানর থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে, যাতে নিশ্চিন্তে জিনিসটা খুঁজে বের করে কেটে পড়তে পারে।'

'কিন্তু লাভ হয়নি,' হাসলেন মেয়ার। 'কারণ তোমরা তিনজন হাজির ছিলে ওখানে। লিয়ামের অভিনয়ে ভয় পাওনি।'

'জিমি বাদে,' মুচকি হাসল রিয়া। 'ও তো ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল!'

কড়া চোখে বান্ধবীর দিকে তাকাল জিমি, সামনে মিস্টার মেয়ার আছেন বলে কিছু বলল না।

'কথাটা ঠিক না,' বন্ধুর হয়ে তরফদারি করল অয়ন। 'জিমিও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। সেলারে যখন ভূতের হাতে আটকা পড়ল, অন্য কেউ হলে তো মাথা খারাপ হয়ে যেত। কিন্তু ও ঠিকই মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুদ্ধি খাটিয়ে আমাদের সঙ্কেত দিয়েছে।'

'ঠিক বলেছ,' মেয়ার একমত হলেন। 'ওকে উদ্ধার করতে গিয়েই তো বাটলার প্রথম ভুলটা করল।'

'ঠিক বলেছেন,' বলল অয়ন। 'নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরিয়ে রাখতে কম চেষ্টা করেনি লিয়াম! নিজে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের ব্যক্তিগত অফিস তছনছ করেছে, অথচ আমাদেরকে প্যাসেজে আটকানোর পর জ্যাকারির মত শব্দ করে হেঁটেছে, প্রজেকশন রুমের আশপাশে অ্যালানকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে বলে সন্দেহ ঢোকানোর চেষ্টা করেছে, ফেলিসিটির রুমাল চুরি করে কটেজে যাবার রাস্তার পাশে ফেলে রেখেছে... এসব দেখে আমরাও প্রথমে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় ঢুকছে না,' বললেন আইনজ্ঞ। 'ছ'মাস আগে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড আর ক্রেইটন নাইট যখন রিলগুলো লুকাতে গেলেন, ও তখন কোথায় ছিল?'

'বাটলারের অভিনয় করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিল,' জানাল জিমি। 'তাই কয়েকদিন আরাম-আয়েশ করার জন্য দূরে চলে গিয়েছিল, মেরিলিনকে বলেছিল এক অসুস্থ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যটাই খারাপ তার—সে যাবার পরপরই ম্যানরে এলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড, রিলগুলো জ্যাকারি আর মেরিলিনের অজান্তে লুকিয়ে রেখে চলে গেলেন। আমাদের জন্য অবশ্য তাতে লাভই হয়েছে। ওই সময় বাড়িতে থাকলে লিয়াম ঠিকই জেনে যেত রিলগুলোর কথা, পরে সুযোগ বুঝে সরিয়ে ফেলত।'

'হুঁ, লিয়ামের ব্যাপার সবই বুঝলাম। এবার তা হলে জ্যাকারির কথা বলো। সারাদিন বাগানে কী করত সে?'

'আসলে ওটাতে কোনও রহস্যই নেই,' মুচকি হাসল অয়ন। 'ভদ্রলোক যে কেয়ারটেকারের পাশাপাশি ম্যানরের গ্রাউণ্ডস্‌কিপারও, সেটা জানা ছিল না বলে ভুল বুঝেছি আমরা। আসলে উনি বাগানের ল্যাণ্ডস্কেপিং ইন্সপেকশন করতেন। কোথায় ঘাস বড় হয়ে গেছে, কোথায় আগাছা জন্মেছে, কোথায় মাটি বসে গেছে... এসব দেখে রাখতেন, যাতে পরে গার্ডেনারদের দিয়ে সব ঠিক করিয়ে নিতে পারেন। ইন্টারপোলের রিপোর্টে ওঁর ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পূর্ণ পরিষ্কার দেখেছি। অন্যদিকে লিয়াম আর বয়েডদের বেলায় দেখলাম হাজার হাজার অভিযোগ।'

'অয়ন, তুমি ভুলে গেছ—বাগানে বসে আরও একটা কাজ করতেন উনি!' বলে মুচকি হাসল রিয়া।

'কীসের কথা বলছ?' জানতে চাইলেন মেয়ার।

'বাগান থেকে জানালা দিয়ে রান্নাঘরটা দেখা যায়, কটেজটাও চোখে পড়ে,' বলল জিমি। 'এজন্যই যতটা সময় সম্ভব ওখানে কাটাতেন জ্যাকারি।'

'মানে?'

'মেরিলিনকে ভালবাসেন জ্যাকারি, অনেকদিন থেকেই। মুখ ফুটে বলার সাহস পাচ্ছিলেন না, এই সুযোগে লিয়াম তাঁকে পটিয়ে বিয়ে করে ফেলে। কী আর করবেন বেচারা! বাগানে কাজ করার ফাঁকে চুপি চুপি মেরিলিনকে দেখতেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। গোপন ভালবাসা আর কী!'

'ভারি ইন্টারেস্টিং তো!' বললেন মেয়ার। 'তা এখন কী অবস্থা? মেরিলিন কি ব্যাপারটা জানতে পেরেছে, নাকি জ্যাকারি এখনও চুপচাপ?'

'বলে দিয়েছেন,' হাসল জিমি। 'মেরিলিনও রাজি; লিয়াম ওরফে পার্সির সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেলে বিয়ে করবেন ওঁরা!'

'খুব ভাল,' হাসলেন মেয়ার। 'উড়নচণ্ডী লোকটা এবার থিতু হবে তা হলে! মাঝে মাঝে কোথায় উধাও হয়ে যেত সে?'

'নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই,' বলল জিমি। 'উড়নচণ্ডী—বললেনই তো। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারে না, আবার মেরিলিনকে ছেড়েও চলে যেতে পারছিল না। তাই কিছুদিন পর পর যাযাবরের মত বেড়াতে চলে যেত, তারপর আবার ফিরে আসত।'

'তা-ই বলো! আচ্ছা, তুমি চাদর বেয়ে নামার সময় লাইব্রেরিতে যাকে দেখতে পেয়েছিলে, সেটা কে ছিল?'

'ওটা অ্যালান বয়েড। গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে।'

'ভাল কথা মনে করিয়েছ,' বললেন মেয়ার। 'বয়েডদের ব্যাপারে তো তেমন কিছুই লেখোনি। ওদের শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে?'

'জোচ্চুরি করলে যা হয়, তা-ই,' বলল অয়ন। 'জেলে গেছে। বণ্ড বা বয়েড—কোনোটাই ওদের আসল নাম নয়। দু'জনের আসল নাম হচ্ছে হ্যারি আর লিলি ও'ব্রায়েন। ভুয়া উত্তরাধিকারের কাগজপত্র দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে

সম্পত্তি হাতানো ওদের দীর্ঘদিনের পেশা। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডেরও সম্পত্তির ভাগ নিতে চেয়েছিল ওরা। ভেবেছিল হয়তো ধাঁধাটা সমাধান করতে পারবে। কিন্তু কাজে নেমে দেখল—তাদের বুদ্ধিতে এ-কাজ সম্ভব নয়। তারপরও হাল ছাড়েনি। ভেবেছে, অন্য কেউ গুপ্তধনটা বের করলে ভাগ বসাবে, নয়তো চুরি করবে।'

'লিয়াম...মানে পার্সিকে চিনত?'

'না,' অয়ন মাথা নাড়ল। 'তবে পার্সি ওদের চিনত। তারপরও ব্যাপারটা ফাঁস করেনি, কারণ থানা-পুলিশ এলে ওর নিজের পরিচয়ও ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সেজন্য সারাক্ষণ তক্কে তক্কে থেকেছে, কীভাবে এই দুই ঠগকে অন্যভাবে তাড়ানো যায়। পেপারে ছবিটা ছাপা হতেই সেটাকে কাজে লাগাতে চেয়েছে, ইচ্ছে করেই পত্রিকাটা এমনভাবে রেখেছে, যাতে হ্যারি দেখতে পায় ছবিটা। ও ভেবেছিল, পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে জামাই-বউ দু'জনে পালিয়ে যাবে। কিন্তু হ্যারিও সেয়ানা লোক, কফি ঢেলে নষ্ট করে দিয়েছে পেপারটা। গুপ্তধন পাওয়ার এত কাছাকাছি এসে পালাতে চায়নি সে।'

'ধরা তো পড়ল সেজন্যই,' বলল রিয়া। 'পেপারটা দেখে যদি সকালেই কেটে পড়ত, তা হলে শেলডন আঙ্কেলের হাতে ধরা পড়ত না।'

'তা তো বটেই!' আইনস্টাইন হাসলেন। 'তারপরও তোমাদের কৃতিত্ব কম নয়। দারুণ কাজ দেখিয়েছ! রবার্ট ম্যাকডোনাল্ডের ধাঁধা সমাধান করেছ, তাঁর শেষ ছায়াছবিটা উদ্ধার করেছ, একই সঙ্গে তিনজন কুখ্যাত অপরাধীকে আটক করেছ—মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড নিজেও নিশ্চয়ই ভাবেননি এত রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটবে তাঁর ধাঁধাটাকে ঘিরে!'

'আল্লাহ ওঁর আত্মাকে শান্তি দিন,' বলল অয়ন। 'তারপরও বলব—কাজটা তিনি ভাল করেননি। ধাঁধাটা যদি কেউ সমাধান করতে না পারত? পারলেও যদি অনেকদিন কেটে যেত? মাটির নীচে পড়ে থাকতে থাকতে রিলগুলো তো নষ্টই হয়ে যেত! তা হলে চিরদিনের মত *"দ্য ডায়মণ্ডস্ অভ ক্যাপ্রিকর্ন"* ছবিটা হারাতাম আমরা।'

'তেমন কোনও ভয় ছিল না,' বললেন মেয়ার। 'আজ সকালেই আমার সঙ্গে কথা হয়েছে মি. ক্রেইটন নাইটের। ম্যাকডোনাল্ড তাঁকে বলে দিয়েছিলেন—এক বছরের মধ্যে কেউ যদি ছবিটা উদ্ধার করতে না পারে, তা হলে যেন তিনি নিজেই ওটা বের করে এনে মুক্তি দেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' হাসলেন আইনস্টাইন। 'মি. নাইট তোমাদের কৃতিত্বের খবর পেয়েছেন, খুব খুশি হয়েছেন, তোমাদের দেখতেও চেয়েছেন। সময় করে একদিন দেখা করে এসো।'

'নিশ্চয়ই যাব,' বলল জিমি।

'ছবিটা খুব শীঘ্রি মুক্তি দেয়া হবে,' বললেন মেয়ার। 'মিসেস প্যাট্রিশিয়ার

সঙ্গেও কথা হয়েছে আমার। প্রিমিয়ার শো'তে দাওয়াত পাবে তোমরা।'

'দারুণ ব্যাপার তো!' বলল অয়ন। 'আমি কখনও কোনও প্রিমিয়ারে যাইনি। শুধু টিভিতে দেখেছি।'

'আমিও,' বলল জিমি।

'আজ তা হলে উঠি, সার,' বলল অয়ন। 'স্কুল শুরু হবে কয়েকদিনের মধ্যেই। অনেক হোমওয়ার্ক জমে গেছে।'

'ঠিক আছে, যাও। যোগাযোগ রেখো। মাঝে মাঝেই অদ্ভুত কিছু কেস আসে আমার কাছে। আগামীতে সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য নেব।'

'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

বিদায় নিয়ে আইনস্ক্রের অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন বন্ধু। পিছন থেকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এডওয়ার্ড মেয়ার—আশ্চর্য তিনজন কিশোর-কিশোরী! এত অল্প বয়সেই সাড়া ফেলে দিচ্ছে, বড় হলে না জানি কী করবে!

নীচে যাওয়ার জন্য এলিভেটরে চড়ল তিন বন্ধু। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই রিয়ার দিকে ফিরল জিমি। বলল, 'এবার তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে! আমি ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম, না? কান মুচড়ে যদি তোমাকে নাকে খত না দেয়াচ্ছি...'

'খবরদার, গায়ে হাত তুলবে না!' রিয়া সাবধান করল।

'তা হলে মাফ চাও!'

'কক্ষনো না! ঠিকই তো বলেছি...'

'কী ঠিক বলেছ...'

ঝগড়াঝাটিতে নাক না গলিয়ে মুচকি হাসল অয়ন। আজ আর ওদেরকে থামাবে না, দেখা যাক কে জেতে!

***